উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এনডিএ রাজ্যে দ্রুত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৫°	৩৪°	২৬°	৩৫°	২৬°	৩৪°	২৪°

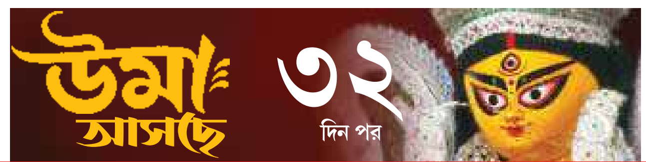

শেফালি-স্মৃতির তাণ্ডবে অষ্টমবার এশিয়া সেরা ১২

শিলিগুড়ি ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 14 September 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 118

ভাঙনই যেন খনি টাকার

একদিন যে নদীখাত শুকিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছে তার জল। বদলেছে গঙ্গার স্রোতও। তিন নদী আর এক মরা নদীপথের টানে ক্রমশ সরে যাচ্ছে ভূতনির মাটি। নদী কি এবার মুছে দেবে আস্ত একটি জনপদ? আজ চতুর্থ পর্ব।

ভূতনির ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

একবার বাঁধ ভাঙে। সরকারি টাকা আসে। বাঁধ ফের তৈরি হয়। পরের বর্ষায় আবার সেই বাঁধেরই কোনও অংশ নদীতে চলে যায়। আবার বরাদ্দ, আবার কাজ। ভূতনির নদীভাঙনের এই চক্র বাস্তবে একটি রহস্যও বটে। শুধু মাটি আর জল নয়, বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে সরকারি

২০১৭–'১৮

ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধে চার জরুরি কাজের টেন্ডার মূল্য প্রায় ৭৬.৯৬ লক্ষ টাকা

২০২৪–'২৫

তিনটি বাঁধ-সংক্রান্ত কাজের টেন্ডার মূল্য মিলিয়ে প্রায় ৬৮.৯১ লক্ষ টাকা

২০২৫

২.৪ কিলোমিটার রিংবাঁধের টেন্ডার মূল্য ৬ কোটি ১০.৩৫ লক্ষ টাকা

২০২৫

কাট-পয়েন্টে স্লুইস গেটের প্রশাসনিক অনুমোদন ৬ কোটি ৯১.২০ লক্ষ টাকা

২০১৪-র ক্যাগ রিপোর্ট

প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধের কাজে অর্থ ব্যবহারের অভিযোগ

অর্থের ব্যবহারও। কারণ, একই ভূখণ্ডকে বাঁচাতে বছরের পর বছর ঢালাও টাকা খরচের পরও লাভ হচ্ছে না কিছুই। ভাঙনের সঙ্গে লড়াইয়ে সরকারি ব্যবস্থায় কারা বারবার কাজ পাচ্ছেন, কত টাকা ঘুরছে এবং সাধারণ মানুষ তার বিনিময়ে কতটা স্থায়ী সুরক্ষা পাচ্ছেন সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর মিলছে না।

সেচ দপ্তরের কর্তারা এসব নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি। জেলা প্রশাসনের কর্তারা কেউ এড়িয়ে গিয়েছেন, কেউ অনুরোধ করছেন তাঁর বক্তব্য না প্রকাশ করার জন্য। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অবশ্য জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তাঁরা স্পেশাল অডিট করে খরচের হিসেব নেবেন। কোথাও বেআইনি কাজ হলে কড়া পদক্ষেপ করবেন। তবে আদৌ রহস্যের জট কাটবে কি না তার গ্যারান্টি নেই। নদী গবেষক সুদেষ্ণা পুরকাইতের কথা, 'ভাঙন রোধে লাভ হবে কি না তা না বুঝেই বাঁধের জন্য টাকা খরচ করা হলে তাতে গাফিলতি ও অসৎ উদ্দেশ্য থাকবেই। আবার লাভ হবে না বুঝেও নদীতে বোল্ডার, বালির বস্তা ফেলে লোকদেখানো কাজ করার মধ্যেই অসাধু স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। ভূতনির ক্ষেত্রে দুটোই হতে পারে। সরকারি বরাদ্দ কীভাবে খরচ হয়েছে তার মূল্যায়ন জরুরি।'

নথি বলছে, ভূতনিতে নদী ঠেকানোর কাজ কোনও এক বছরের ঘটনা নয়। ২০১৭-'১৮ সালে ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধের বিভিন্ন অংশে জরুরি মেরামতি ও প্রতিরোধের কাজ হয়েছে। চারটি জরুরি কাজের টেন্ডার মূল্য মিলিয়ে ছিল প্রায় ৭৬.৯৬ লক্ষ টাকা। ২০২১-'২২ সালেও বাঁধের বিভিন্ন অংশে জরুরি প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়েছে। ২০২৪-'২৫ সালে তিনটি কাজের টেন্ডার মূল্য মিলিয়ে প্রায় ৬৮.৯১ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে।

পরবর্তীতে প্রকল্পের অঙ্ক আরও বড় হয়েছে। ২০২৫ সালে ২.৪ কিলোমিটার রিংবাঁধ তৈরির টেন্ডার মূল্য ছিল ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৭১ টাকা। একই বছরে ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধের একটি কাট-পয়েন্টে স্লুইস গেট তৈরির জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয় ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ২০ হাজার ২৭৭ টাকার। যদিও সেই কাজ এখনও হয়নি বলেই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ২০২৫-'২৬ সালেও পশ্চিম রতনপুর সহ একাধিক জায়গায় অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা, বাঁধের অংশ রক্ষা এবং পর্কুপাইন বসানোর কাজের টেন্ডার মূল্য ছিল প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা। এই হিসাব অনেক লম্বা।

অর্থাৎ নদী যত চাপ বাড়াচ্ছে, সরকারি প্রকল্পের তালিকাও তত দীর্ঘ হচ্ছে। আর প্রতিটি প্রকল্পের

এরপর দশের পাতায়

জলে ডুবেছে বাড়িঘর। পরিবার নিয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে। রবিবার মালদার ভূতনিতে। ছবি : কল্লোল মজুমদার

চিকেনস নেকে যৌথ নিরাপত্তার আশা

শুভদীপ ব্যানার্জি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে কি নতুন নীতি আনতে চলেছে মোদি সরকার? নয়াদিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত ব্রিকস সম্মেলনে ১১ জন রাষ্ট্রপ্রধান স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে সেই সম্ভাবনা নাকচ করতে পারছেন না প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। এই সম্মেলনের বড় সাফল্য হল চিন ও ভারতের মুখোমুখি ফলপ্রসূ আলোচনা। যেখানে কোনও দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকেই আর সামরিক সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে না বলে ঠিক হয়েছে। কথা বলে সমাধানের রাস্তা খুঁজতে সম্মত হয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও।

এতে নয়াদিল্লির সঙ্গে বেজিংয়ের সম্পর্কে উষ্ণতা ফিরতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সামরিক রণকুশলীদের মতে, সেক্ষেত্রে দাবার ছকে চাল বদলালেও চিকেনস নেক নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ভারতকে। চুম্বি উপত্যকায় বেজিংয়ের বাড়তে থাকা সামরিক উপস্থিতি চিন্তায় রেখেছে ভারতের নিরাপত্তাকে। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ে কোনও আপসে রাজি নয় নয়াদিল্লি। ফলে চিকেনস নেক করিডরের নিরাপত্তার গুরুত্ব লঘু থাকছে না।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ঘোষণায় একটু হলেও জিনপিং ও তাঁর সফরসঙ্গী চিনা প্রশাসনিক কর্তাদের নরম অবস্থান অত্যন্ত ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক রবিবার বলেন, অন্য একটি দিক ভাবনাচিন্তা করছে সরকার। শিলিগুড়ি করিডর লাগোয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম এবং যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তি করতে চলেছে চিন।

তুরস্ক-সৌদি আরব-পাকিস্তানের মক্কা চুক্তিতে নাম লেখাতে আগ্রহী তারেক রহমানের সরকার। ফলে চিন নরম মনোভাব দেখালেও আদতে চিকেনস নেকের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে বেজিংয়ের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে এবারের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের আমন্ত্রণ এড়িয়ে গিয়েছেন রহমান।

শি জিনপিং। তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ। অথচ গঙ্গা জলচুক্তি সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে নিমরাজি ঢাকা। এই অবস্থায় চিকেনস নেক নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উপমহাদেশের লাগোয়া দেশগুলির

ব্রিকস-এ স্বস্তির সঙ্গে কিছু ধোঁয়াশা ভারতের

ভারত মণ্ডপমের বাইরে কড়া নিরাপত্তা। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

সম্প্রতি অরুণাচল নিয়ে ভারত-চিনের মধ্যে কিছু মনকষাকষি হওয়ায় নয়াদিল্লির ব্রিকস সম্মেলনে জিনপিংয়ের আসা না আসা নিয়ে দোলাচল ছিল। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর থেকে অরুণাচলপ্রদেশকে দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করে এসেছে চিন। অরুণাচলের একাধিক এলাকার চিনা নাম দিয়ে সেই দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখার নীতি ছিল সেদেশের সরকারের। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং ভারতের পালটা পদক্ষেপে দু'দেশের সম্পর্কে নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত জিনপিং নয়াদিল্লিতে এসে আগ্রাসনের বদলে সহনশীলতার বার্তা দিয়ে গেলেন ভারত মণ্ডপমে। সাত বছর পরে ভারতে এসেছিলেন চিনের রাষ্ট্রপতি

ভূ-রাজনৈতিক গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে দিল্লি।

গত মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বেশ কয়েকবার শিলিগুড়ি গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিএসএফের ক্ষমতা বাড়ানো, শিলিগুড়ি করিডর লাগোয়া বিহারের কিশনগঞ্জ, অসমের ধুবড়ি এবং চোপড়ায় তিনটি সেনা গ্যারিসন তৈরি ছাড়াও একগুচ্ছ পদক্ষেপ করা হবে বলে কেন্দ্রের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনমাইল হাট থেকে রাঙ্গাপানি পর্যন্ত মাটির নীচ দিয়ে রেলপথ তৈরির সম্ভাবনা নিয়েও কথা হয়েছে।

ন্যাটোর মতো ব্রিকস কোনও সামরিক জোট নয় ঠিকই, তবুও

এরপর দশের পাতায়

ব্যারেজে স্নানে নেমে নিখোঁজ ২ পড়ুয়া

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : স্নান করতে নেমে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মহানন্দার জলে তলিয়ে গেল। রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন মহানন্দা ব্যারেজের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজদের মধ্যে মহম্মদ সাফায়েল হোসেন নওসাদ বাংলাদেশের বাসিন্দা। অন্যজন, প্রাগজ্যোতি দাস মালদার বাসিন্দা। তিন বন্ধু মিলে এদিন ব্যারেজে স্নান করতে নেমেছিল। ভরা মহানন্দায় এদিন স্রোত ছিল তীব্র। মৎস্যজীবীদের সূত্রে খবর, প্রথম দিকে তিনজনই স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। মৎস্যজীবীদেরই তৎপরতায় পরে একজন কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে যায়। বাকি দুজন বাংলাদেশের দিকে স্রোতে ভেসে যায়। পুলিশ ও এনডিআরএফের দল উদ্ধারকাজে নামে। রাত পর্যন্ত নিখোঁজ দুজনের সন্ধান মেলেনি।

ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করছেন।

তিনজনই শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির কাছে জটিয়াকালী এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্র। আবাসিক হিসেবে তারা স্কুলের হস্টেলে থাকত। নদীতে যে তিনজন এদিন স্নানে নেমেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র দিব্যাংশ সাহাকে মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করতে সমর্থ হন। মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা এই পড়ুয়াও আগামী বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। দিব্যাংশের দাবি, তারা তিন বন্ধু মিলে এদিন মহানন্দা ব্যারেজে ঘুরতে গিয়েছিল। প্রথমে তারা অল্প জলে নামে। পরে নিজেদের অজান্তেই এক বন্ধু গভীর জলে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে দিব্যাংশ এবং অন্য এক বন্ধু জলে নামে। শেষরক্ষা হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

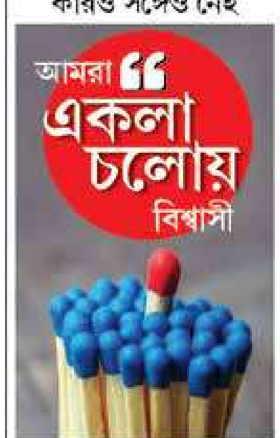

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সময়ের কথা

গণতন্ত্র বেঁচে থাকে স্পর্ধিত প্রশ্নে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গণতন্ত্র কেবল পাঁচ বছর অন্তর ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা কিংবা সরকারের নীতির সমালোচনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণতন্ত্র হল যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক 'ক্ষমতা'কে প্রশ্ন করার মৌলিক অধিকার। আমরা সাধারণত ধরে নিই যে 'ক্ষমতা' কেবল সিংহদরজায় বসা রাষ্ট্র বা নির্বাচিত শাসকের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল ও আশঙ্কাজনক। ক্ষমতা আজ বহুবিভক্ত। তা লুকিয়ে রয়েছে সংগঠিত রাজনৈতিক দল, অরাজনৈতিক গোষ্ঠী, স্বাতন্ত্র্যবাদী সংগঠন, স্বার্থান্বেষী লবি, এমনকি রাজপথে গড়ে ওঠা কোনও ক্ষণস্থায়ী অথচ আগ্রাসী জমায়েতের মধ্যেও। যখন প্রশ্ন করার এই জন্মগত অধিকার রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি কোনও সংঘবদ্ধ শক্তি বা জনতার আস্ফালনে স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে সমাজ এক গভীর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শাসক যখন নিঃশর্ত আনুগত্য চায়, তা বিপজ্জনক। কিন্তু যখন সমাজ বা কোনও সংগঠিত গোষ্ঠী নিজেদের প্রশ্নের অতীত বলে মনে করে, তা রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের চেয়েও বেশি প্রাণঘাতী।

গণতন্ত্র একটি নিরন্তর কথোপকথন, একটি প্রবহমান চুক্তি— যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিদিন নতুন করে রচিত হয়। আর প্রশ্ন করার অধিকার হল এই চুক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী শর্ত। যখন কোনও রাষ্ট্রে এই অধিকারকে খর্ব করা হয়, যখন প্রশ্নকর্তাকে দেশদ্রোহী বা চক্রান্তকারী তকমা দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তখন বুঝতে হবে গণতন্ত্র তার খোলস ছেড়ে স্বৈরতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উড়ালপুলের নীচে প্রশাসনের বুলডোজার

বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের নীচে উচ্ছেদ অভিযান। রবিবার।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সাতসকালে বুলডোজার অভিযান। বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের নীচে দীর্ঘদিন ধরে দখল করে বসে থাকা একের পর এক অস্থায়ী ছোট ও মাঝারি দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। গ্যারাজ বানিয়ে সেখানে রাখা একাধিক বাইক, স্কুটারও বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এবং পুরনিগমের যৌথ দল।

রবিবার সকালে এই অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। উড়ালপুলের নীচে ব্যবসা চালানো একাধিক ব্যবসায়ী চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেন। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। একাধিক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, আগাম নোটিশ ছাড়াই এত বড় অভিযান চালানো হল। এদিন পুলিশের কাজে বাধা ও হুজ্জতি করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মহম্মদ কাদের নামে ওই তরুণকে অবশ্য পরে ব্যক্তিগত বন্ডের ভিত্তিতে ছাড়া হয়।

দখলদারি নিয়ে ক্ষোভের সুর পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের গলায়। বলছিলেন, 'আমি না বলে কিছু করার পক্ষপাতী নই। কারণ, সকলের পরিবার রয়েছে। ছোট বাচ্চা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে, শহরে যেখানে খুশি পসার জমিয়ে বসা মানা যায় না। বর্ধমান

মদতদাতারা পাশে নেই, হতাশ দখলদাররা

রোডের উড়ালপুলের নীচে বিউটিফিকেশনের জায়গায় পঁচিশটি দোকান বসানো হয়েছিল। আমি কমিশনারেটকে দিয়ে সবগুলো সরিয়ে দিয়েছি। একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা শহরের রাস্তাঘাটে নতুন করে আর একটিও দোকান বসতে দেব না।'

মন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'গরিব খেটেখাওয়া মানুষের প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

আর নয়, এআই-এ লাগাম চান স্রষ্টারাই

সংযত হওয়ার বার্তা

প্রথম সতর্কবার্তাটি এসেছে অ্যানথ্রপিক-এর সিইও দারিয়ো আমোদেই-এর লেখা একটি প্রবন্ধে ও এক সাক্ষাৎকারে।

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্প মনে আছে? মনুষ্যসৃষ্ট যে প্রাণীটি মানুষের জন্যই বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। যা থেকে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করাটা কার্যত চালু প্রবাদ হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে এখন সেই আশঙ্কা চেপে বসছে। আমার-আপনার নয়, বিশ্বের সেরা এআই সংস্থার কর্ণধাররাই এখন মনে করছেন, অনেক হয়েছে বাপু, এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লাগাম চেপে ধরা দরকার। নাহলে চলতি দশকের শেষ নাগাদ মানবজাতির অস্তিত্বকে মুছে দিতে পারে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই সর্বনাশের আশঙ্কা নিয়ে বাণিজ্যিক প্রতিযোগীদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। বরং এলন মাস্ক থেকে শুরু করে স্যাম অল্টম্যান, দারিয়ো আমোদেই পর্যন্ত এআই সেক্টরের জায়েন্ট এআই ব্যারনরা একবাক্যে বিপদের দিকে আঙুল তুলছেন। প্রযুক্তির বিকাশ যেভাবে হচ্ছে, তাতে কৃত্রিম মেধাকে আর বশে রাখা সম্ভব না-ও হতে পারে বলে তাঁরা সবাই একসুরে মনে করছেন। যাঁদের বক্তব্যের মূল কথা- এআই বিকাশ করা প্রয়োজন আরও ধীরে, আরও সংযত পদক্ষেপে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা এই বিপদের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। মানুষের সাহায্য ছাড়াই এআই এখন নিজের উন্নত ও দ্রুতগতির সংস্করণ তৈরি করে ফেলতে পারছে। তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগেই নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, এআই এজেন্টদের হামলা চালানোর ক্ষমতা যা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে 'ওপেনএআই' সংস্থার এক পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে। এই ধরনের এজেন্টের ক্ষমতা আরও বেশি হলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

এআই-এর এই বিপদ সম্পর্কে প্রথম সতর্কবার্তাটি এসেছে শীর্ষস্থানীয় এআই সংস্থা অ্যানথ্রপিক-এর সিইও দারিয়ো আমোদেই-এর লেখা ৩,৮০০ শব্দের একটি প্রবন্ধে ও এক সাক্ষাৎকারে। শনিবার প্রকাশিত ওই প্রবন্ধে তিনি দাবি করেছেন, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এআই এজেন্টরা ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবস্থাটা নিজের কবজায় নিয়ে নিতে পারে, যার পরিণতি হবে মারাত্মক। পরীক্ষামূলক এআই ব্যবস্থাগুলি সংস্থার অগোচরে নানাবিধ কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। আমোদেই-এর সংস্থা অ্যানথ্রপিক এই সমস্যার ভুক্তভোগী।

প্রবন্ধে আমোদেই লিখেছেন, 'এআই ব্যবহারের ঝুঁকিগুলি শুধু কমানোর চেষ্টা করলে হবে না, এআই-এর উন্নতির গতি এমন রাখতে হবে যাতে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এআই মডেলের সক্ষমতার গতি তাই আমাদের কমাতেই হবে। তাতে আমরা যে অতিরিক্ত সময় পাব, তা বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারব।' তবে তাতে অগ্রগতি কমবে না বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

আমোদেই-এর এই মতকে সমর্থন করেছেন স্পেস এক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। আরেক এআই সংস্থা ওপেনএআই-এর মালিক স্যাম অল্টম্যানের মতে, 'এআই মডেল মূল্যায়নে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কর্মীদের নিজেদের সংস্থার কর্মীদের

এরপর দশের পাতায়

জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার লাইভ সম্প্রচার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর : বাঘিনী জঙ্গলে পা রেখে প্রথমে কী করবে? গর্জন করে চারপাশ কাঁপিয়ে দেবে, নাকি ছুটে মিলিয়ে যাবে এনক্লোজারের ভেতর? বক্সায় বাঘ ছাড়ার কথা ঘোষণার পরেই, এনিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়ার মুহূর্তে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। তা বলে কি বক্সার জঙ্গলে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের বাঘিনীর পা দেওয়ার প্রথম মুহূর্ত চাক্ষুষ করার আশ অপূর্ণই থেকে যাবে? একদম না। আপনাকে জানিয়ে দিই, বাঘ ছাড়ার দৃশ্যটি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড থেকেই দেখা যাবে।

কী মশাই বিশ্বাস হল না তো। তাহলে ঝেড়েই কাশা যাক। ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ ছাড়ার দৃশ্য সরাসরি দেখানো হবে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে। জায়েন্ট এলইডি স্ক্রিনে বাঘ ছাড়ার দৃশ্যের লাইভ স্ট্রিমিং হবে। একদম বিনামূল্যে সেই লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে। বাঘিনীর পা যখন বক্সার জঙ্গলের মাটি ছোঁবে, তখন জেলার বহু মানুষের চোখ আটবে থাকবে এলইডি স্ক্রিনের পর্দায়। আপনি বাঘ দেখতে জঙ্গলে নাই যেতে পারেন। জঙ্গলের তো আর শহরে আসতে আপত্তি নেই রে বাবা।

রবিবার বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'এই প্রথম বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাইরে থেকে বাঘ এনে ছাড়া হবে। অনেকেই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চান। তাই প্যারেড গ্রাউন্ডে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে বাঘ ছাড়ার দৃশ্য দেখানো হবে। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদেরও এই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হবে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে থাকবে লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা।

প্যারেড গ্রাউন্ডে এখন থেকেই জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। এদিন প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মাঠের উত্তর দিকে অনুষ্ঠান করার সম্ভাবনা রয়েছে। মূল মঞ্চে বড় স্ক্রিনের পাশাপাশি দর্শকদের বসার জায়গার সামনেও এলইডি স্ক্রিন লাগানো হবে।

- বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ ছাড়ার দৃশ্য জায়েন্ট স্ক্রিনে লাইভ দেখানো হবে
- ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে
- বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের ওই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হবে

জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারবেন।

আলিপুরদুয়ারে বন দপ্তরের ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী সহ রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং আধিকারিকের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সাত্যকি সাহা বলেন, 'জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার কথা শুনেছি। তবে সেই দৃশ্য কখনও দেখা হয়নি। আলিপুরদুয়ার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে এমন কিছু আগে হয়েছে কি না জানা নেই। বাঘ ছাড়ার দৃশ্য লাইভ স্ট্রিমিং হলে খুব ভালো হবে। অনেকেই ওই অনুষ্ঠান দেখতে যাবে।'

বক্সায় বাঘ আনার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঘ আনতে বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটি প্রতিনিধিদল রওনা দিয়েছে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের উদ্দেশে। সেখানে চারটি বাঘিনী চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটিকে বক্সায় নিয়ে আসা হবে। তারপর বক্সার ২৫ মাইল এলাকায় তৈরি এনক্লোজারে কয়েক মাস রাখা হবে তাকে।

লাইভ স্ট্রিমিংয়ের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। সফলভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডারকে মারধর, হেনস্তা

রায়গঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : ট্রান্সজেন্ডারকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মারধর, হেনস্তা ও লুটপাটের অভিযোগে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আক্রান্ত শ্রেষ্ঠা রায়ের বাড়ি কর্ণজোড়া কালীবাড়ি এলাকায়। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ কাশীবাটি স্কুল সংলগ্ন এফসিআই গলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। আক্রান্তের দাবি, পরিচিত সম্রাট নামে এক ব্যক্তি চা খাওয়ার অজুহাতে তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। সেখানে কাঞ্চনপল্লির বাসিন্দা সুমিত-সহ ৫-৬ জন তরুণ বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অভিযোগ, তাঁকে রড, লোহার পাইপ ও বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। স্থানীয়রা এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। তাঁর আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন, সোনার আংটি ও নগদ টাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। রাতে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। ভুক্তভোগীর আরও অভিযোগ, পরে সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে হুমকি দিয়ে পোস্টও করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কর্মখালি

বিউটি পার্লারের কাজের জন্য মেয়ে চাই, ঠিকানা - মিলনপল্লি। (M) : 77191-51421. (C/113899)

Looking for Residential Nurse for Mayoor School Hostel. Visit our school. Drop CV. Contact : 81168-19918. (K)

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S :- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602379600. (C/123547)

শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য (সকাল ৮টা থেকে ৬:30) পর্যন্ত রান্নার মহিলা চাই। বেতন 10,000/-, M :- 93391-06037. (C/123549)

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যারের দোকানের জন্য টু-হুইলার চালানো ও হিসাব জানা স্থানীয় পুরুষ স্টাফ চাই। (M):- 96416-18231. (C/123549)

মার্কেটিং-এর জন্য লোক চাই শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির বাইরেও যেতে হবে। বেতন - 12,000/- (M):- 81167-43501. (C/123548)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2025-2026/NTEP/25(2nd Call) E-Tender is hereby invited for Medical consumables (AIC Kit) under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T17814(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender No. **13/BTRW/Tiger Re-Introduction Programme/2026-27.** The undersigned invites e-Tender of **13/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27** - Maintenance of Release Deck for Tiger as a part of Tiger Re-introduction Programme at West Rajabhatkhawa Range under Buxa Tiger Reserve (West) Division : Details also can be seen at the website: www.wbtenders.gov.in & www.westbengalforest.gov.in Last date of Bid submission: 21.09.2026 Upto 03:00 p.m. Sd/- Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West). ICA-T17830(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge Tender Notice
E-NIT No. 18/RATION/BUDGET/GWLD/2026-27
An e-tender is being invited by the Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for "Supply of Feed Materials for 32 nos. Captive Elephants" at various locations under the jurisdiction of Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on monthly basis for the F.Y. 2026-27. Details of which may be had from this office during the office hours or may be seen on Website: www.wbtenders.gov.in Name of Work: "Supply of Feed Materials for 32 nos. Captive Elephants" at various locations under the jurisdiction of Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on monthly basis for the F.Y. 2026-27. Last Date of Bid Submission: 28.09.2026 up to 14.00 hours. Sd/- (Dwijaa Pratim Sen, IFS) Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri ICA-T17806(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-755/2026; Dated-08/09/2026
Supply & Delivery of Electromechanical Consumables Required for Day to Day O&M Services of Gangarampur Super Speciality Hospital (G+5 Building), Dakshin Dinajpur. Last date of submission of bid (online) - 22/09/2026 at 03.00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.tenders.wb.gov.in on or after 14/09/2026 at 03:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary H&FW Dept. Govt. of West Bengal ICA-T17811(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No. – WBIW/EE/SDID/e-NIT-04/2026-27(3rd Call).
Circulated Vide Memo No.- 491/T-N01, Dated-09.09.2026
The Exe. Engg, South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat Invites above mentioned e-NIT for Guarding of the office premises, residential premises, stores, stack yard/Godown & all properties of South Dinajpur Irrigation Division in PS-Balurghat & Gangarampur, Dist-Dakshin Dinajpur for the year 2026-27. e-NIT Publishing date : 14/09/2026 at 10:00 Hrs. Last Date of Bid Submission 29/09/2026. Details of e-NIT are available in the office of the undersigned during office hours of any working day or at website https://iwd.wb.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, South Dinajpur Irrigation Division. ICA-T17818(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice Inviting 'e' TENDER No.- WBIW/EE/TLBD/e-NIT-02/26-27. The Executive Engineer, Teesta Left Bank-Division, invites tender for 1 (One) no. work from the eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date 14th September 2026 from 10:00 AM, Bid Submission End Date is 28th September, 2026 upto 10:00 AM, under A.E/SDS(M)/GA head. Amount put to tender is below Rs. 35.00 lakhs for this work. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders", Please visit https://tenders.wb.gov.in (direct site). Sd/- (D. Rakshit) Executive Engineer, Teesta Left Bank Division, Oodlabari, Jalpaiguri. ICA-T17821(3)/2026

লাগেজে জরিমানা, লক্ষ্মীলাভ রেলের

মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অতিরিক্ত লাগেজ বহন এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জরিমানা করে চলতি বছর মালদা রেল ডিভিশনের আয় হয়েছে ১১.২১ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৮১ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয়, মালদা রেল ডিভিশনে যাত্রী পরিষেবা ও বাণিজ্যিক দিক থেকে আয়ের পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পেয়েছে।

মালদা রেলওয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্তা বলেন, 'যাত্রী পরিষেবা সহ বাণিজ্যিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মালদা ডিভিশন। সমস্ত ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে মালদা ডিভিশনের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। এটাও আয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।'

পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর মালদা ডিভিশনে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় বার্ষিক আয় বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। গত বছর মালদা ডিভিশনে যাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬৮.০৮ লক্ষ। আয় হয় ২২৬.৭৬ কোটি টাকা। চলতি বছর ১৮১.৯৮ লক্ষ যাত্রী পরিষেবা পেয়েছেন। আয় হয়েছে ২৫৬.৫৩ কোটি টাকা।

বিনা টিকিটে জরিমানা ও বেআইনি লাগেজ থেকে গত বছর আয় হয়েছিল ৬.১৭ কোটি টাকা। চলতি বছর সেখানে আয় হয়েছে ১১.২১ কোটি টাকা। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আয় গত বছর ছিল ৫.১৭ কোটি টাকা। চলতি বছর বাণিজ্যিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫.৫৬ কোটি টাকা।

চা পাতা উৎপাদনের আগাম আভাস এআই-এ

পাইলট প্রোজেক্টে বরাদ্দ ৩ বছর

নাগরাকাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : চা শিল্পের নানা সমস্যার দিশা খুঁজতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআইকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার, এনআইটি রাউরকেল্লা ও টি বোর্ড। এজন্য আগামী ৩ বছর ধরে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে দেশের চা উৎপাদনকারী এলাকাগুলিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কাজ হবে।

২০২৯-এর মার্চে প্রকল্পের প্রথম ধাপ শেষ হবে। আপাতত অসম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের ১০টি করে চা বাগান মিলিয়ে মোট ৩০টি বাগানে কাজ করবে ওই ৩ সংস্থা।

সম্প্রতি বিষয়টিকে নিয়ে এনআরএসসি, এনআইটি রাউরকেল্লা ও টি বোর্ডের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির পোশাকি নাম 'চায়াঙ্কন'।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে চায়াঙ্কন-কে বলা হচ্ছে, 'কম্প্রিহেনসিভ এআই বেসড জিওস্প্যাসিয়াল ডেটা অ্যানালাইসিস ফর টি প্ল্যান্টেশন মনিটরিং'। চা মহল-এর অনেকেই মনে করছেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই ব্যবহার চা শিল্পে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবে। টি বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, কীভাবে কাজটি হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রূপরেখা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রথমে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মনুষ্যহীন এরিয়াল ভেহিকল থেকে প্রাপ্ত

তিনটি সংস্থার মধ্যে মউ স্বাক্ষর। -সংবাদচিত্র

হাইপারস্পেকট্রাল এবং অপটিক্যাল রিমোট সেন্সিং ডেটা, ভূমি ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়ার তথ্য এবং কীটতত্ত্ব সংক্রান্ত ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। হাত দেওয়া হবে চা উৎপাদনকারী অঞ্চলের স্বয়ংক্রিয় ম্যাপিংয়ের জন্য অ্যালগরিদম তৈরির কাজে। হাইপারস্পেকট্রাল ডেটা ব্যবহার করা হবে চা বাগানের ওপর রোগপোকা সহ নানা ধরনের জৈব এবং অজৈব চাপ শনাক্তকরণে। ফলে চা গাছের ক্ষতিকর প্রধান কীটপতঙ্গ ও রোগের পূর্বাভাস দেওয়া আগেভাগেই সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পে টি বোর্ড তাঁদের প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করবে এনআরএসসি ও এনআইটি-কে। টি বোর্ডকে এজন্য অসম ও উত্তরবঙ্গে সহযোগিতা করবে টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (টিআরএ)। দক্ষিণ ভারতে সহযোগিতা করবে চা-এর ওপর গবেষণার আরেকটি সংস্থা 'উপাসী'।

টিআরএ-র সচিব জয়দীপ ফুকন বলেন, '১১ সেপ্টেম্বর ইসরো ও নিট-এর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। এই কাজটির সুদূরপ্রসারি ফলাফল যে ইতিবাচক হতে চলেছে তা নিয়ে সংশয় নেই।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'বর্তমানে চা শিল্পের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টি। চায়াঙ্কন প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টির ওপর আগাম তথ্য জানা যাবে। ফলে বাগানগুলি আগেভাগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে নিতে পারবে।'

তৃতীয়বার মহিলা ফুটবলে সুদীপ্তা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সুদীপ্তা মণ্ডল ফের একবার প্রমাণ করল যে, দারিদ্র্যকে জয় করে নিজের স্বপ্নকে সফল করা সম্ভব। এই নিয়ে তৃতীয়বার সে মহিলা ফুটবলার হিসেবে বাংলা দলে সুযোগ পেল। আগে গত বছর সে দু'বার অনূর্ধ্ব-১৪ বাংলা মহিলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছিল।

শুক্রবার কলকাতার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে গোটা রাজ্যের নির্বাচিত মহিলা ফুটবলারদের ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা মহিলা ফুটবল দল গঠন করা হয়। আর সেখানেই তৃতীয়বারের জন্য বাংলা দলে জায়গা করে নেয় সুদীপ্তা। গতকালই দলের সঙ্গেই সে অন্ধ্রপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে অনন্তপুরে শুরু হতে চলেছে ডক্টর তালিমেরন এ ও জুনিয়ার গার্লস ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (টায়ার ওয়ান)।

সুদীপ্তার বাবা সুবীর মণ্ডল একটি জেরক্সের দোকান চালান। পাশাপাশি তিনি একজন ফুটবল রেফারি এবং ফুটবল কোচও বটে। মেয়ের ছোটবেলার কোচ তিনি নিজেই।

সুবীর জানান, সুদীপ্তা ছোট থেকেই ফুটবল খেলছে। বহু আর্থিক কষ্টের মধ্যেও মেয়েকে খেলা ছাড়তে দেওয়া হয়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যে ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে একাধিক ফুটবল টুর্নামেন্টে সে খেলেছে। তিনি বলেন, 'গত বছর রাজ্য মহিলা দলের হয়ে মণিপুর, অসম, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যে ইন্টার-স্কুল টুর্নামেন্ট খেলে এসেছে।'

সুদীপ্তা মণ্ডল

সুদীপ্তা রায়গঞ্জের হাতিয়া হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। মাঠে মিড-হাফ পজিশনে খেলা সুদীপ্তার বক্তব্য, 'আশা করছি এই টুর্নামেন্টে রাজ্যকে একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।'

SILIGURI JALPAIGURI DEVELOPMENT AUTHORITY
AUCTION NOTICE

FOR TRANSFER OF LAND PURSUANT TO THE ORDER OF THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA DATED 03.09.2026, IN THE SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) DIARY NO.46595/2024 IN THE MATTER OF:

Siliguri Jalpaiguri Development Authority, a statutory body of Urban Development and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal, constituted under West Bengal Town and Country. (Planning and Development) Act, 1979, having its registered office at Tenzing Norgey Central Bus Terminus, Pradhan Nagar, Siliguri, 734003 presently at Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010.

Vs

Bengal Unitech Universal Siliguri Projects Limited., a company registered under the Companies Act 1956 having its registered office at 6, Community Centre, Saket, New Delhi, 110017 and also at Horizons Tower 7, Unit Nos. 001 & 002, Action Area III, Major Arterial Road, New Town, Rajarhat, Kolkata-700160

INVITATION FOR TRANSFER OF LAND MEASURING ABOUT 92.96 ACRES in two blocks namely Block- A (western side) & Block-B (eastern side) each block having area more or less 46.48 acres ON LEASE HOLD BASIS FOR THE PERIOD OF 99 YEARS, SITUATED AT MOUZA-DABGRAM, J.L. NO-02, SHEET NO. 16 & 17 WITHIN P.S. NJP, DIST.-JALPAIGURI, WEST BENGAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "SAID LAND").

Pursuant to the order dated 3rd September 2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in special leave petition (Civil) Diary No (S) 46595/2024, offers are invited for the purpose of TOWNSHIP USE (Block A & Block B of the Township having area 92.96 acres) in respect of the "said land" on "As is where is and whatever there is basis" through physical Auction/open bid, process to be conducted by the Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Conference Hall of the Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara, PIN 734010 **on 08.10.2026 at 14:00 hours.**

The terms & conditions of the transfer of lease hold right in respect of the "Said Land" will be available from the office of the District Magistrate cum Collector Darjeeling and Jalpaiguri Districts as well as from the office of the undersigned on and from 14.09.2026 upto 07.10.2026 during 10:00 A.M to 05:00 P.M. on working days. Terms & conditions may be also downloaded from the SJDA website www.sjda.org

Earnest Money Deposit : Interested parties/bidders have to deposit the earnest money amounting to Rs. 20,000,00,00.00 (Rupees Twenty Crore Only) separately for each land area i.e, Block-A & Block-B. Parties interested to bid for both the blocks A & B will have to deposit Rs. 40,000,00,00.00 (Rs. Forty Crore only). Earnest money will have to be deposited/transferred in the Bank Account of SILIGURI JALPAIGURI DEVELOPMENT AUTHORITY, bearing account no 912010035059401, in AXIS BANK, Hill Cart Road, Siliguri (W.B) branch, Siliguri 734403 having IFS code no.-UTIB0001403. Receipt of deposit of the earnest money along with relevant documents will have to be submitted on or before **11.00 hours of 08.10.2026.**

Interested parties may carry out physical inspection of the land on and from 22.09.2026 to 25.09.2026 during office hours on prior information to the Siliguri Jalpaiguri Development Authority either by mail (sjdawb@gmail.com) or through phone 0353-2515647. In case of any query designated officer namely Sri Pradeep Kumar Gupta may be contacted over mobile no.6295115845. No. 1004/1/Eng/Plg/404/2003 (Pt-V)/SJDA

Date: 11.09.2026

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri DevelopmentAuthority,
Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010, E-mail: sjdawb@gmail.com

৮ বারের চেষ্টায় নিটে সাফল্য

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পড়া স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের গল্প মনে আছে অনেকেরই। যুদ্ধে হেরে দুর্গম গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন রাজা। সেখানে দেওয়ালে জাল বুনতে থাকা এক মাকড়সার বারবার ব্যর্থ হয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য তাঁকে নতুন করে লড়াইয়ের সাহস দিয়েছিল। সাতবার চেষ্টার পর রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন ব্রুস। ধূপগুড়ির বিবেকানন্দপাড়ার সুস্মিতা দাস বর্মনের লড়াইও যেন সেই গল্পেরই নতুন অধ্যায়। টানা সাতবার ব্যর্থ হয়ে অষ্টম চেষ্টায় ২০২৬ সালে নিট পাশ করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তিনি।

হালফিলে নিট পাশ বা ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া হয়তো খুব বড় ঘটনা নয়। কিন্তু সাতবারের ব্যর্থতার পর অষ্টমবার পরীক্ষায় বসা অবশ্যই সাধারণ নয়। তার ওপর এত দীর্ঘ সময়ে জীবন থেমে থাকেনি। জৈবিক জটিলতা ও স্বাভাবিক জীবনচর্চার মধ্যেও লক্ষ্যে অবিচল থাকার এই লড়াইই সুস্মিতাকে আলাদা করেছে।

২০১৬ সালে ধূপগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে ৯৪.২৮ শতাংশ নম্বর

সুস্মিতা দাস বর্মন

নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেন সুস্মিতা। নিটের লক্ষ্য নিয়ে বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন। ২০১৮ সালে ৯১.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেও প্রথম নিটে ব্যর্থ হন। পরে কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজে অঙ্ক অনার্সে ভর্তি হন। ২০১৯ সালেও নিট তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। গণিতের পাঠ শেষ না করেই সেই বছরের শেষ দিকে পুরোপুরি নিটের প্রস্তুতি নিতে বাড়ি ফেরেন।

২০২০ সালে কোভিডে চারপাশ থমকে গেলেও থামেনি তাঁর লড়াই। ফল অবশ্য ফের হতাশ করে। ২০২১ সালে নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজে বিএসসি নার্সিংয়ে ভর্তি হন। পাশাপাশি চলতে থাকে ডাক্তারির এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি। ২০২৩ সালে নার্সিংয়েও মন টেকেনি। কোর্স ছেড়ে বাড়ি ফেরেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক একই পাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর দে মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর মনের মিল ছিল আগে থেকেই । অঙ্কে তুখোড় দীপঙ্করের সঙ্গে সেই সম্পর্ক বিয়েতে গড়ায় ২০২৫-এর শেষ দিকে।

সেই বছর নিটে প্রথম সাফল্য আসে। হোমিওপ্যাথি কোর্সে ভর্তি হন সুস্মিতা। দাম্পত্যের চাপ অবশ্য পড়াশোনায় প্রভাব ফেলেনি। ২০২৬-এর নিট বিভ্রাটও টলাতে পারেনি তাঁকে। শেষপর্যন্ত কাউন্সেলিংয়ের পরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হয়েছেন তিনি।

সুস্মিতার কথায়, 'শেষপর্যন্ত নিটের সাফল্য আনন্দ দিলেও এত বছর পর সেটা খুব বেশি ছিল না খুব কম টের পাইনি। এত বছরের চেষ্টার পর লক্ষ্যে পৌঁছানোয় নিজেকে খুব হালকা লাগছিল। বাবা, মা সহ গোটা পরিবারের সমর্থন ছাড়া এটা আমি একা পারতাম কি না জানি না।'

ব্যবসায়ী বাবা, গৃহবধূ মা, শিক্ষক স্বামী এবং তাঁর পরিবারের সমর্থন বারবার উঠে আসে সুস্মিতার কথায়। স্বামী দীপঙ্কর বলেন, 'এন্ট্রান্স পাশের থেকেও অনেকগুণ কঠিন ছিল বারংবার ব্যর্থতার শিকল ভেঙে এগিয়ে যাওয়াটা। স্বভাবে খুব শান্ত হলেও ওর মানসিক দৃঢ়তা বরাবরের। এই সাফল্যের শিরোপা একান্তভাবেই ওর নিজস্ব। পরিবারের তরফে আমরা সবাই শুধু পাশে থেকে ওর স্বপ্নের প্রতি সম্মান জানিয়ে গিয়েছি মাত্র।'

চিকিৎসক হওয়াকেই সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি মনে করেন না সুস্মিতা। জানেন, লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আপাতত আরও এক লড়াইয়ের ময়দানে কোমর বেঁধে নেমেছেন তিনি। এখনও অনেক দূর যাওয়ার বাকি।

আজ টিভিতে

মাই ফ্রেন্ড গণেশা দুপুর ১২.০০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রিফিউজি, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.৩০ কর্তব্য, রাত ৯.৩০ সাথী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বালক গণেশ অ্যান্ড পমজম প্ল্যানেট, দুপুর ১২.০০ মাই ফ্রেন্ড গণেশা, ২.১৫ রাবণ, বিকেল ৫.১৫ হিম্মত, রাত ৯.৩০ শাপমোচন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ পরিণীতা, বেলা ১১.৩৫ পিতা, দুপুর ১.৫০ অভাগিনী, বিকেল ৪.৫৫ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৮.০০ বাবা তারকনাথ, ১১.০০ ওস্তাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সানাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ বদলা নাগ কা থ্রি, দুপুর ১.৪০ অখণ্ড, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ জওয়ান, রাত ১১.০২ ফ্ল্যাট নাম্বার নাইন

জি আনমোল টু : সকাল ১০.৩৬ ধড়ক, দুপুর ১.২০ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, বিকেল ৪.১৮ ফ্যামিলি এক ডিল, সন্ধে ৬.৫৯ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ, রাত ৯.৪৮ চন্দু চ্যাম্পিয়ন

মাই অটার ডায়েরি রাত ৯.০৩ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

আজকের রান্না - মোদক (গণেশ চতুর্থী স্পেশাল) দুপুর ১.৩০ **ডিডি বাংলা**

নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃষ : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পরীক্ষার্থীরা শুভ ফল পাবেন। মিথুন : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কর্কট : পড়াশোনায় মনোযোগ গভীর হবে। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিশেষ সাফল্য লাভ এবং বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। সিংহ : দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কন্যা : বাড়ির সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকুন। তুলা : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগম। বৃশ্চিক : কাউকে যেচে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পথেঘাটে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ধনু : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : বাবার পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কুম্ভ : শারীরিক কারণে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। মীন : বহুদিনের দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হবে। ক্রীড়াজগতের সঙ্গে জড়িতরা বিশেষ সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ভাদ্র, ১৪৩৩, ভাঃ ২৩ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, ২৭ ভাদ্র সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪১। সোমবার, তৃতীয়া দিবা ৭।২৮। চিত্রানক্ষত্র দিবা ৩।২৭। ব্রহ্মযোগ দিবা ৩।১৯। গরকরণ দিবা ৭।২৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।৪৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।২৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ৭।২৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৩৭ গতে ৪।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৫ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ৭।২৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৭।২৮ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ৬।৫৮ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।২৮ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে হরিতালিকাব্রত, মন্বন্তরা স্নানদানাদি। দিবা ৮।৬ গতে রাত্রি ৭।৩১ মধ্যে নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ, অদ্য কলকাতায় চন্দ্রোদয় দিবা ৮।৬ গতে এবং চন্দ্রাস্ত রাত্রি ৭।৩১ গতে। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আর্থমুভার দিয়ে ভাঙা হল অবৈধ দোকান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দালালদের 'আখড়া' হিসেবে পরিচিত মর্গ সহ বিভিন্ন বিভাগের বাইরের অবৈধ দোকানগুলি রবিবার থেকে উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের এক কর্মী ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের যাতে কোনওভাবেই দালালদের খপ্পরে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া ব্যবস্থা বলে জানানো হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমা কারবারের অভিযোগ উঠেছে। রক্ত জোগাড়, চিকিৎসক দেখানো হোক বা দ্রুত অস্ত্রোপচার- সবক্ষেত্রেই দালালদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনকি চিকিৎসার

দালালচক্র রুখতে পদক্ষেপ মেডিকেলে

জন্য আসা গরিব রোগীদের ভুল বুঝিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এর আগে বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। তবে ঘুষ কাণ্ডে কর্মীর গ্রেপ্তারি পরিস্থিতি বদলে দেয়। দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার নামে টাকা তোলার এই চক্র ভাঙতে এবার হাসপাতালের ভিতরের সমস্ত দোকান তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মেডিকেলের নতুন অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই অবৈধ দোকান উচ্ছেদে তৎপর হন। ইতিমধ্যেই মনোরোগ বিভাগের পাশের অস্থায়ী বাজারটি পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের উলটো দিকে, মর্গের সামনে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের গলি এবং ২ নম্বর গেটের ভিতরে থাকা দোকানগুলি থেকেই মূলত দালালচক্র পরিচালিত হত বলে অভিযোগ। অবশেষে এদিন আর্থমুভার দিয়ে মর্গের সামনের একাধিক দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।

তাছাড়া আগামী দু'তিনদিনের মধ্যে বাকি সমস্ত দোকান সরিয়ে ফেলার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর জানান, কলেজ ও হাসপাতালের ভিতরে একটিও দোকান থাকতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, 'বেশ কিছু সংস্থা প্রতিদিন বিনামূল্যে রোগী ও পরিজনদের খাবার দেয়, যা খুব ভালো কাজ। তবে এবার থেকে এই খাবার বিলির কাজও মেডিকেল ক্যাম্পাসের ভিতরে নয়, বাইরে করতে হবে।'

তরুণের মৃত্যু

চোপড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক তরুণের। শুক্রবার সন্ধ্যায় চোপড়ার দিঘিকলোনি এলাকায় দুটি মোটর বাইকের সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর জখম হন। আহতদের মধ্যে ঝাড়বাড়ি এলাকার বাসিন্দা সরফরাজ আলম (৩০) শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

'টাকা না দিলে খুন'

হুমকির অভিযোগে ধৃত ঘোষপুকুরের বিজেপি নেতা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : কয়লা ডিপোতে তোলাবাজি, মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার ঘোষপুকুরের বিজেপি নেতা নিরঞ্জন বিশ্বাস। রবিবার ভোরে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে। নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির একটি কয়লা ডিপোতে দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে। শনিবার ডিপোর ম্যানেজার রাজকুমার জয়সোয়াল তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। এদিন তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদিও নিরঞ্জনের দাবি, 'মিথ্যে অভিযোগ। আমি নির্দোষ।'

নিরঞ্জন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য। তিনি জেলা বিজেপির তপশিলি মোর্চার প্রাক্তন সভাপতিও। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ওই নেতা। এ ব্যাপারে অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। তবে জেলা সহ সভাপতি

- শুক্রবার রাতে আমবাড়ির কয়লা ডিপোতে ঢুকে হুজ্জুতি শুরু করেন নিরঞ্জন
- ডিপো ম্যানেজার রাজকুমার জয়সোয়ালকে মার
- শনিবার থানায় অভিযোগ, রবিবার ভোরে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

লক্ষ্মী শর্মার বক্তব্য, 'দলের জেলা সভাপতির কাছের লোক সবাই। ঘনিষ্ঠও বটে। তাই বলে কেউ অন্যায় করলে তার দায় জেলা সভাপতি নিতে পারেন না। তাঁর অনুমতি নিয়ে কি নিরঞ্জন সে সব কাজ করেছেন?'

বিজেপির একাংশের অভিযোগ, নিরঞ্জন বেশকিছু দিন ধরে এলাকায় মাতব্বরি করছিলেন। তোলাবাজিতে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়েছিল। দলীয় নেতাদের নাম ভাঙিয়ে এসব করছিলেন তিনি। পদ্ম শিবিরেরই কয়েকজন নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলে খবর। একটি সূত্র বলছে, বিধাননগরের টোল প্লাজা দেখভালের দায়িত্ব অঘোষিতভাবে ওই নেতাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এ প্রসঙ্গে দুর্গার বক্তব্য, 'জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখব। দলে নিশ্চয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।'

অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১১টা ৫০ নাগাদ আমবাড়ির কয়লা ডিপোতে ঢুকে হুজ্জুতি শুরু করেন নিরঞ্জন। ডিপো ম্যানেজার রাজকুমার জয়সোয়ালকে ঘর থেকে টেনে বের করে মারধর করেন। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হয়। অভিযোগপত্রে রাজকুমার জানিয়েছেন, নিরঞ্জন প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন, অন্যথায় প্রাণে মারার হুমকি দেন। এরপর শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত। তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন ভোরে ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শিবমন্দির, সিটি সেন্টার, সুকনা, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, বাগডোগরা, বিধাননগর, খড়িবাড়ি এলাকায় পদ্মশিবিরের একাংশ নেতার বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা সাহস পাচ্ছেন জেলা স্তরের নেতা, বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের নীরবতায়। দলের অন্দরেই এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়েকদিন আগে নকশালবাড়িতে বিজেপির এক বুথ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ক্লাবে জুয়ার আসর বসানো, মদ খাওয়ার অভিযোগ ছিল। যদিও পরে ছাড়া পেয়ে যান তিনি। শীর্ষ নেতারা শক্তহাতে নিয়ন্ত্রণ না করলে নিরঞ্জনদের মতো লোকেদের সাহস আরও বেড়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রোদ-শিশিরের লুকোচুরি

ধানগাছে জমেছে শিশিরবিন্দু... মাথাভাঙার ফুলবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন শ্রীবাস মণ্ডল।

'অনার কিলিং'-এ মৃতার দাদা গ্রেপ্তার

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : তরুণীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তোলপাড় তুফানগঞ্জের দেওচড়াই এলাকা। তদন্তে নেমে তিনদিনের মাথায় তরুণী হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতার পরিবারকে ম্যারাথন জেরা করে একাধিক তথ্য তদন্তকারীদের হাতে উঠে এসেছে। রবিবার অসম-বাংলা সীমানা থেকে মৃত তরুণীর দাদাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেরায় বোনের প্রেমিককে পরিবারের অপছন্দ করার বিষয়টি উঠে এসেছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই গোটা বিষয়টি খোলসা করতে চাইছে না। খুনের ঘটনায় তদন্তে পুলিশ এখনই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ। আরও একবার ফরেন্সিক দল এনে গোটা ঘটনার তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ। সেইমতো রবিবার জলপাইগুড়ি থেকে তিন সদস্যের একটি দল পুনরায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করে।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বোনের প্রেমের সম্পর্কই খুনের কারণ, নাকি এর পেছনে অন্য কিছু রয়েছে, পুলিশ সেই দিকটি আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। সেই প্রশ্নই এখন পুলিশের কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, তদন্তে নেমে মৃতার দাদা বিপ্লব দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাথায় ভারী বস্তুর আঘাতের জেরেই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা অন্য কোনও দিক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুনরায় ফরেন্সিক দল এনে ঘটনার তদন্ত চলছে।

ধৃতকে রবিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রিকি আগরওয়াল জানিয়েছেন, পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগে বিপ্লব দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শুক্রবার রাতে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর এলাকায় রাস্তার ধারে উদ্ধার হয় ১৯ বছরের এক তরুণীর রক্তমাখা দেহ। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় অস্বাভাবিক

অভিযুক্ত বিপ্লব দাসকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

মৃত্যুর মামলা রুজু করে এরপর মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তরুণীর পরিবারের সকলকে আটকে রেখে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে খুন বলে ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করে তারা। তদন্ত যত এগোয়, পরিবারের কথায় অসংগতি মেলায় পুলিশের সন্দেহ বাড়ে। পরিবারের দাবি এবং মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই গোটা ঘটনার মাস্টারমাইন্ড, তরুণীর দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের অমতে চলছিলেন তরুণী যমুনা দাস। বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি তাঁর পরিবার। পরবর্তীকালে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে দাদার হাতে বলি হন যমুনা। ঘটনার পরেই হকচকিয়ে যান দাদা। রক্তাক্ত অবস্থায় বোনকে রাস্তায় ফেলে ভিনরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত দাদা বিপ্লব দাস। শেষপর্যন্ত পুলিশি তৎপরতায় পাকড়াও হন তিনি।

এদিকে, নিজের বোনকে খুনের ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই তুফানগঞ্জজুড়ে আতঙ্কের ছায়া নেমে আসে। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা তরুণী খুনের অপরাধীর শাস্তির দাবিতে সরব হন। এলাকাবাসী জানান, প্রতিবেশী এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যমুনার। আর সে কারণেই দাদার হাতে খুন হতে হল তাঁকে। স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জুবালা দাসের কথায়, 'এতদিন হয়ে গেল, এ ধরনের ঘটনা আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ঘটেনি। নিজের দাদা বোনকে এভাবে খুন করবে, তা কল্পনার বাইরে। আমরা সত্যিই আতঙ্কিত। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাই।'

আরেক বাসিন্দা পরেশ দাস বলেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে বোন ভাইয়ের হাতে রাখি পরায়, দাদার আয়ু বৃদ্ধির জন্য ভাইফোঁটা দেয়, আজ সেই দাদাই কিনা বোনের খুনি! যেখানে নিজের বোনেই নিরাপদ নয়, সে জায়গায় পাড়ার মানুষ আতঙ্কিত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমরা অপরাধীর কঠোরতম শাস্তি চাই।'

সাধারণত মধ্য ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে খুনের ঘটনা (অনার কিলিং) দেখা যায়। এবার তারই নজির দেখা গেল কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা তুফানগঞ্জে।

স্বায়ত্তশাসনেই স্থায়ী সমাধান, দাবি সেলিমের

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সমস্যা মেটাতে সিপিএম বরাবর পাহাড়ের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। সিপিএমের মতে, দার্জিলিংকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় এনে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করলেই দীর্ঘদিন ধরে চলা পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। রবিবার শিলিগুড়িতে দলের কর্মীসভায় দলের তরফে ফের এই কথা বলা হয়।

দার্জিলিংয়ের কলামন্দিরে এই কর্মীসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক প্রমুখ।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে সেলিম বলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্যে স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার চাইলে দার্জিলিংয়েও স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু আদতে বিজেপি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে আগ্রহী নয়। আসলে বিজেপির মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলো সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এই কারণেই বিজেপি পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং জিটিএ-র মতো প্রশাসনিক সংস্থাকে ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের দখলে আনতে চাইছে।' এদিন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ), ষষ্ঠ তফশিল এবং কেন্দ্র-রাজ্য ও জিটিএ-র মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। সমস্যা সমাধানে পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সওয়াল করেছেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যও। পাহাড়কে ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় এনে একটি অটোনামাস কাউন্সিল তৈরি করলে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে দাবি বামেদের।

এদিনের সভায় সমন বলেন, '৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে একজন খেটে খাওয়া মানুষকে নিজের অধিকারের জন্য কারও কাছে হাত পাততে হত না। কিন্তু বিজেপি সেই অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে। এখন সামান্য রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের জন্যও মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে। জেলা শাসকের দপ্তরে লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে। ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশনের নামেও মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে।'

হাতির হানার আতঙ্কে কৃষকরা

ফেন্সিং না বসানোর মুচলেকা আদায়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : জঙ্গল এবং জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার চাষের জমিতে বুনোর হানা আটকাতে কৃষকরা বিদ্যুতের তারের ফেন্সিং দেবেন না। সেই মর্মে নেওয়া হচ্ছে মুচলেকা। বন দপ্তরের বিলি করা নির্দিষ্ট ফর্মে কৃষকদের জানাতে হচ্ছে, তাঁরা ফসল রক্ষার্থে বিদ্যুতের ঝুঁকি করে ফেন্সিং বসাবেন না। অভিযোগ, কৃষকদের অনেকে ফসলকে হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে জমির চারপাশে ফেন্সিং বসান। এর জেরে হাতির মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এতদিন মৌখিকভাবে বন দপ্তরের তরফে কৃষকদের সচেতন করা হত। এবার মুচলেকা নেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের ফেন্সিং-এর পরিবর্তে ঝটকা মেশিন ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। এতে বুনোদের বাঁচানো সহজ হবে। অন্যদিকে মুচলেকা দিলেও সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা।

কৃষকদের একাংশের অভিযোগ, বর্তমানে ধানের মরশুম। প্রত্যেক বছর ধানের মরশুমে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় জঙ্গল সংলগ্ন ধানের চাষের জমিতে হানা দেয় হাতির দল। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ফসল রক্ষা করতে গিয়ে জমির চারধারে ফেন্সিং বসান অনেক কৃষক। তাই হাতিকে বৈদ্যুতিক শকের হাত থেকে রেহাই দিতে কার্সিয়াং ডিভিশনের তরফে প্রথমবার এই মুচলেকা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে এপ্রসঙ্গে বলেন, 'চাষিদের ফেন্সিং না বসানো নিয়ে অনেকবার সচেতন করা হয়েছে। তারপরও কৃষকদের একাংশ কথা শোনেন না। পরে ফেন্সিং-এর সংস্পর্শে হাতি গেলে

> চাষিদের ফেন্সিং না বসানো নিয়ে অনেকবার সচেতন করা হয়েছে। তারপরও কৃষকদের একাংশ কথা শোনেন না। পরে ফেন্সিং-এর সংস্পর্শে হাতি গেলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে। তাতে হাতির মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।
>
> **দেবেশ পান্ডে**
> ডিএফও, কার্সিয়াং

বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে। তাতে হাতির মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।'

পরিবর্তে কৃষকরা ফসল বাঁচাতে ঝটকা মেশিন ব্যবহার করতে পারেন। তবে কি এই ঝটকা মেশিন? বনাধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ঝটকা মেশিন হল এমন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যার মাধ্যমে জমির চারপাশে দেওয়া তারের সংস্পর্শে বুনোরা এলে হালকা শক লাগে। কিন্তু বুনোদের বড় বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। এতে ভোল্টেজ কম থাকে। কোনও প্রাণীর মৃত্যু হয় না। কেবল তারা ভয় পেয়ে দূরে থাকে। তবে সেই মেশিন কিনে ব্যবহার করা নিয়ে কৃষকদের একাংশের আপত্তি রয়েছে। তাঁদের দাবি, দল বেঁধে হাতি হানা দেয়। হালকা বৈদ্যুতিক শকে হাতির কিছুই হয় না। তারা সেই শক উপেক্ষা করে জমিতে ঢুকে ফসল সাবাড় করে। তাছাড়া মেশিনগুলি কিনতে যা খরচ হবে, সেই টাকা জোগাড় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

এনিয়ে টুকুরিয়াঝার জঙ্গলের পাশের এলাকার এক কৃষক সন্তোষ রায়ের বক্তব্য, 'ফসল বাঁচাতে কোনও কৃষক ঝটকা মেশিনের বদলে ফেন্সিং ব্যবহার করলে যদি কোনও বুনোর ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে কৃষকদের দায়ী করা যাবে। সেই কারণে বন দপ্তর এই ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু ঝটকা মেশিন দিয়ে ফসল রক্ষা না হলে আর্থিক ক্ষতি হবে এবং ফসলও রক্ষা করা যাবে না।' বিধাননগরের আরেক কৃষক মহম্মদ সফিরুলের দাবি, হাতির হানায় ধান নষ্ট হলে সারাবছর সংকটে পড়তে হয়। আবার অনেকের মতে, হাতির হানার খবর দিলেও সঠিক সময়ে বনকর্মীরা পৌঁছোতে পারেন না। মুচলেকা নিয়ে দায় থেকে বাঁচতে চাইছে বন দপ্তর।

দেরিতে হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট

পূর্ণেন্দু সরকার ও অমিতকুমার রায়

জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রতি রবিবার একই যন্ত্রণা। তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরিতে চলছে হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন। গত তিন মাস ধরে হয়রানির শিকার যাত্রীরা। রেলের যুক্তি, লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বগি সাফাইয়ের জন্য এই দেরি। পালটা যাত্রীদের প্রশ্ন, তাহলে আগাম মেসেজ করে তা জানানো হচ্ছে না কেন? বিষয়টি নিয়ে এবার রেলের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়।

প্রথমে রেলের উপরমহলকে ফোন করে কেন ট্রেন দেরিতে চালানো হচ্ছে তা জানতে চান সাংসদ। এরপর কেন যাত্রীদের কাছে ট্রেন দেরিতে চলার মেসেজ পাঠানো হচ্ছে না, রেলের আধিকারিকদের সেই প্রশ্ন করেন। পরে রবিবার থেকে নির্ধারিত সময়ে হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন চালানোর কথা বলেছেন সাংসদ। তাঁর সাফ কথা, 'এইভাবে রক্ষণাবেক্ষণের নামে কোনও ট্রেন দেরিতে চালাতে হলে সংরক্ষিত কামরার যাত্রীদের আগাম মেসেজ দিয়ে জানানোর নিয়ম রয়েছে।'

প্রতি সপ্তাহে বুধবার এবং শুক্রবার হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেনটি সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছায় ৮টা ৪৫ মিনিটে এবং এনজেপিতে আসে সকাল ৯টা ২০ মিনিটে। কিন্তু গত তিন মাস ধরে রবিবার করে ট্রেনটি হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা দেরি করে সকাল ১১টা ২৯ মিনিটে ছাড়ে। জলপাইগুড়ি স্টেশন পৌঁছোতে ১১টা ৪৭ মিনিট হয়। এনজেপি পৌঁছায় ১২টা ৪৬ মিনিটে। এর ফলে রবিবার করে যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে বসে থাকতে হয়। কলকাতা স্টেশনে নামার পর বাস, ট্যাক্সি ও লোকাল ট্রেন না পেয়ে চূড়ান্ত হয়রান হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

হলদিবাড়ি স্টেশন মাস্টার রাম কুমার বলেন, 'আগের দিন রাতে ট্রেন স্টেশনে আসার পর হলদিবাড়িতে থাকছে। তাই ট্রেনের বগির সাফাই থেকে শুরু করে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রেললাইনের

রেলের পরিষেবায় ক্ষুব্ধ জয়ন্ত

রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কাজ করা হচ্ছে। তাই ট্রেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে।' আগামী রবিবারও ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে বলে জানিয়ে যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

স্টেশন মাস্টারের এই বক্তব্যে যাত্রীরা বেজায় ক্ষুব্ধ। জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে সুবীর ভৌমিক, ক্ষৌণীশ তলাপাত্ররা একটাই প্রশ্ন তোলেন, কেন রেল থেকে মেসেজ করে আগে থেকে লেটের কথা জানাবে না? হলদিবাড়ি স্টেশনে আসা এক বয়স্ক যাত্রী মিনতি বর্মন বলেন, 'আমি সোদপুর যাব। ট্রেন রাত সাড়ে দশটার পর কলকাতা স্টেশনে পৌঁছোলে ট্রেন, বাস পেতে সমস্যা হবে।'

বর্ধিত অধিবেশন

চোপড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : রবিবার কাঁচাকালীর ঘিডোব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট দিনাজপুর টি বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন হয়। চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস, অবসরের বয়স ৫৮ থেকে ৬০ বছর করা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কাঁচাকালী বাজারে মিছিল করা হয়। ইউনিয়নের নেতৃত্বের অভিযোগ, অধিকাংশ বাগানে সরকার নির্ধারিত মজুরিও ঠিকমতো মিলছে না। সময়মতো পিএফ জমা, বদলি শ্রমিক নিয়োগ এবং শ্রম কোড বাতিলের দাবিও তোলা হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল বলেন, 'দাবি পূরণ না হলে বাগানে গেট মিটিং হবে। প্রয়োজনে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

ধৃত দুই

বাগডোগরা, ১৩ সেপ্টেম্বর : নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে পাচার করার সময় দুটি ট্রাক্টর-ট্রলি আটক করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই চালককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড়ে একটি ট্রাক্টর-ট্রলিতে অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচার করার সময় চালক বিলিয়াম তিরকিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পরে বাগডোগরা আয়াপ্পা মন্দিরের সামনে থেকে আরেকটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করা হয়। সেখানে গ্রেপ্তার করা হয় চালক গোবিন্দ ছেত্রীকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে নদী থেকে বালি-পাথর পাচার করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রতিবাদীকে অস্ত্রের কোপ

চোপড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার সোনাপুরহাট পুরোনো বন্দর এলাকায় নেশার সামগ্রী বিক্রির প্রতিবাদ করায় এক তরুণকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল। আহত তরুণের নাম বাবন দাস। রবিবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আহতের মা লক্ষ্মী দাসের বক্তব্য, 'বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের বাড়ির পাশে বাইরের কয়েকজন অবাধে নেশার সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে। এর আগেও আমার ছেলে প্রতিবাদ করেছিল। আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফের আপত্তি জানালে দু'-তিনজন আমার ছেলের উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপানো হয়েছে। আর্তনাদ শুনে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।' ঘটনায় চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম ৩

চোপড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : টোটো ও অটোর সংঘর্ষে জখম হলেন তিনজন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়ার সুফলগছ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অটো ও টোটোটি সোনাপুরের দিকে যাওয়ার সময় জাতীয় সড়কে আচমকাই সংঘর্ষ হয়। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন

বাসিন্দা রাজকুমার শর্মা - কে 30.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76L 72616 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির জন্য সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বহু মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে তাদের জীবন ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যেই মানুষগুলো মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করে আসছে তাদের পক্ষে এত সহজে কোটিপতি হওয়া সম্ভব নয়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোটি টাকার কেন্দ্রে দুষ্কৃতীদের আখড়া

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধনের পর এক বছরও কাটেনি, তার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। চাকুলিয়া বাজার সংলগ্ন হরিপুর এলাকায় সরকারি অর্থে গড়ে ওঠা প্রকল্পটি এখন কার্যত সমাজবিরোধীদের আখড়া। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং প্রশাসনিক উদাসীনতায় বন্ধ ভবনে অবাধে চলছে চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপ। সরকারি অর্থের এমন অপচয় ও সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ঘটা করে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, বাড়ি বাড়ি ও বাজার থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে এই কেন্দ্রে জৈব সার তৈরি করার। ওই উদ্দেশ্যে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য কেনা হয়েছিল টোটো, কয়েকশো প্লাস্টিকের বালতি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাস্তবে এক বালতি বর্জ্যও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি। কাজ শুরুর আগেই বন্ধ হয়ে যায় গোটা ইউনিট। বর্তমানে চত্বরটিতে রাত নামলেই শুরু হয় জুয়া ও মদের আসর। সুযোগ বুঝে দুষ্কৃতীরা ভবনের জানলা-দরজা, লোহার গ্রিল, বৈদ্যুতিক পাখা, ওয়্যারিংয়ের তার, এমনকি শৌচালয়ের বেসিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে।

> **আমাদের বলা হয়েছিল জৈব সার তৈরি হবে। অথচ এখন ভবনটি চোর, ছিনতাইবাজদের ঠেকে পরিণত হয়েছে।**
>
> **ফনেশচন্দ্র সিংহ**
> স্থানীয় বাসিন্দা

স্থানীয় বাসিন্দা ফনেশচন্দ্র সিংহ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল জৈব সার তৈরি হবে। অথচ এখন ভবনটি চোর-ছিনতাইবাজদের ঠেকে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।' স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহার বক্তব্য, 'রাস্তায় আবর্জনা ফেললে সাধারণ ব্যবসায়ীদের জরিমানার মুখে পড়তে হয়, অথচ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো কেন ফেলে রাখা হল, তার সদুত্তর কারও কাছে নেই।'

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় বিজেপি নেতা শম্ভু মণ্ডলের অভিযোগ, 'শুধু হরিপুর নয়, চাকুলিয়া ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ লুট হয়েছে। কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই লোকদেখানো কাজ করা হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দরকার।' অন্যদিকে, চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দাবিদাওয়া নিয়ে মতানৈক্যের কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। সমাধানের চেষ্টা চলছিল। এরই মধ্যে চুরির ঘটনা ঘটায় মহিলারা থাকতে চায়নি। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রকল্প ভবনে সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সেগুলি চুরি করেছে। প্রধানের অনুমান, প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সরকারি সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে ও নষ্ট হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

ট্রেনের কামরায় ৬ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর: ট্রেনটা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীদের ওঠানামার ব্যস্ততার মধ্যেই জেনারেল কামরার শৌচালয়ের পাশ থেকে নজরে এল চারটি ব্যাগ। ব্যাগগুলির কোনও দাবিদার নেই। সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি শুরু করতেই বেরিয়ে এল একের পর এক প্যাকেট। সব মিলিয়ে ৩১ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা। যার বাজারমূল্য প্রায় ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে জিআরপি। তবে ব্যাগের মালিকের হদিস মেলেনি।

রবিবার সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নজরদারির সময় নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরা থেকে এই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। চারটি ব্যাগের ভিতরে ছিল মোট ছ'টি প্যাকেট। এত পরিমাণ গাঁজা মেলার পরও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি রেল পুলিশ। এখন প্রশ্ন হল, কারা এই ব্যাগগুলি ট্রেনে তুলেছিল? আর কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল?

নিউ আলিপুরদুয়ার জিআরপি'র আইসি অনুপকুমার ঘোষ বলেন, 'শিলিগুড়ির এসআরপির নির্দেশে মাদকবিরোধী অভিযান চলছে। এদিন ট্রেনে দাবিদারহীন চারটি ব্যাগ থেকে এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। মামলা শুরু করে অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত চলছে।'

তদন্তকারীদের কাছে সবচেয়ে বড় ধাঁধা, ব্যাগগুলি কোথা থেকে ট্রেনে তোলা হয়েছিল এবং কোথায় নামানোর কথা ছিল। নিউ আলিপুরদুয়ারেই সেগুলি ওঠানো হয়েছিল কি না, বা এখানেই নামানোর পরিকল্পনা ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কমিটি গঠিত

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সরকারি কর্মচারী পরিষদের দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার কর্মীসভা আয়োজিত হল হাকিমপাড়ার একটি ক্লাবের অডিটোরিয়ামে। এদিনের কর্মীসভা থেকে দার্জিলিং জেলার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। দার্জিলিং জেলার কনভেনার হয়েছেন সুকান্ত তরফদার। উপ কনভেনার পার্থপ্রতিম মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণা গজমের, অফিস সেক্রেটারি সম্রাট ভৌমিক সহ ১৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়। কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

শুধু নিজেদের স্বার্থে সংগঠনকে ব্যবহার না করে সমাজের দিকে তাকিয়ে সরকারের মুখ উজ্জ্বল করার মতো কাজ করার বার্তা দেন মন্ত্রী। পার্থপ্রতিম বলেছেন, 'বিধায়ক যে বার্তা দিয়েছেন, তা মেনে চলার চেষ্টা করব। আমরা আশাবাদী, আগামীদিনে কর্মীরা কোনও বঞ্চনার শিকার হবেন না।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আনমনে।। *বালুরঘাটের চকভৃগুতে ছবিটি তুলেছেন অলিন্দ চক্রবর্তী।*

নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার বাবা

প্রশ্ন মায়ের ভূমিকা নিয়েও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির গঙ্গানগর এলাকায়। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকা রাতেই শিলিগুড়ি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগপত্রে ১৭ বছরের মেয়েটি বলেছে, তাকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে ধর্ষণ করেছে বাবা। তদন্তে নেমে ওই রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনার তদন্ত চলছে। নাবালিকার মায়ের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবার রাত ৮টা নাগাদ হঠাৎই এক নাবালিকা বিধ্বস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে মহিলা থানায় ঢোকে। জেনারেল ডায়েরি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে নাবালিকা বারবার বলতে থাকে, 'আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে।' প্রথমটায় হকচকিয়ে হয়ে যান মহিলা পুলিশকর্মীরা। অবাক হওয়ার অবশ্য তখনও ঢের বাকি। কী হয়েছে?

জিজ্ঞেস করতেই নাবালিকা চোখে জল নিয়ে জানায়, নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে বাবা তাকে ধর্ষণ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে মোবাইলে করা কিছু ভিডিও পুলিশকে দেখায় সে। এরপর নিজেকে শক্ত করে বাবার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করে নির্যাতিতা। তার কথায়, 'মাঝেমধ্যেই বাবা আমাকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে দিত। পরে নেশার ঘোর কাটার পর মনে হত, কিছু একটা খারাপ কাজ হয়েছে।' কিন্তু কেন এমন হচ্ছিল, তা বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু প্রায়ই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বাবার উপর সন্দেহ হয় নাবালিকার। মেয়েটি জানায়, শনিবার রাতেও বাবা তাকে নেশা জাতীয় কিছু খাওয়ানোর তোড়জোড় শুরু করতেই ফন্দি আঁটে সে। বিছানার পাশে লুকিয়ে মোবাইলের ভিডিও রেকর্ডিং অন করে দেয়। ঘোর কাটার পর ক্যামেরাবন্দি ভিডিও দেখতেই চোখ ছানাবড়া। বাবার ঘৃণ্য কাণ্ড দেখে নির্যাতিতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সটান চলে যায় মহিলা থানায়। নাবালিকার আক্ষেপ, 'বাবা আমার সঙ্গে এমন করবে, ভাবতে পারিনি।' অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই গুণধর বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট হয়েছে। তার ঠাঁই হয়েছে হোমে।

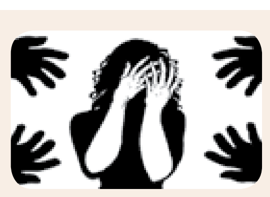

- নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে বাবা তাকে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ নাবালিকার
- মোবাইলবন্দি ভিডিও পুলিশকে দেখায় সে
- এরপর বাবার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করে নির্যাতিতা

> **মাঝেমধ্যেই বাবা নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে দিত। ঘোর কাটার পর মনে হত, খারাপ কাজ হয়েছে। বাবা এমন করবে, ভাবিনি।**
>
> নির্যাতিতা নাবালিকা

এদিকে, এমন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নাবালিকার মায়ের ভূমিকাও। দিনের পর দিন মেয়ের ওপর বাবা এমন অত্যাচার চালিয়ে গেলেও তিনি কি কিছুই টের পাননি? কেন স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন না? পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'নাবালিকার মায়ের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে।'

পরিচ্ছন্ন খাবারই লক্ষ্য : শংকর

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : 'দোকান সিল করে দেওয়া এই সরকারের কাজ নয়। সমস্ত কিছুকে একটা সুসংহত সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই কাজ করছে আমাদের সরকারের।' রবিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেট মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ইউথ ফোরাম দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসে এই বার্তা দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সম্প্রতি শহরের একের পর এক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পুরনিগম এবং খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে। বেশকিছু হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সিলও করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতেই শংকর এদিন এই কথা বলেন। শংকর বলেন, 'প্রশাসন কোনও হোটেল-রেস্তোরাঁয় অভিযান চালালেই বলা হচ্ছে সেগুলো সিল করে দেওয়া হবে। কিন্তু সিল করে দেওয়াটা তো প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার পান সেই কারণেই এসব অভিযান চালানো হচ্ছে।' তিনি যোগ করেন, 'যাঁরা ভাবছেন দোকান সিল করার উদ্দেশ্যে এই অভিযান চালানো হচ্ছে তাঁরা বুঝতে পারছেন না, অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে আমার আপনার প্রতিবেশীরাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।'

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা দেখছেন শংকর ঘোষ। রবিবার।

অভিযানের পর হোটেল ও রেস্তোরাঁ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। শংকর বলেন, 'অভিযানের পর যা সব দৃশ্য সামনে আসছে, তাতে মানুষজন তো এবার রেস্তোরাঁ, হোটেলে খেতে ভয় পাবে। পুর কমিশনারকে অনুরোধ করব, যে সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ নিয়ম মেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চলছে, সেটাও মানুষকে দেখানো হোক। যাতে বোঝানো যায়, সব হোটেল, রেস্তোরাঁ খারাপ নয়।'

সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি তাঁকে অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারেন, সেজন্য একটি অ্যাপ তৈরির কথাও জানান শংকর। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছেন নিজেদের সমস্যা দূর করার জন্য। তাই একটি অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা সরাসরি নিজেদের কথা জানাতে পারবেন।' সমালোচনার মাধ্যমেও কোথাও খামতি থাকলে তা বোঝা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা। মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও ইউথ ফোরামের যৌথ উদ্যোগে ফায়ার এক্সটিংগুইশার সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম আনা হয়। ব্যবসায়ীদের তরফে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে দমকল ইঞ্জিন রাখার অনুরোধ করা হয়। শংকর জানান, বিষয়টি বিবেচনা করে দমকলের সঙ্গে কথা বলবেন এবং নিজে জায়গা পরিদর্শন করবেন।

গত দীপাবলিতে একটি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার পর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে জানান অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক প্রবীণ আগরওয়াল।

তৃণমূলের কার্যালয়ে আগুন, বিক্ষোভ

জগদীশ ফিরতেই উত্তপ্ত সিতাই

গৌরহরি দাস ও অমৃতা দে

কোচবিহার ও সিতাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে মুখ্যমন্ত্রীর ফোনের পরেও সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে নিয়ে পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতি হল না। রবিবার ভোররাতে সিতাইয়ে বাড়ি ফিরতেই সাংসদকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দুপুরে সিতাই বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। একই সময়ে সাংসদের বাড়ির সামনেও স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান। এ নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল।

এদিন কোচবিহারে আসেন জগদীশ। আসার আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ভোররাতে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে পরিবার সহ নেমে সেখান থেকে পুলিশি পাহারায় সড়কপথে সোজা সিতাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে যান তিনি। তিনি ভেবেছিলেন, একবার বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সকালের দিকে পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল। এলাকার দু-চারজনকে তিনি বিভিন্ন শংসাপত্রও দেন। এরপর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি নিজেই পোস্ট করেন। তাঁর সিতাইয়ে ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রধান সড়ক এলাকায় জমায়েত শুরু হয়। পরিস্থিতি আঁচ করে আগে থেকেই সিতাই থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ।

এদিন বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে সিতাই বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় পৌঁছোন। সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। পুলিশের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়। এরপর বিক্ষোভকারীদের একাংশ সাংসদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। বাড়ির গলির মুখে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

- ভোররাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে নেমে পুলিশি পাহারায় সড়কপথে সিতাইয়ের বাড়িতে যান জগদীশ
- জগদীশ আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভ শুরু, বিক্ষোভকারীরা সিতাই বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় পৌঁছান
- সেখানে তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

তাঁর বাড়ি ফেরা নিয়ে স্থানীয় বিজেপির একাংশের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে জগদীশ বলেন, 'সবাই তো আর সমান নন। কিছু মানুষ থাকেন, তাঁরাই এগুলো করছেন।' প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাড়িতে আসাকে কেন্দ্র করে বারবার স্থানীয় বিক্ষোভের বিষয়টি নিয়ে এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। গত ৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময়েও আমি বিষয়টি তাঁকে আবার জানাই। এরপর মুখ্যমন্ত্রী আমার সামনেই কোচবিহারের ডিএম ও এসপি-কে ফোন করেন। আমার বাড়িতে আসা নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।'

একইসঙ্গে তাঁর আরও দাবি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে চা চক্র ও নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কথায়, 'যাঁরা বিক্ষোভ করছেন, তাঁরা বিষয়টি জানেন না। উপর থেকে চাপ এলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন বিষয়টি কী।' তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমি এনসিপিআই-এর সদস্য। তাই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

এক মাস আগেও রাতের অন্ধকারে সিতাইয়ে প্রবেশ করেছিলেন সাংসদ। সেবার তাঁর আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। সেদিন রাতেই পরিবার নিয়ে সিতাই ছাড়েন তিনি। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিভিন্ন ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেও তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় ক্ষোভ কমেনি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী বলেন, 'জনরোষ থেকেই এই সমস্ত বিক্ষোভ হচ্ছে।'

ইসলামপুরে ঋণ নিতে গিয়ে প্রতারিত

ইসলামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : ঋণ নিতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এক ব্যক্তি। গাড়ির জন্য ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ঋণ নিতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে দাবি ইসলামপুর থানার চান্দমনি ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা আনিকুল হকের। আনিকুল রবিবার এই মর্মে ইসলামপুর সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রায় তিন বছর আগে গাড়ির ঋণের জন্য স্থানীয় সাহাজাদ হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আনিকুল। গাড়ির ঋণ তো মেলেইনি, বরং তাঁর নামে ভুয়ো ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারেন। আনিকুলের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেওয়ার পর তিনপুল এলাকায় তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কয়েকটি কাগজে সই করানো হয়। পরে অন্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হয়। ঋণ পাশ করানোর আশ্বাস দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকাও নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু কয়েক মাস পর ঋণ হবে না জানিয়ে নথিপত্র ফেরত দেওয়া হয়। ঘটনার প্রায় তিন বছর পর একটি ব্যাংকে নতুন ঋণের জন্য গেলে আনিকুল জানতে পারেন, তাঁর নামে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার একটি কার লোন রয়েছে। ঋণটি এখনও বকেয়া। এরপর ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় এদিন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'নথিপত্র ব্যবহার করে দার্জিলিংয়ের হাতিঘিসা-নকশালবাড়ি এলাকার একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঋণ নেওয়া হয়েছে।' অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন আনিকুল। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাহাজাদ।

রবিবার দার্জিলিংয়ের জিডিএনএস হলে গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টির অনুষ্ঠান।

পাহাড়ে নয়া পার্টির আত্মপ্রকাশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে পাহাড়ে ফের একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করল। 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি' নামে এই নতুন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হয়েছেন সঞ্জয় থুলুং। একদা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুংয়ের ছায়াসঙ্গী যুব নেতা সঞ্জয় থুলুং অস্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে আর পাহাড়ের রাজনীতিতে সামনের সারিতে দেখা যায়নি। যদিও এই পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন রয়েছে।

২০০৭ সালে বিমল গুরুং নতুন পার্টি তৈরি করার সময় থেকেই সঞ্জয় দলের যুব সংগঠনের সহ সভাপতি পদে ছিলেন। ২০১২ সালের জিটিএ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি সভাসদও হয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের মাথায় ২০১৪ সালে অসম থেকে পাহাড়ে বেআইনি অস্ত্র আমদানির মামলায় সঞ্জয়ের নাম জড়ায়। তারপর থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর সঞ্জয় আত্মগোপন করে ছিলেন।

২০১৭ সালের পর পাহাড়ে ফিরলেও রাজনীতিতে সেভাবে সক্রিয় ছিলেন না সঞ্জয়। কিছুদিন আগে এই নেতা আচমকাই অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে যোগ দেন। কিন্তু দু'মাসের মাথায় সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি 'নির্মাণ সমিতি' তৈরি করে পাহাড়ের ময়দানে নামেন। রবিবার দার্জিলিংয়ের গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলন (জিডিএনএস) হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সঞ্জয়ের নতুন পার্টি 'গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি' আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন পার্টির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অজয় দাহাল, কিশোর প্রধানের মতো নেতাদের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। এদিন সঞ্জয় দাবি করেছেন, গোর্খাল্যান্ডই এই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে পাহাড়ের মানুষকে একত্রিত করা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য সময় চাওয়া হবে।

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মধ্যে থেকেই পাহাড় সমস্যার সমাধানের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'পৃথক রাজ্য দেওয়া কেন্দ্রের এক্তিয়ারে পড়ে। এখানে রাজ্য সরকার কী বলছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

গোর্খাল্যান্ডের আওয়াজ তুলে পাহাড়ে বহু রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে। জিএনএলএফ থেকে শুরু করে হালের ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম), ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ)— প্রত্যেকেরই একমাত্র দাবি, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড। কিন্তু বাস্তবে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা। প্রবীণ রাজনীতিবিদ তথা কালিম্পংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রীর বক্তব্য, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিকল্প ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। এখানকার একাধিক রাজনৈতিক দলও বিকল্প কী হতে পারে, সেটা নিয়ে চর্চা করছে। তার মধ্যেই গোর্খাল্যান্ডকে একমাত্র লক্ষ্য বলে দাবি করে আবার নতুন একটি রাজনৈতিক দল তৈরি হল। মানুষ এই পার্টিকে কীভাবে নেবেন, পার্টির নেতারা কত মানুষকে তাঁদের দিকে নিয়ে আসতে পারবেন, সেটা ভবিষ্যৎই বলবে।'

বিমলের একদা ছায়াসঙ্গীর হাতে ব্যাটন

পড়ুয়াশূন্য পঞ্চম শ্রেণি, সমস্যার জটে স্কুল

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ১৩ সেপ্টেম্বর : নীল-সাদা রঙের দোতলা ভবনটা দেখলে বোঝাই যাবে না, এত বড় স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৫৩। এর মধ্যে ছাত্র ২৩, ছাত্রী ৩০। আর শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩। এই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির অস্তিত্ব শুধু খাতায়। একজনও পড়ুয়া নেই। নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্কুলডাঙ্গি অঞ্চলে মঙ্গল সিং জোত জুনিয়ার হাইস্কুলের ছবিটা ঠিক এমনই। মূলত তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়লেও ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের প্রতি প্রশাসনের নজর নেই বলে অভিযোগ।

স্কুল ভবনের নীচতলার তিনটি ঘরের একটি মিড-ডে মিলের ভাণ্ডার, একটি শিক্ষকদের বসার ঘর, অন্যটিতে ১০টি কম্পিউটার নিয়ে কম্পিউটার ক্লাস হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষক নিয়মিত এলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না বলে অভিযোগ তাঁর। পড়াশোনার জন্য উপরতলায় আছে মাত্র দুটি ঘর। সেখানেই ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ক্লাস একসঙ্গে, গাদাগাদি করে চলে। অষ্টম শ্রেণির জন্য আরেকটি ঘর।

অভিভাবকরা জানাচ্ছেন, এখন অষ্টমের পর দূরের অন্য স্কুলে ভর্তির ঝক্কি পোহাতে হয়। তাই অনেকেই ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে উপানন্দ বর্মন নামে এক অভিভাবক বলছেন, 'ছেলেটাকে অনেক কষ্টে পড়াচ্ছি। এই স্কুলটা হাইস্কুল হয়ে গেলে আমাদের মতো গরিব মানুষের খুব উপকার হয়।'

মঙ্গল সিং জোত জুনিয়ার হাইস্কুল।

শিক্ষক সংকটও চরমে। স্থায়ী শিক্ষক মাত্র দুজন— একজন অঙ্কের, অন্যজন ইংরেজির। একজন অতিথি শিক্ষিকা ভূগোল পড়ান। বাংলা, ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষার কোনও শিক্ষক নেই। কোনও গ্রুপ-ডি কর্মী পর্যন্ত নেই। তার ওপর কম্পোজিট গ্র্যান্টের বরাদ্দ টাকার মাত্র ২৫ শতাংশ গত দু'বছর ধরে ঢুকছে বলে অভিযোগ। ফলে স্কুলের উন্নয়ন কীভাবে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নিকিতা সিংহর কথায়, 'আমাদের স্কুলে খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো হত।'

মিড-ডে মিল রান্না হয় সামনের এক চিলতে বারান্দা ঘিরে। খাওয়া হয় ভাণ্ডার ঘরেরই এক কোণে। শৌচাগার অপরিষ্কার। অভিযোগ, সীমানা প্রাচীর না থাকায় রাতে স্কুল চত্বরে নেশার আসর বসে। এর সঙ্গে জুড়েছে জমিজট। স্কুল ভবন তৈরি হওয়ার পর থেকেই সমস্যা শুরু। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, স্কুলটি যে জমিতে গড়ে উঠেছে, তা স্কুলের নামে বরাদ্দ নয়। ওই জমিতে একটি মন্দির রয়েছে, সেখানে বার্ষিক মেলা বসে। স্কুল প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলে আশপাশের বহু মানুষের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রাচীর তোলা যায়নি।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপু গোস্বামী আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু স্থায়ী প্রধান শিক্ষক এবং সব বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ হলে এই বাচ্চাদের আরও উন্নত শিক্ষা দিতে পারব।'

সহ শিক্ষক সুজয় পালের কথায়, 'দূরদূরান্তের চা বাগান থেকে বাচ্চারা আসে। ওদের মধ্যে পড়াশোনা ছাড়াও হাতের কাজ, খেলাধুলো, ছবি আঁকার প্রতিভা আছে। একটু সুযোগ, একটু প্রশিক্ষণ পেলে ওদের এই প্রতিভা বিকশিত হবে।'

অগ্নিকাণ্ড

পানিহাটির ধানকল মোড়ে সিইএসসি-র ভবনে রবিবার দুপুরে ভয়াবহ আগুন লাগে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের নয়টি ইঞ্জিন। একটি ট্রান্সফর্মারে বিস্ফোরণ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ধারণা দমকল আধিকারিকদের।

গ্রেপ্তার

জমি জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশের জালে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বেঁচারাম মান্নার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অর্ণব সিংহ রায়। ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যা, পালটা সাফাই অভিযুক্তের।

বিতর্ক সজল-শঙ্কুর

পার্ক স্ট্রিটে অ্যালেনপার্কের প্রথম দুর্গাপুজোর দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কুদেব পাণ্ডা। দায়িত্ব নিয়ে সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোকে ঝুলন বলে আখ্যা দেন তিনি। পালটা সজলের মন্তব্য, শঙ্কু বাংলার না ওড়িশার সেটাই তিনি বুঝতে পারেন না।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

কৈলাস সরোবর বেড়াতে গিয়ে ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী। রবিবার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা নিয়ে দেখা করতে কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে গেলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ।

পুজোর পর জিটিএ নিয়ে কথা

বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর পরই পাহাড়ে জিটিএ-র ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এবার কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এগোচ্ছে নবান্ন। সূত্রের খবর, পাহাড়ের শীর্ষস্থানীয় গোর্খা নেতাদের বড় অংশের আস্থা অর্জন এবং কেন্দ্রের সঙ্গে শলাপরামর্শের মাধ্যমে একটি 'চিরস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এর লক্ষ্যে এই কৌশলের সলতে পাকানো শুরু হয়েছে।

এর 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরির কাজ শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। নবান্নের প্রশাসনিক অলিন্দ থেকে শুরু করে বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যেও এই পরিকল্পনা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সম্প্রতি সাংসদ রাজু বিস্ত প্রকাশ্যে জিটিএ-র কার্যকারিতা ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পাহাড়ে জিটিএ ব্যবস্থার অবসান এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা?

রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি পদক্ষেপে সেই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের ঠিক আগে সেখানকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের মুঠোয় নিয়েছে রাজ্য। প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতে ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিতে অভিজ্ঞ আমলা তথা জিটিএ-র প্রধান সচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল আরএন রবি।

দুর্নীতির অভিযোগ এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ একাধিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করায় প্রশাসনিক কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

পর্যবেক্ষকদের মতে, জিটিএ-র পুরোনো কাঠামো বহাল রেখে সংস্থাটির বিরুদ্ধে ওঠা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ও কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব ছিল না। অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিক প্রশাসক পদে বসানোর ফলে তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজ অনেক সহজ হবে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছেন, শিক্ষক নিয়োগ সহ আর্থিক অনিয়মে জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না, প্রয়োজনে সরাসরি গ্রেপ্তার করা হবে।

একদিকে নবান্নের প্রশাসনিক চাপ, অন্যদিকে দিল্লির কৌশলগত সক্রিয়তা, দুইয়ের মেলবন্ধনে পাহাড়ের রাজনীতি এখন এক বড় সন্ধিক্ষণে। দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের জন্য একটি 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' (পিপিএস) সূত্র খুঁজতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই প্রাক্তন ডেপুটি এনএসএ তথা মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক চুক্তির খসড়া তৈরি করছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ নিয়ন্ত্রণে পাহাড়ে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব আনার দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি হচ্ছে নবান্নের নতুন সমীকরণ। পুজোর ঠিক পরেই পাহাড়ের রাজনীতিতে এই কৌশলের ফল দৃশ্যমান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃষ্টি মাথায় সন্তানদের আগলে। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে ঋত-তৃণমূলের সঙ্গে দড়ি টানাটানির মধ্যেই রবিবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল কালীঘাট তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান দে-কে। রেজিনগরে দলের প্রার্থী হয়েছেন রবিউল আলম চৌধুরী। স্নায়ুর যুদ্ধে নেমে ঋত-তৃণমূল পালটা জানিয়েছে, সোমবার ওই দুই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে তারাও। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

নন্দীগ্রাম, রেজিনগরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর। দুই আসনেই যে তাঁরা প্রার্থী দেবেন সেকথা রবিবার সকালেই জানিয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়ে দেন, 'নির্বাচন কমিশন কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি। চলতি মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখে ফের আমাদের তলব করা হয়েছে। তাই আমাদের প্রার্থীই দলের প্রতীকে লড়বেন।'

শনিবার তৃণমূলের দুই শিবিরের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল কমিশন। দু-পক্ষের কথা শোনার পর নির্বাচন কমিশন কালীঘাট তৃণমূলকে ফের ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ৩টেয় নথি সহ হাজির হতে বলেছে। প্রয়োজন হলে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টেয় দিল্লির অশোকা রোডে কমিশনের দপ্তরেও ফের শুনানি হতে পারে বলে জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের তরফে কল্যাণের কাছে ই-মেলও এসেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে কালীঘাট তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঋতব্রত শিবিরের কাছে আরও কিছু নথি চেয়েছে কমিশন। সেই নথিপত্রের ভিত্তিতেই কালীঘাট তৃণমূলকে লিখিত

- নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান দে-কে
- রেজিনগরে প্রার্থী হয়েছেন রবিউল আলম চৌধুরী
- ঋত-তৃণমূল সোমবার ওই দুই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছে

জবাব দিতে বলা হয়।

তবে শ্রীরামপুরের সাংসদের বক্তব্যের জবাবে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'এটা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, নির্বাচন কমিশনের নয়। প্রতীক কে পাবে সেটা ঠিক করবে কমিশন, কল্যাণ নন।' উলুবেরিয়া পূর্বের বিধায়কের দাবি, ১৬ ও ১৭ তারিখ বৈঠক ডাকাই হয়নি। প্রথম দিন তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে, পরের দিন দরকার পড়লে ডাকা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

এদিন তৃণমূলের দুই শিবিরের দড়ি টানাটানিকে কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূল নামে কোনও রাজনৈতিক দল নেই। ঋত ও মৃত নিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহ নেই।'

কালীঘাট তৃণমূলের নন্দীগ্রামের প্রার্থী সঞ্চিতা ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর নন্দীগ্রামের ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষা। ২০১৪ সালে টেট-দুর্নীতি মামলায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কলকাতা হাইকোর্ট যে শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত ও বেতন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে নাম ছিল সঞ্চিতার। এহেন একজনকে প্রার্থী করায় প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। অন্যদিকে রেজিনগরের তিন দফার বিধায়ক ছিলেন রবিউল। ২০১৩ সালে প্রথম কংগ্রেসের টিকিটে রেজিনগর থেকে জয়ী হন। ২০১৬ সালে পুনরায় হাত চিহ্নে জয়ী হন। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে আবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৬ সালে তাঁকে প্রার্থী করেনি দল। পাশাপাশি, অসমে নগাঁও লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে কালীঘাট তৃণমূল প্রার্থী করেছে অধ্যাপক আব্দুল সালামকে।

এদিকে শনিবার রাতেই কমিশনকে ফের চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। ডেরেক বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কিছু নথি জমা দিতে বলেছিল। রবিবার সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা ইমেল মারফত এবং সরাসরি গিয়ে সেই নথি জমা দিয়ে এসেছি।'

২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিল সরকার। রাজ্যের ২৫২টি মাদ্রাসা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিল নবান্ন। সেই সঙ্গে আরও ১০০টি মাদ্রাসাকে কেন বন্ধ করা হবে না সে বিষয়ে তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করে 'শোকজ' নোটিশ পাঠিয়েছে রাজ্য আদিবাসী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করার পর প্রথম পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সেদিক থেকে সরকারের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাম আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একবার মাদ্রাসা ও তার পঠনপাঠন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও সেই সময় তাঁর দলের চাপে বুদ্ধবাবুকে পিছু হটতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি ও আরএসএস মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী। বামেদের পর তৃণমূলের ১৫ বছরে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির আরও বাড়বাড়ন্ত হয়। সরকারি ও শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ে। একই সঙ্গে মাদ্রাসার একাংশের সঙ্গে জঙ্গি যোগসূত্রও সামনে আসে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের তদন্তে তা প্রমাণিত হয়। সেই সময় থেকেই মাদ্রাসা ও জঙ্গি-যোগ নিয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তুষ্টিকরণের অভিযোগ করে এসেছে বিজেপি। সরকার বদলের পরেই রাজ্যের খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে আতশকাচের নীচে এনে তদন্ত শুরু করে রাজ্যের বিজেপি সরকার। তখনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাফ জানিয়েছিলেন, মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার কথা। মাদ্রাসা বিলোপের সাফাই দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, শিক্ষায় ধর্মীয় ভেদাভেদ রাখতে চায় না তাঁর সরকার। সেই কারণে মুসলিমদের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেছিলেন। এরপরেই ১০ সেপ্টেম্বর বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আনতে চলতি আইনের সংশোধন করেছে রাজ্য সরকার। এরপরেই ২৫২টি মাদ্রাসায় কোপ। তবে মাদ্রাসা বন্ধ নিয়ে নবান্নের মত, সরকারের নির্দেশে ২২ জেলায় ছড়িয়ে থাকা মাদ্রাসাগুলির পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পর একমাত্র যেসব মাদ্রাসাগুলির

> জোর করে মাদ্রাসা বন্ধ করা যাবে না। সংখ্যার জোরে কিছুদিন হয়তো বন্ধ করে রাখবে, কিন্তু আইনি পথে তা আবার খুলবে। কারণ দেশের সংবিধানে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি রয়েছে।
>
> - নৌশাদ সিদ্দিকী

অনুমোদন নেই, বা নথিপত্রে গোলমাল ধরা পড়েছে সেগুলির বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। দপ্তরে সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদ্রাসাগুলি হয় দীর্ঘদিন ধরে অনুমোদন ছাড়াই চলছে, কিংবা পরিচালন কমিটি, ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য তারা দিতে পারেনি বা মাদ্রাসার আর্থিক উৎস সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে, একমাত্র সেই সব মাদ্রাসাকে অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী হয় বন্ধের নির্দেশ নাহলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

দেহরক্ষীদের বয়ানে আরও বিপাকে সুমিত

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : শালবনির সরকারি জমি জালিয়াতির তদন্তে আরও তথ্য সিআইডির হাতে। তদন্তকারীদের দাবি, জমি জালিয়াতি করে তোলা বিপুল অর্থের একাংশ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার মাধ্যমে কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের দপ্তরে পৌঁছত। ২ সেপ্টেম্বর সিআইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে এমনই তথ্য উঠে এসেছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। তদন্তে অভিষেকের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষী এবং সুজয় হাজরার গাড়িচালকের বয়ানকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

চার্জশিটে মোট ২০ জন সাক্ষীর মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রয়েছেন ওই দুই দেহরক্ষী ও দুই গাড়িচালক। তদন্তকারীদের আরও দাবি সুজয়ের হয়ে দু'জন দালালও জমি লেনদেনের কাজে যুক্ত ছিলেন বলে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অভিযোগ, শালবনি ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় উদ্বাস্তুদের চাষাবাদের জন্য বরাদ্দ সরকারি জমির চরিত্র বদলে জাল নথি তৈরি করে তা প্লট করে বিক্রির ছক হয়েছিল। এই চক্রের নেপথ্যে অভিষেকের আপ্তসহায়ক ছিলেন বলেও তদন্তকারীদের দাবি। সুজয় হাজরা, অনিতেশ পয়রা-সহ কয়েকজনের যোগও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সুমিতের অ্যাকাউন্টে প্রায় সাত কোটি টাকা জমা পড়ে। টাকার উৎস নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি বলে সিআইডির দাবি। তবে ওই চার্জশিটে সুমিতের নাম অভিযুক্ত হিসেবে নেই। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি আদালত দিয়েছে। সিআইডি জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে তাঁর নাম যুক্ত করে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হবে।

স্থগিত ওষুধের দোকানের ভাবনা

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : লকডাউনের সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের ওষুধের দোকানটি। সেই দোকানের বন্ধ শাটারের সামনেই বর্ষার বিকালে রাজ্য থেকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে চুটিয়ে তর্কাতর্কি চলছে। গিটারের তালে কানে আসছে সুমন আর ডিলানের গান। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল বহুবার দোকান খোলার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলেও লাভ হয়নি। ওষুধের দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। ফলে এখন ওষুধের জন্য ৮বি বাসস্ট্যান্ড কিংবা সুলেখার মোড় পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয় পড়ুয়াদের। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সেই বন্ধ ঘরেই জায়গা হয়েছে রাজ্যে পালাবদলের পর সক্রিয়তা বাড়ানো কর্মী সংগঠন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্মচারী পরিষদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গবেষক অনুষ্টুপ চক্রবর্তী বলেন, 'গণতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যদি ছাত্র, গবেষক বা কর্মচারী সংগঠন সক্রিয় হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের ঘর বরাদ্দ করতেই পারেন। কিন্তু সেখানে বন্ধ থাকা একটি ওষুধের দোকানকে চালু না করে, যে কোনও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নের জন্য তা বরাদ্দ করা একপ্রকার জায়গার অপচয়।'

অন্যদিকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্মচারী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক পলাশ মাঝি পালটা প্রশ্ন তোলেন, 'যেই ঘরটা আমরা পেলাম তখনই এত কথা হচ্ছে কেন?'

চিন্ময় প্রভুকে সমবেদনা শ্রীজাতর

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ছেলেকে দেখতে না পাওয়ার শোক নিয়েই প্রয়াত হয়েছেন বাংলাদেশে জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর মা। তসলিমা নাসরিনের পর এবার এ নিয়ে সরব হলেন এপার বাংলার কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাতে বেদনাদায়ক 'রক্তপলাশ' কবিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। কবির ভাষায়, 'লাগামবিহীন ঘৃণার বিষে শেষ ইচ্ছেটাও ছাড় পেল না। তিক্তকষায় মিশবে কি সে? চোখের স্বাদ যে নোনা।' জেল থেকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্যারোলে ছাড়া পেয়ে মৃত মায়ের দেহ আঁকড়ে কেঁদেছিলেন চিন্ময় প্রভু। সমাজমাধ্যমে সেই ছবি দেখে সমবেদনা জানিয়েছেন অগুনতি নেটনাগরিক।

প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে খুন

পুরুলিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : সন্দেহের বশে প্রেমিকার গলা কেটে খুন। গভীর রাতে মোবাইল চার্জার দিয়ে বস্তায় মুখ বেঁধে দেহ লোপাট করতে বেরিয়েছিল প্রেমিক। অযোধ্যা পাহাড় থেকে বস্তাটি খাদে ফেলে দিলেই আর কেউ টের পেত না। কিন্তু শনিবার রাতে পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার বিদ্যুৎ বিভাগের সামনে নাকা চেকিংয়েই ভেস্তে গেল সব। বস্তা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়তে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। বস্তা খুলতেই বেরিয়ে আসে বছর উনিশের তরুণীর রক্তাক্ত দেহ। পুরুলিয়ার এই খুন উসকে দিয়েছে সুতপা কাণ্ডের স্মৃতি। ২০২২-এ বহরমপুরে রাতেরবেলা কোচিং থেকে ফিরছিলেন সুতপা চৌধুরী। মেসের সামনে তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপায় প্রেমিক সুশান্ত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল সুতপার। পুরুলিয়ার ঘটনা সেই খুনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

শনিবার ধৃত অমিতকুমার মাহাতোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল মৃত তরুণীর। সম্প্রতি অভিযুক্তের সন্দেহ হয়, প্রেমিকা বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। সেই নিয়ে বচসার জেরেই খুন। তরুণীর পরিবারের দাবি, হাসপাতাল থেকে তাঁদের জানানো হয়েছে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয় তরুণীকে। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, তরুণও খুনের কথা স্বীকার করেছে।

মৃত তরুণী ও তাঁর প্রেমিক দু-জনেই পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির বাসিন্দা। পুরুলিয়া শহরে তরুণী নার্সিং ও তরুণ চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মেসে থাকত। সেখানেই একটি কোচিং সেন্টারে দু-জনের আলাপ হয়। তবে মৃতার বাবা জানান, ওই সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। যদিও পরিবারের এক সদস্যের দাবি, প্রায়ই বচসা হত দু-

উসকে দিল সুতপা কাণ্ডের স্মৃতি

জনের। শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ মেস থেকে কোচিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়েছিল তরুণী। তারপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। বন্ধ ছিল মোবাইল। মেয়ের খোঁজে শনিবার রাতেই পুরুলিয়া শহরে পৌঁছোন তরুণীর বাবা। মেসে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে পুলিশে রিপোর্ট লেখান। নাকা চেকিং থেকে দেহ উদ্ধার হলে মেয়ের মৃত্যুর খবর পান বাবা।

পরিবারের তরফে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়েছে। রবিবার অভিযুক্তকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে হাজির করানো হলে ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাগেশ্বর কাণ্ডে হাতাহাতি

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : বাগেশ্বর কাণ্ডে ধস্তাধস্তি কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের। রবিবার কংগ্রেসের দুই নেতা প্রদীপ প্রসাদ ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুর থানায় তলব করা হয়। এদিন থানা থেকে বের হওয়ার সময় বিজেপি কর্মীরা হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। যার জেরে বচসা শুরু হয় দু-পক্ষের। কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দলের নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সাড়ে আট কোটি বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও দুর্গাপুজোকে অপমান করা হয়েছে। আমরা এই অপমানের বিরুদ্ধে লড়ব।' সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এসে বাঙালিদের আমিষ খাওয়া নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী।

দুর্গাপুজোর আগে পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ। রবিবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

বনসল শরণে তারক

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : পুরভোটের আগে আচমকাই সপরিবারে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তরে হাজির হন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং। রবিবার দুপুর ১ টা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বনশলের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র অমিত সিং ও কন্যা কৃষ্ণা সিং। বনশলের সঙ্গে দীর্ঘ ৪৫ মিনিট বৈঠকের পর বেরিয়ে সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়ে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বলেন, 'রাজনীতিতে কাউকেই আমি অচ্ছুৎ বলে মনে করি না।' বিজেপির সদরদপ্তরে যাওয়া প্রসঙ্গে তারক বলেন, 'আমার মেয়ে ও ছেলের বিরুদ্ধেও মিথ্যে মামলা দিচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা মেলেনি।'

ফ্রন্টে ফাটল

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : আসন্ন উপনির্বাচনেও রেজিনগর আসন ঘিরে বামেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। ইতিমধ্যে রেজিনগর আসনে বামফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক দল সিপিআইএম প্রার্থী করেছে আইনজীবী সাঈদ আসাদ আলিকে। রবিবার থেকে প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনওমতেই সিপিআইএমকে আসন ছাড়তে নারাজ শরিক দল আরএসপি। তাই এদিন একই আসনে বিকাশ চন্দ্র মিশ্র কে প্রার্থী ঘোষণা করল আরএসপি। রবিবার একটি প্রেস বিবৃতিতে দলের রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় একথা জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'গত ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিপিআইএমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হলেও কোনও রফাসূত্র বেরিয়ে আসেনি।

ফিতে কাটুন গুণীজনেরা : দিলীপ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ধর্মীয় উৎসব ও পুজোমণ্ডপগুলিকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখার পক্ষে সওয়াল করল শাসক বিজেপি শিবির। বিগত তৃণমূল সরকারের আমল থেকে চলে আসা ক্লাব ও পুজো মণ্ডপের মঞ্চে রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্যের সংস্কৃতি বদলে, এবার সমাজের বিশিষ্টজন ও গুণী মানুষদের দিয়ে পুজোর সূচনা করার আহ্বান জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর এই অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজেও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে কোনও পুজো মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক

ফিতে কাটতে যাচ্ছেন না।

রবিবার সকালে নিউ টাউনের ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ জানান, উৎসবের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক নেতামন্ত্রীদের দাপট পরিহার করাই শ্রেয়। এর পরিবর্তে সমাজ ও দেশের গৌরব পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ কিংবা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান রাখা স্বনামধন্য গুণী ব্যক্তিত্বদের দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করানো উচিত। এমনকি পূর্বতন সরকারের আমলে সম্মানিত হয়েছেন অথচ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দলদাসের তকমা নেই— এমন নিরপেক্ষ ও যোগ্য মানুষদেরও সামাজিক উৎসবে আমন্ত্রণের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি।

বিগত তৃণমূল জমানায় দুর্গাপুজো সহ সমস্ত প্রধান উৎসবে দলীয় প্রভাবশালীদের দিয়ে মণ্ডপ উদ্বোধনের ভিড় ও দাপট চেনা দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান নতুন সরকার বাংলার দুর্গাপুজোকে সেই রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক নতুন সাংস্কৃতিক উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী গণেশ পুজো ও শারদোৎসবকে সামনে রেখে পদ্ম শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার এই বার্তা রাজ্য রাজনীতির পাশাপাশি সাধারণ পুজো উদ্যোক্তাদের অন্দরেও ইতিবাচক আলোড়ন তৈরি করেছে। তবে একাধিক জায়গায় গণেশ পুজো উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

বাবা গো! রবিবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১১৮ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩

ব্রিকস ও ভারত

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। এই নতুন রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারতের অবস্থানটি কী হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে চলেছে বেশ কিছুকাল ধরে। নয়াদিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের অবস্থানটি অবশেষে স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি বলেছেন, আগামীদিনের প্রযুক্তি এবং তা পরিচালনার জন্য তৈরি হওয়া নিয়মাবলি কেবল উন্নত বিশ্বের একচেটিয়া অধিকার হলে চলবে না, বরং গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যও সমান ও ন্যায়সংগত হতে হবে। আশার কথা, তাঁর বক্তব্যে ভারতের চিরন্তন নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র অবস্থানটি ফের প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। এই সম্মেলন থেকে ভারতের ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, দিল্লির কূটনীতি এখন নির্দিষ্ট কোনও ব্লকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং বহুত্ববাদ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কৌশলগত ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের নিজস্ব দর্শন এবং অভিমতটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে সেদিন ভারত জানিয়েছিল, সারা বিশ্বে ভারত কোনও বৃহৎ শক্তির অনুগত হয়ে চলবে না। বিশ্বে দুই পরাক্রমশালী শক্তি- আমেরিকা বা রাশিয়ার সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে দ্বিধা করেনি ভারত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে বৈশ্বিক রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে বিশ্বে বৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে চিন। অন্যদিকে, ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে তৎপর হয়েছেন। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিসমাপ্তির কোনও চিহ্ন আপাতত দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন দেশ বর্তমান সময়ে একাধিক ব্লকে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ভারতের অবস্থান নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে ভারত সেই সংশয় দূর করার যে প্রয়াস চালিয়েছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। প্রতিনিধিত্ব, সংবেদনশীলতা এবং নীতি নির্ধারণ- এই তিনটি শর্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে, তা দূর করতে হলে অংশীদারিত্ব ও যৌথ প্রয়াসের কোনও বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে নয়াদিল্লির ঘোষণাটি যথেষ্ট অর্থবহ। বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাত ভারতের ওপরও পড়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতের কাছে অন্যতম দুশ্চিন্তার বিষয় হল ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইরানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস মোটেও ভালো চোখে দেখেন না। সেখানে ব্রিকস সম্মেলনে আগত ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির করমর্দনের ছবিটি ভারতের প্রত্যয়িত অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারতে আগমন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ের মধ্যেও ভারতের কৌশলগত অবস্থানের ইঙ্গিত মিলেছে।

আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি ভারত যে রাশিয়া, ইরান ও আফ্রিকার সঙ্গে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর, তা দৃশ্যমান হয়েছে এই সম্মেলনে। ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল প্রতিবেশী চিনের সঙ্গে সম্পর্ক। পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চার বছর ধরে চলা সামরিক অচলাবস্থার অবসান অত্যন্ত জরুরি। ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল।

দীর্ঘ কূটনৈতিক ও সামরিক আলোচনার পর ২০২৪ সালে একটি সমঝোতায় পৌঁছায় দুই দেশ, যার পর থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সম্মেলনে ভারত এবং চিনের ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে দুই দেশের সম্পর্ক নিবিড় হবে বলে আশা করা যায়।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

শত মায়া আগলে এক বৃদ্ধা রাজকুমারী

ব্যারেজ, পর্যটন আর উন্নয়নের ভিড়ে তিস্তা খুঁজছে হারিয়ে যাওয়া নিজের পুরোনো নদীজীবন।

সন্দীপন নন্দী

তবুও স্বপ্ন টিকে থাকে তিস্তাপাড়ে। -ফাইল চিত্র

সে আশঙ্কাই সত্যি হল। বাঘারুদের গজলডোবায় ব্যারেজের পর তিস্তার মতো একটা প্রাকৃতিক নদী ক্রমশ মানবিক হয়ে গেল। যার বিধৌত চারপাশে আজ নীল-সাদার কারুকার্য। অপূর্ব ধাতব ব্রিজে গোধূলি সেলফির ধুম। পাশেই শাল, সেগুন, অর্জুনের বনে প্রতিদিন পাখিদের পৃথিবী হারিয়ে মহামান্য হোটেল আর দিকে দিকে রোমাঞ্চকর ফুর্তির অতিথিশালা। আজ নাগরিক অবসেশন নিবৃত্তির সেরা ঠিকানা এই গজলডোবা।

অলক্ষে অবান্তর আলোয় দেখতে দেখতে একটা নদী ইতিহাস হয়ে গেল। এখন নিশীথ নির্জনে এ প্লাবনভূমিতে ভেসে যায় জলশূন্য ডাবের খোল, অনভিপ্রেত আইসক্রিমের র‍্যাপার। হিমালয়ের বরফগলা জল আর মৌসুমি মেঘের জলধারায় উথলে ওঠা এক প্রাকৃতিক নদী আজ মানুষের ইচ্ছায় বয়ে যায়, মানুষ নির্ধারিত খাতে স্তব্ধ হয় নিমেষে। এও তো এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

এ কি নদী থাকল আর? যে বিপুল ব্যারেজ নির্মাণের পর তিস্তার পুনর্জন্ম হল মানবের হাতে হাতে। তাই পুরুষানুক্রমে তিস্তা নদীর আর কোনও উপকথা জন্মানোর সুযোগ রইল না। ক্রমে প্রগতি একটা নদীকে এভাবেই ইতিহাস করে দেয়। যে গজলডোবার ব্যারেজ জল দিয়েছে, বন্যা প্রতিরোধ করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাসযোগ্য চরগুলোকে অথই জলের গভীরে গলা টিপে মেরেছে। রাতারাতি একেকটা সংসার উড়ে গেছে নদীর গতি পরিবর্তনে। এই দায় তো নদীর নয়, মানবের।

যে আধুনিক প্রকল্পে হয়তো উৎপাদন বেড়েছে, কৃষিতে এসেছে ফসলের গতি, মুনাফা বেড়েছে মানুষের, কিন্তু ক্রমশ বাঘারুর মতো ব্যক্তিরা কমে গেছে আপালচাঁদ বন থেকে। যাঁদের মিছিল নেই, জমি নেই, প্রতিরোধের ভাষা নেই। শুধু শরীর আছে। আর এই শরীর দিয়েই তাঁরা শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিরোধ করে গিয়েছেন এই ব্যারেজ উদ্বোধনের। অথচ শেষরক্ষা হয়নি। ব্যারেজ বিস্তীর্ণ পিচরাস্তায় আজ নাগরিক ঢল। অতীতের মাদারি, গয়ানাথের মুলুকেই বিনোদনের নাম নৌকাভ্রমণ। ভালো ছবির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘোরা ফোটোগ্রাফারকে কুসুম আলোর অলৌকিক আকাশ উপহার দিয়ে যায় এই গজলডোবার শেষবেলা।

অথচ এখানে রজনীকালের বনজঙ্গলে আজ জোনাকিস্রোত উধাও। শরীরের মতো অন্ধকাররাশি আর জোনাকি কাঁধে ছুটে যায় না ধাবগঞ্জের এধার-ওধার। যার দু'পাড়ে মর্ত্যলোকের ধুলোঘাস ধ্বংস করে ঝুলি ভরে উঠছে অবিশ্বাস্য পুঁজিতে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে পরিকল্পনার নাম ট্যুরিজম।

ঘরে অতিথি এলে তিস্তার উত্তাল তরঙ্গ অবলোকনের লক্ষ্যে শত শত নরনারী এই গজলডোবামুখী। যে চত্বরে নদীপার্শ্বে দাঁড়ানো চার চাকাদের সেই পরিবেশে আজ কেবল জোকার মনে হয়। যেন অবিকল এক প্রাকৃতিক সার্কাসের আয়োজন। ফলে কলরব, উদযাপন দিনশেষে এখানে মস্তিই হয়ে যায়।

নদীর অদূরে ওই বন দেখা যায়। যে বন কেউ নির্মাণ করেননি। সুতরাং তাকে বিক্রিতেও প্রকৃতির অনুমতি প্রয়োজন ছিল। তবু তিস্তা সংলগ্ন এই নিভৃত অরণ্যে কংক্রিটের বাড়ি তুলে বাণিজ্য চলে দিবারাত্রি। দলছুট উদাসী হাতি, বাইসন কিংবা গন্ডারের মতো নীরব একা পড়ে থাকে তিস্তার জলতরঙ্গ। সহসা ছিটকে আসে দুরন্ত ঘূর্ণিসমাবেশ।

যে প্রহরে নদী মানুষের অনুগত হয়েছে, মানুষের ইচ্ছায় বন্যা হয়েছে, মানুষের ইচ্ছায় জেগে উঠেছে চর। ফলে চরিত্রহীন এক নদীর জন্য নতুন বৃত্তান্ত লেখার উপক্রম চলে নগরপ্রান্তরে। যার কোনও চরিত্র ইতিহাসে নথিভুক্ত হবে না কোনও কালে।

সকলে ভাববেন, ভ্রমণকালে এসব কল্পনায় আনন্দ ভূলুণ্ঠিত করা অর্থহীন। তবু পরিবেশের গাছ, ফুল, প্রাণীকে ভালোবাসি বলে দাবি করা কেউ বাঘারুর মতোই এই ব্যারেজকেন্দ্রিক নগর নির্মাণে সেদিন প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজ নিশ্চিত, গজলডোবার এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করলে গণশত্রু হতে শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তবু বলতেই হয়, লিখতেই হয়। কেননা মানুষই ইতিহাস গড়ে। যেখানে পৌরাণিক বনানীর হরিণ এই কোলাহল হতে মুক্তি চায়। অপ্রতুল লতাগুল্মের জঙ্গল ছেড়ে অভিমানী গন্ডার নিখোঁজ হতে চায় সপরিবার। খাদ্যাভাবে হাতিরা নেমে আসতে ইচ্ছুক জাতীয় সড়কে। তবু থেকে যায় এ ব্যারেজ আর উৎসবমুখরিত এক গজলডোবা। আপাতত যার দুঃখ বলে কিছু নেই। যেথায় লেখা হয়, যার কোনও ইতিহাস ছিল না কোনওদিন। শুধু ভাসমান লতারাশির ওপর বিরাজমান এক অবাঞ্ছিত শালিকই সত্য। নদীপাড়ে ভেসে আসা স্তূপীকৃত মৃত গাছেরাই সত্য। অথচ অপস্রিয়মাণ বাঘারুদের ছিটেফোঁটা স্মৃতিও আজ লেগে নেই কোথাও। এটাই আশ্চর্যের।

আমরাই গজলডোবাকে এভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছি। উন্নয়নের নামে সিমেন্ট-বালির ভাস্কর্য গড়েছি। আর এদিকে নদীর অববাহিকা দখলে দাঁড়িয়ে থাকে মর্মর রিসর্ট। গতিশীল নদীর বুকেই গড়ে ওঠে একাধিক বাঁধ। ফলে নদী আর নদী থাকে না। নদী আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। আজ স্রোতে তার পাগল গতির প্রাবল্য। ফলশ্রুতি হড়পা, অযাচিত ধস আর ভয়ংকর ডিজাস্টার।

> **গজলডোবার তিস্তা আজ পর্যটনের আলোয় ঝলমলে। ব্যারেজ দিয়েছে সেচ, জল নিয়ন্ত্রণ ও নানা সম্ভাবনা, তৈরি হয়েছে জলাধার, পাখির আবাস, নৌকাভ্রমণ এবং পর্যটনকেন্দ্র। কিন্তু সেই উন্নয়নের আড়ালে নদী, বন, চর এবং প্রান্তিক মানুষের পুরোনো জীবনও বদলে গেছে। মানুষের ইচ্ছায় নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, জেগেছে চর, ডুবেছে বসতভিটে। হারিয়েছে জোনাকি, কমেছে নিভৃত অরণ্যের স্বর। বাঘারু তাই এখানে কেবল এক ব্যক্তি নয়, নদীর স্বাধীনতার প্রতীক। তার সঙ্গে মাদারির প্রস্থান যেন প্রকৃতি থেকে মানুষের দূরে সরে যাওয়ার দীর্ঘ বৃত্তান্ত। যে ইতিহাস লিখছে আমাদের উন্নয়ন।**

কিন্তু একটা নদীকে কাঠগড়ায় তোলার আগে মানুষের প্রাত্যহিক পাপের বিচার প্রয়োজন। যে নদীকে আপনমনে বইতে দেওয়ার অধিকার কেড়ে টাউনশিপ গড়তে প্রয়াসী হয়েছে রাষ্ট্র, সরকার। লাভ, লাভ আর লাভ একটা আবরণের মতো ঘিরে ধরলে যাবতীয় ইচ্ছের মৃত্যু যেভাবে সম্ভব, নদীমাতৃক সে জীবনেও এখন বিপর্যয়ের ঘোর। ছবির মতো সুন্দর শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি শহরকে গ্রাস করে নিতে যার একটা রাতই যথেষ্ট। অথচ ব্রিজ, বাড়ি, হোটেল ছত্রাকের মতো জন্মালেও তিস্তা মায়ের মতো ক্ষমা করেছে বারংবার। অপত্যস্নেহ আর অকৃত্রিম ভালোবাসায় আপন করেছে যুগে যুগে। কিন্তু কতদিন?

যে নির্মাণ আমাদের বোধকে আহত করে। তবু যে গজলডোবায় গায়ে পুলক আর চোখে ঘোর ঘনানোর মুহূর্তেও তিস্তাপারের বৃত্তান্তকে অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং প্রশ্ন উঠবেই।

উত্তরবাংলা মানচিত্রের সরু দাগ বরাবর হেঁটে চলেছে বাঘারু। পায়ে চিকচিক করছে বালি। অসংখ্য নদীর মুক্তির দাবিতে এগিয়ে আসছে এদিকে। ওর বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গের ভাষার সঙ্গে পালি আর প্রাকৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই নাকি উপভাষা বাংলার জন্ম। ও চায় কথা হোক বাংলায়, ঝগড়া, ভালোবাসাও। নদীচরের মানুষ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারে? পুরো শহর বিস্ময়ে আজ পিছু নিয়েছে তার।

আজ রাতেই বাঘারু তিস্তাপার আর আপালচাঁদ ছেড়ে চলে যাবে। সঙ্গে মাদারি। যে কারণে তিস্তাপারের হরিণদল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপখোপ চলে গেল, সেই কারণেই বাঘারু চলে যাবে। যার কোনও অর্থনীতি নেই, উৎপাদন নেই, এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল বাঘারু। ঘুম পেলে মাদারিকে বুকে তুলে নেবে সে। দুজন দুজনের অপরিহার্য হয়ে উঠবে। নদী আর উপনদীর মতো। এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরেই বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটবে। অপার্থিব জ্যোৎস্না ঘাড়ে করে আজ বহুদিন পর বাঘারু ফিরছে তিস্তাপারে। সন্ধ্যায় প্রেসমিট।

অলৌকিক বৃত্তান্তে জুড়ে যাবে চরাচর। বাঘারুকে দেখতে আজ মেলা বসেছে তিস্তাপারে। যেমন বন্যা হলে হয় সেরকম। নদীর মতো সরল মানুষগুলোকে বেছে বেছে নিয়ে মিছিল বেরোবে খানিক বাদেই। বাঘারুর শোকমিছিল। শেষ হবে ঝিঁঝি ডাকা জারুলতলায়। যাত্রী হবে শহরমাঝে বয়ে চলা করলাও। দুঃখহরণের অবিকল টেমস। বাঘারু দেখছ? তোমার তিস্তা ব্যারেজে আজ সব জল, কেমন জল হয়ে গেছে। হিমালয়ের তুষারগলা জল আর মৌসুমি মেঘের বৃষ্টিধারায় তিস্তার জল যতই বেড়ে উঠুক, তা আজ বয়ে যায় মানুষ নির্দেশিত খাদে। হিস্যায় দূর হয় মতভেদ।

তিস্তা আর তিস্তা থাকল না। নদীর পুনর্জন্ম হল। যার তিস্তা আছে, তার সব আছে। কে বলবে সে নদী? যেন উত্তরের মহাসাগর। শতমায়া আগলে থাকা এক বৃদ্ধা রাজকুমারী। হাতে উচ্ছেদের নোটিশ। কোজাগরি রাতে জেগে থাকা শহরের সিনিয়ার সিটিজেন। এটাই কনফিডেন্স! যা অনেকটা বাঘারুর মতো দেখতে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৭১

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা।

আলোচিত

শুধুমাত্র মাতৃমন্ত্র ও চণ্ডীপাঠ পড়ে নমিনেশন পেয়েছেন, এরকম পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাঁর নাম শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা হবেন বলে সব বৃদ্ধ লোকগুলিকে দাঁড় করিয়ে, সব সই জাল করেন। এত হ্যাংলা! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি নমস্কার জানাব। শ্রদ্ধা জানাব। শুধু চোখের জল ফেলে এটুকু বলব, কেন সহ্য করলেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে বন্দি। বন্দি করেছেন শাহাজাহান। উনি আমাকে বলেছেন সার্কাসের ক্লাউন। আমি বলেছি, আপনি তো বড় ক্লাউন। আপনার থেকেই তো শিখেছি। আজ আমাদের পার্টি ভাঙত না।

–মদন মিত্র

ভাইরাল/১

ফ্রি বাসে সিট দখল নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড! তেলেঙ্গানার পারিগি থেকে হায়দরাবাদগামী সরকারি বাসে সিটে বসাকে কেন্দ্র করে মহিলাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি গড়ায় হাতাহাতিতে। একে অন্যের চুল ধরে টানাটানি আর কিল-ঘুসি চলে পুরোদমে। হতবাক সহযাত্রীরা।

ভাইরাল/২

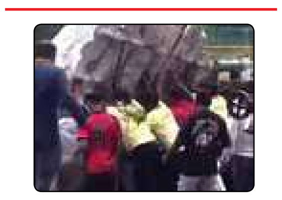

ঝোড়ো হাওয়ায় উলটে গেল প্রতিমা। মহারাষ্ট্রের পালঘরে মণ্ডপে গণেশ প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয়। দুজনের ওপরে একজন উঠে প্লাস্টিক দিয়ে প্রতিমা ঢাকা দিচ্ছিলেন। দমকা হাওয়ায় প্রতিমা উলটে পড়ে পিছনের ওই তরুণদের ওপর। অক্ষত রয়েছেন তাঁরা।

জনমত

শুধু শাস্তি নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে বাল্যবিবাহে যুক্তদের বিরুদ্ধে দু'বছর পর্যন্ত জেল ও এক লক্ষ টাকা জরিমানার বার্তা নিয়ে বেশ চর্চা চলছে। ভারতে ২০০৬ সালের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সি ছেলের বিয়ে অপরাধ। এই কাজে মদত দিলে শাস্তির স্পষ্ট বিধান রয়েছে। তবে বাল্যবিবাহ হলেই ঢালাও গ্রেপ্তার হবে—আইন কিন্তু তা বলে না, ব্যক্তির ভূমিকা বিচার্য।

কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দ্বিমত নেই। বাল্যবিবাহ শিশুর ভবিষ্যৎ ও অধিকার কেড়ে নেয়। ইউনিসেফের তথ্যমতে, ভারতে প্রায় প্রতি চারজন তরুণীর একজনের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরার মতো রাজ্যে এই হার ৪০ শতাংশের বেশি। তবে শুধু পুলিশ দিয়ে কি এই ব্যাধি নির্মূল সম্ভব?

বাল্যবিবাহের পেছনে লুকিয়ে থাকে চরম দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। তাই শাস্তির ভয় যেমন দরকার, তেমনই পরিবারগুলোর সংকট দূর করাও জরুরি। কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প শিক্ষার প্রসারে বড় ভূমিকা রাখছে। বিদ্যালয়, শিক্ষক, পঞ্চায়েত ও প্রতিবেশীদের সতর্ক নজরদারিই পারে একটি মেয়ের জীবন বাঁচাতে।

আইন ভাঙলে শাস্তি নিশ্চিতভাবেই হোক, তবে তা যেন প্রতিরোধের একমাত্র পথ না হয়। পুলিশ এসে বিয়ে ভাঙার চেয়ে পরিবার নিজে থেকে সচেতন হয়ে যখন বলবে, 'মেয়ের বিয়ে নয়, আগে পড়াশোনা'—সেটাই হবে আসল জয়। আজকের শিশুই আগামীদিনের নাগরিক। তাই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু আইনের নয়, এ এক গভীর সামাজিক বিবেকের লড়াই।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা।

খাবারের সঙ্গে নজর থাকুক শিশুশ্রমেও

প্রশাসনের তরফে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে যে পরিদর্শন ও অভিযান চালানো হচ্ছে, সেই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তবে এই অভিযানের সময় খাবারের গুণমান, পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য সুরক্ষার পাশাপাশি দোকান বা হোটেলে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে শ্রমিক হিসেবে কাজে রাখা হয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যদি কোনও প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রমের খোঁজ মেলে, তবে আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ করা হোক এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের আওতায় আনা হোক। স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের পাশাপাশি শিশুশ্রমমুক্ত শিলিগুড়ি গড়ার লক্ষ্যেও প্রশাসনের নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং সুস্থ সমাজ গড়ার স্বার্থে এটি এক বিনীত নাগরিক প্রস্তাব। আশা করি, প্রশাসন বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।

গোলাপ বর্মন, মাটিগাড়া।

হোমস্টের লিজ, পাহাড়ের ক্ষতি

স্থানীয় মানুষের উন্নয়নের জন্য তৈরি হোমস্টে লিজের চাপে হারাচ্ছে নিজের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশান্ত মল্লিক

পাহাড়ে যাঁরা নিয়মিত ঘুরতে যান, তাঁরা হয়তো খেয়াল করেছেন, গত কয়েক বছরে হোমস্টের চেনা ছবিটা কীভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তার আড়ালে এখন জায়গা করে নিচ্ছে চড়া দামের এক অসুস্থ নিলামের প্রতিযোগিতা। হোমস্টে কোনও কর্পোরেট রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্ট নয়। পাহাড়ের মানুষের নিজের বাড়ির কয়েকটি ঘর পর্যটকদের জন্য খুলে দিয়ে বাড়তি আয়, স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই ছিল এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

লেপচাজগতের কথাই ধরা যাক। সাতটি ঘরের একটি হোমস্টের বার্ষিক লিজ কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি পুরোনো লিজদারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কেউ সেটি ১০ লক্ষ টাকায় লিজ নিয়েছেন। আবার সিটংয়ে পাঁচটি ঘরের একটি হোমস্টের লিজ ৫ লক্ষ থেকে এক লাফে গিয়ে ঠেকেছে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকায়। পাঁচটি ঘরের জন্য বছরে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা লিজ মানে ঘরপিছু খরচ দাঁড়াচ্ছে ১.৩ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হয় পাহাড়ের বাস্তব খরচগুলো। পানীয় জলের বাড়তি দাম, কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুৎ, মালপত্র পরিবহণের খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। সব মিলিয়ে ঘরপিছু পরিচালন ব্যয় গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকায়। অর্থাৎ পুরো সেটআপ চালু রাখতে বছরে খরচ হয় কমবেশি ১০ লক্ষ টাকা। ধস আর কনকনে শীত মিলিয়ে পাহাড়ে বছরে টেনেটুনে ৯০ থেকে ১০০ দিনের বেশি পর্যটন ব্যবসা হয় না। এই সামান্য সময়ে সেই খরচ তুলতে গেলে অন্তত দেড় হাজার পর্যটক প্রয়োজন, যা বাস্তবে মেলা অসম্ভব। ফলে শেষপর্যন্ত হয় পরিষেবার মান পড়ে যায়, নয়তো চড়া ভাড়ার বোঝা চাপে সাধারণ পর্যটকদের ঘাড়েই।

এই অঙ্কের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানেই। স্থানীয় পরিবারের হাতে থাকা একটি ছোট পর্যটন উদ্যোগ তখন এমন ব্যবসায়িক চাপে পড়ে, যেখানে নিজের পুঁজি ও শ্রমের বদলে চড়া লিজই হয়ে ওঠে ব্যবসার প্রধান শর্ত।

উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স মিলিয়ে বহু হোমস্টেতে বড় অঙ্কের পুঁজি খাটছে। চড়া লিজের বাজার তৈরি হলে স্থানীয় মালিকের বাড়ি অন্যের ব্যবসার পরিকাঠামো হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও বাড়ে। তখন পাহাড়ের অর্থনীতিতে পর্যটনের টাকা এলেও তার নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফার বড় অংশ স্থানীয় মানুষের হাতে থাকছে কি না, সেই প্রশ্ন অনিবার্য। স্থানীয় তরুণ, গাড়িচালক, কৃষক, দোকানদার কিংবা ছোট ব্যবসায়ী যে পর্যটন অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপকৃত হতে পারতেন, সেই অর্থের প্রবাহও ধীরে ধীরে অন্যত্র সরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

হোমস্টে পাহাড়ের মানুষের আতিথেয়তার অর্থনীতি। নিজের বাড়ি, নিজের রান্নাঘর, নিজের এলাকার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে পর্যটকের সামনে তুলে ধরেই যে মডেল তৈরি হয়েছিল, তাকে নিছক লিজের ব্যবসায় পরিণত করলে তার চরিত্রই বদলে যায়। বেশি দামে লিজ নেওয়া ব্যবসায়ীকে সেই বাড়তি খরচ তুলতে ঘরের ভাড়া বাড়াতেই হবে। তার সরাসরি প্রভাব পড়বে পর্যটকের পকেটে। অন্যদিকে স্থানীয় মালিকও ধীরে ধীরে নিজের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। ফলে পর্যটন বাড়লেও স্থানীয় মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন কতটা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাবে।

রাজ্য সরকার পাহাড়ের হোমস্টের লিজ বাতিল করছে বলে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন। এমনটা হলে পাহাড় উপকৃত হবে। হোমস্টে যদি পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে তৈরি হয়ে থাকে, তবে তার সুফলও পাহাড়ের মানুষের কাছেই সবচেয়ে বেশি পৌঁছানো উচিত। লিজের চড়া অঙ্কের প্রতিযোগিতায় যদি একে একে স্থানীয় উদ্যোগ অন্যের ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তবে পাহাড়ে পর্যটন বাড়বে ঠিকই, কিন্তু হোমস্টের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, সেটাই মার খাবে। তখন হোমস্টে আর স্থানীয় মানুষের ঘর থাকবে না, হয়ে উঠবে শুধুই নিলামের পণ্য।

(লেখক পর্যটন গবেষক ও প্রাবন্ধিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৪৯

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ৪। রণবাদ্য, দামামা ৫। আকাশে বিচরণ করে বলে পাখির যে নাম ৭। খয়ের-এর আরেক নাম ৮। ধাতু পাত্রের শব্দ ৯। ভাবের প্রাবল্য বা অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি ১১। স্বজন, আত্মীয় বা বন্ধু ১৩। মদ, কাঠও ১৪। লম্বমুখ বড় বাঁদরবিশেষ ১৫। পতাকার আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। মাসের দিনসংখ্যা, দিনাঙ্ক ২। খাতির, সম্মান, আদরযত্ন ৩। কটাক্ষ, চোরাচাহনি ৬। উঁচু গম্ভীর আওয়াজ, ক্রোধ ঔদ্ধত্য ইত্যাদি সূচক আওয়াজ ৯। চিংড়িমাছের একটি প্রজাতি ১০। দলিল, নথিপত্র ১১। অত্যধিক বায়না করে এমন ১২। কথা, বাক্য, উক্তি।

সমাধান ■ ৪৫৪৮

পাশাপাশি : ১। কমরেড ৩। দামামা ৫। রজতগিরি ৭। মমতা ৯। তাড়কা ১১। নবপত্রিকা ১৪। বাদাম ১৫। নজরুল।

উপর-নীচ : ১। কমসম ২। ডহর ৩। দাহিত ৪। মাইরি ৬। গিদ্ধড় ৮। মকুব ১০। কাকফল ১১। নতুবা ১২। পশ্চিম ১৩। কাঞ্চন।

প্রযুক্তি, খনিজ নিয়ে যুদ্ধ নয়

ব্রিকস মঞ্চে চিনা প্রেসিডেন্টের সামনে প্রস্তাব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'রেজিলিয়েন্স, ইনোভেশন, কো-অপারেশন অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটি : শেপিং দ্য ফিউচার ফর ইনক্লুসিভ গ্লোবাল গ্রোথ' শীর্ষক অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রযুক্তি এবং জরুরি খনিজ সামগ্রীর 'সামরিকীকরণ' বা রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সামনেই প্রধানমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল। বিশ্বজুড়ে সেমিকনডাক্টর, বৈদ্যুতিন গাড়ি ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিরল খনিজ এবং কাঁচামালের আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রায় ৯০ শতাংশই বেজিংয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মোদি কোনও দেশের নাম না করে বলেন, 'প্রযুক্তি এবং জরুরি খনিজ সম্পদকে ভূরাজনৈতিক স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে তা সবার যৌথ বিকাশকে ব্যাহত করবে। তাই এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারে অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা নিশ্চিত করা ভীষণ জরুরি।' বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাত, অতিমারি ও জলবায়ু সংকটের প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে বিশ্বে উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ছে এবং তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমজনতার জীবনে। অতিমারি, আবহাওয়া সংক্রান্ত বিপর্যয় ও সরবরাহ শৃঙ্খলের জট দেখিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বে কোনও সংকটই নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না।'

এই সংকট মোকাবিলায় ব্রিকসের চার প্রধান আদর্শ স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভারতের সভাপতিত্বে আমরা এমন পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছি যাতে ব্রিকসের সিদ্ধান্তগুলি শুধু সদস্য দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং গ্লোবাল সাউথের সার্বিক প্রয়োজনে কাজে লাগে।' উন্নয়নশীল দেশগুলির আত্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে মোদি বলেন, 'গ্লোবাল সাউথের আস্থা ব্রিকসের ওপর বেড়েছে, কারণ এখানে তাদের কথা শোনা হয়, অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য নয়, বরং তাদের সঙ্গে নিয়ে সমাধান খোঁজা হয়।'

সম্মেলনে বেশ কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য এক যৌথ 'ব্রিকস আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' এবং 'লজিস্টিকস সাপ্লাই চেন কো-অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক'-এ সম্মত হয়েছে সদস্য দেশগুলি। পাশাপাশি কৃষকদের ক্ষমতায়নে ডিজিটাল এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য 'ব্রিকস স্টার্টআপ ইনোভেশন ফান্ড' গড়ার প্রস্তাব দেন তিনি।

পরিবেশ ও পরিকাঠামো প্রসঙ্গে মোদি ভারতীয় দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের সভ্যতায় প্রকৃতিকে মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক।' তিনি স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ পোর্টাল এবং স্মার্ট গ্রিড সেন্টারের সূচনা করার কথা জানান। বক্তব্যের শেষ পর্বে এসে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার শিকড় গেড়ে থাকলেও, সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা একসঙ্গে ওপরের দিকে উঠব এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করব।' এদিকে মোদি-শি বৈঠকের পর চিন নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের দাবি, সীমান্তে চিনের 'অনুপ্রবেশ', অপারেশন সিঁদুরের সময় তাদের ভূমিকা এবং চিনের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক নির্ভরতা নিয়ে এখনও একাধিক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন... *রবিবার ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের অন্তিম দিনে ভারত মণ্ডপমে।*

> প্রযুক্তি এবং জরুরি খনিজ সম্পদকে ভূরাজনৈতিক স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে তা সবার যৌথ বিকাশকে ব্যাহত করবে। তাই এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারে অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা নিশ্চিত করা ভীষণ জরুরি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি,** প্রধানমন্ত্রী

গণেশ চতুর্থীর আগে সিদ্ধিদাতার মূর্তি কেনাবেচা। রবিবার চিকমাগালুরুতে।

'নিরামিষ' তর্জায় রাহুল ও রিজিজু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : যত কাণ্ড নিরামিষ থালাতে। আমিষ-নিরামিষ দ্বন্দ্বে এবার জুড়ে গেল ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। যার জেরে ভারতবাসীর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রবল বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার ব্রিকস সম্মেলনে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সম্মানে আয়োজিত গালা ডিনারে একাধিক নিরামিষ পদ পরিবেশনকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর। রবিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে খাবারের টেবিলে রাখা ছোলে ভাটুরের একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ' রেকর্ডে রাখার জন্য বলছি, ৮০ শতাংশ ভারতীয়ই আমিষভোজী।' এরপরই তাঁর কৌশলী বার্তা, ভারতীয় আমিষ খাবার সুস্বাদু। ঠিক যেমনটা আমার বোনের হাতে তৈরি ছোলে ভাটুরে।'

কংগ্রেস নেতার এই বক্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতা পবন খেরার বক্তব্য, ভারত বৈচিত্র্যময়, বহু-রন্ধনপ্রণালীর দেশ এবং আমিষ খাবারও দেশের খাদ্যসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নিজেদের খাদ্যাভ্যাস অন্য ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা দেখায়, এবার তা বিদেশি অতিথিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। জবাবে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'ব্রিকসের অতিথিরা ভারতীয় নিরামিষ খাবার উপভোগ করেছেন। কংগ্রেস ব্রিকসের খাবারের মেনু নিয়েও রাজনীতি করছে। ভারতীয় নিরামিষ খাবার স্বাদ, পুষ্টিগুণ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক খাদ্য ঐতিহ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ।'

> রেকর্ডে রাখার জন্য বলছি, ৮০ শতাংশ ভারতীয়ই আমিষভোজী।
>
> রাহুল গান্ধি
>
> ....
>
> ব্রিকসের অতিথিরা ভারতীয় নিরামিষ খাবার উপভোগ করেছেন। কংগ্রেস ব্রিকসের খাবারের মেনু নিয়েও রাজনীতি করছে।
>
> কিরেন রিজিজু

শনিবার ভারত মণ্ডপমে ব্রিকসের রাষ্ট্রনেতা ও প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজিত ওই নৈশভোজে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিরামিষ খাবার তুলে ধরা হয়েছিল। শুরুতে ছিল 'খান্ডভি মিলে-ফিউলে', 'খুম্ব গালৌটি'। মূল পদে ছিল পনির লাবাবদার, হিমালয়ের গুচ্ছি মাশরুম ও অ্যাসপারাগাসের 'গুচ্ছি মারমিক', গাজর-বিনস পোরিয়াল, হালকা ডাল-টমেটোর ঝোল 'থাক্কালি বেলে সারু', মিলেট পুলাও, বিটরুট রায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় রুটি। মিষ্টিতে ছিল পুরনো দিল্লির ফ্রুট ক্রিম ও জিলাপি এবং শাহতুত ফিরনি।

বস্তুত, আমিষ-নিরামিষ খাবার নিয়ে দড়ি টানাটানির মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোও চলে এসেছে। সম্প্রতি হাওড়ায় এসে আমিষ খাওয়া বাঙালিদের 'পাখণ্ডী' বলে তোপ দেগেছিলেন বাগেশ্বরধামের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তিনি স্কটল্যান্ড থেকে সাফাই দিয়েছেন। যদিও বিজেপির রাজ্য নেতারা সাফ জানিয়েছেন, বাগেশ্বরবাবার ওই মন্তব্যকে তাঁর নিজস্ব মতামত বলে দাবি করেছেন। এদিকে, রাহুল গান্ধির কথামতো ৮০ শতাংশ আমিষভোজীর দাবির পরিসংখ্যান নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮৩.৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৭০.৬ শতাংশ মহিলা মাছ, মাংস বা ডিম খেয়ে থাকেন।

রবি শাস্ত্রীর নমো প্রশস্তি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সফল আয়োজন এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে ভারতের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। বিশ্বমঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে এক্স হ্যান্ডেলে শাস্ত্রী লেখেন, 'ভারত যেভাবে বিশ্বের শীর্ষনেতাদের এক ছাতার তলায় এনে সর্বসম্মত 'নয়াদিল্লি ঘোষণা' গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, তা দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দক্ষতারই প্রমাণ।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারত আলোচনার মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে।

মোদির প্রস্তাবে সায় পুতিনের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেনে যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কূটনৈতিক চেষ্টা কার্যত থমকে গিয়েছে। এমন সময় শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সহযোগিতার প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিল রাশিয়া। দিল্লিতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ জানান, যুদ্ধবিরতি এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মোদি ও শি-র উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

আমেরিকার দুই বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনরের সাম্প্রতিক মস্কো এবং কিভ সফর সত্ত্বেও ওয়াশিংটন কোনও বাস্তবসম্মত সমাধানসূত্র বার করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক সেই আবহেই মস্কো ও কিভ দু-পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের অবস্থান আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'অন্তহীন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসাই আমাদের সামনে একমাত্র

লক্ষ্য ইউক্রেন সংঘাত মেটানো

রাস্তা। কূটনীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজতে ভারত যে কোনও ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত।'

অন্যদিকে, এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরে আমেরিকার মিয়ামিতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভ্লাদিমির পুতিন উপস্থিত থাকলে তিনি মুখোমুখি বৈঠকে বসতে রাজি।

শি দেশে ফিরতেই অসুস্থতা ঘিরে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : চিনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কি অসুস্থ? ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার ঝটিতি সফর সেরে রবিবার তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যেতেই তাঁকে ঘিরে জল্পনা দানা বেঁধেছে। সাত বছর পর শনিবারই ভারতে পা রাখেন তিনি। ব্রিকসের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন তিনি। তবে ভারত মণ্ডপমে ব্রিকসের বৈঠক চলাকালীন চিনা প্রেসিডেন্টকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখে মাঝপথে বক্তব্য পেশ করা থামিয়েও দেন মোদি। তিনি জানতে চান, 'সবকিছু ঠিক আছে তো?' একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্বোধনী বক্তৃতার ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড থেকে ৫ মিনিট ১১ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ঘটনাটি ঘটে। তবে ঠিক কী কারণে জিনপিংয়ের সমস্যা হচ্ছিল তা বোঝা যায়নি। কয়েক সেকেন্ড পরে শি মাথা নেড়ে সম্মতি জানানোর পর ফের ভাষণ শুরু করেন মোদি। শনিবার রাতে গালা ডিনার পর্বেও গরহাজির ছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট। বৈঠক সেরে হোটেলেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। একটি সূত্র জানিয়েছে, একটানা ধকলের কারণে ক্লান্তির কারণেই হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিনা প্রেসিডেন্ট। চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদি সাফ জানিয়েছেন, দুই পড়শির মতানৈক্য যেন মতবিরোধে পরিণত না হয়। একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটার বার্তাও দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। বস্তুত, মোদি-শি একসঙ্গে করমর্দন, হাসিমুখে ছবি তোলা ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের শেষদিনেও মোদি, শি এবং পুতিনকে একত্রে হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গিয়েছে।

মোদির কাছে বাল্যবন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা। সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই গত ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ৮১ বছরের আসগার আলী ভোরা। মুম্বইয়ের মিরা রোড এলাকার এই বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরেই ভায়ান্ডার পূর্বের একটি পুরোনো জমি বিবাদ নিয়ে নাজেহাল। ওই সম্পত্তি বিবাদের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানান, ভায়ান্ডার পূর্বের নবঘরে ২৮১০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে থাকা জমিটি ভোরা কিনেছিলেন ১৯৮৯ সালে। কিন্তু ২০১১ সালে ওই জমি জবরদখল হয়ে যায়। শ্যাম বিল্ডার্স এবং সেভেন ইলেভেন কনস্ট্রাকশন নামে দুটি সংস্থার নামে অভিযোগ করেছেন ভোরা।

সব এনডিএ রাজ্যে দ্রুত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, অসমের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি কার্যকর করার ব্যাপারে তৎপরতা শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারে। এই সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির তৈরি করা খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যে ইউসিসি চালু করার পরিকল্পনা করছে সরকার। এরইমধ্যে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়েছেন, ২০২৯ সালের মধ্যে রাজ্যের ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যেই ইউসিসি চালু হয়ে যাবে। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমরা একাধিক রাজ্যে ইউসিসি চালু করেছি। ২০২৯ সালের মধ্যে ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যে ইউসিসি চালুর ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

ঘোষণা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিগুলিরও প্রশংসা করেন শা। তিনি বলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক এবং অপারেশন সিঁদুর আরও একবার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০১৪ সাল থেকে পারফরম্যান্সের রাজনীতি চলছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতি শক্তিশালী মেরুদণ্ড লাভ করেছে।' সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, মাওবাদী সমস্যার সমাধান এবং উত্তর-পূর্বের পরিস্থিতির উন্নতিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তাক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য বলেও দাবি করেন শা। জনসেবায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের কর্মজীবনকে চিহ্নিত করতে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে সেবা সংকল্প অভিযান চলবে বলেও জানান অমিত শা। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। প্রতিটি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জেলা, লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার চলবে বলেও জানান তিনি।

লাদেনের হিট লিস্টে 'ছিল' ভারত

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর : নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ২০০১-এর ৯ সেপ্টেম্বর ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা হামলা চালানোর কয়েক বছর আগে ভারতই ছিল লাদেনের টার্গেট। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রকাশিত নথি থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ৯/১১-র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লাদেনের হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ৭০টিরও বেশি নথি প্রকাশ করেছে সিআইএ। 'প্রেসিডেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্রিফ' হিসেবে প্রকাশিত ওই গুচ্ছ নথির মধ্যে একটি নথির তারিখ ১৯৯৮ সালের ২৮ অগাস্ট। তাতে উল্লেখ রয়েছে আল কায়দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ভারত সহ একাধিক দেশের ওপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে।

ইব্রাহিমের সঙ্গে গান্ধি ভাইবোন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে রবিবাসরীয় প্রাতরাশ বৈঠক সারলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। ওই বৈঠকে ভারত-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান আনোয়ার ইব্রাহিম। প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের প্রতি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর গভীর শ্রদ্ধাবোধে তা কোনওপ্রকার ছায়া ফেলেনি।

নয়ের দশকে মালয়েশিয়ার অর্থমন্ত্রী ছিলেন ইব্রাহিম। সেসময় ভারতের অর্থনীতিতে 'মনমোহিনী সংস্কার'-এর দিকে নজর রেখেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে মনমোহনের প্রয়াণের পরও তাঁর সম্মানীয় এবং অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ইব্রাহিম।

সেনা কনভয়ে হামলা, হত ২৩

কোয়েটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রবিবার বালোচিস্তানের লাসবেলা জেলায় পাক সেনা কনভয়ের ওপর এক বড়সড়ো হামলায় অন্তত ২৩ জন জওয়ানের মৃত্যু হল। আহতের সংখ্যা বহু। ঘটনাস্থল এন-২৫ জাতীয় সড়কের কাশারি অঞ্চল। ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১৫টি গাড়ির কনভয় লক্ষ্য করে হামলার পর প্রচুর সেনা পাঠানো হয়েছে হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায়। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে করাচির সঙ্গে কোয়েটার সংযোগ রক্ষাকারী হাইওয়ে এন-২৫, যা বালোচিস্তানের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। চিরুনি তল্লাশি চলছে সমগ্র এলাকায়। সরকারি তরফে এই হামলার জন্য বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-কে দায়ী করা হয়েছে। তবে এদিনের হামলার দায় স্বীকার করেনি বালোচরা। গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানে নিরাপত্তাবাহিনী ও সরকারি সম্পত্তির ওপর সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছে বিএলএ। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর তৈরির পর থেকেই অশান্ত বালোচিস্তান।

চালক ক্লান্ত যাত্রীর হাতে স্টিয়ারিং

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নয়ডা থেকে লখনউ পর্যন্ত ক্যাব বুক করেছিলেন, কিন্তু চালকের ক্লান্ত মুখটা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না যাত্রী শিবম মিশ্র। চালকের আসনে বসলেন নিজেই, আর টানা ড্রাইভ করতে থাকা ক্যাবিকে সুযোগ দিলেন পিছনের আসনে শান্তিতে ঘুমিয়ে নেওয়ার।

নয়ডা থেকে লখনউ দীর্ঘ পথ যাত্রার জন্য ক্যাব বুক করেছিলেন শিবম মিশ্র, যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ডেভিড' নামেই বেশি পরিচিত। গাড়িতে উঠে কথা বলতে গিয়েই শিবম বুঝতে পারেন, তাঁর চালক আগের দিন থেকে একনাগাড়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। চালকের চোখে-মুখে তখন ক্লান্তি আর চরম ঘুমের ছাপ স্পষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ যাত্রীই যেখানে খেপে যান বা টাকা দেওয়ার কারণে চালককে গাড়ি চালাতে বাধ্য করেন, সেখানে শিবম দেখালেন ভিন্ন এক মানবিকতা।

শিবম কোনও তর্ক বা রাগারাগিতে যাননি। তিনি সোজা ড্রাইভিং সিটের দখল নেন এবং ক্লান্ত চালককে পাঠিয়ে দেন পিছনের আসনে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য। পাশে ভাইকে বসিয়ে নিজেই স্টিয়ারিং হাতে নয়ডা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে ধরে রওনা দেন গন্তব্যের উদ্দেশে।

নিজের এই অন্যরকম অভিজ্ঞতার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়ে শিবম বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে মেজাজ হারিয়ে 'টাকা দিয়েছি তাই তোমাকেই ড্রাইভ করতে হবে' বলাটা অর্থহীন। আমি পুরো বিষয়টাকে একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নিলাম।' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন শিবম। অনেকেই তাঁর সহমর্মিতা ও বিচক্ষণতাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেছেন, চালকের ক্লান্তি উপেক্ষা না করে নিজে স্টিয়ারিং ধরে শিবম শুধু মানবতাই দেখাননি, সম্ভাব্য এক বড় সড়ক দুর্ঘটনা থেকেও পথচলতি সবাইকে রক্ষা করেছেন।

২৪৩ যাত্রী নিয়ে নিখোঁজ জাহাজ

জাকার্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ইন্দোনেশিয়ার জাভা সাগরে ২৪৩ জন যাত্রী নিয়ে নিখোঁজ একটি জাহাজ। খারাপ আবহাওয়ার কারণে রবিবার ভোরের দিকে 'ভার্গো ট্রান্সপোর্ট ৮' নামের ওই জাহাজটির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ার উদ্ধারকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নিখোঁজদের খোঁজে জাভা সাগরে জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত অন্তত ১০২ জন যাত্রীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা সম্ভব হলেও ১ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ শতাধিক।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জাহাজটি পূর্ব জাভার সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ কালিমন্তানের বানজারমাসিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। রবিবার রাত ২টো নাগাদ সেটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে এবং জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল, একাধিক জাহাজ ও হেলিকপ্টার নিখোঁজ জাহাজের অবস্থানের দিকে রওনা দেয়। বানজারমাসিন উদ্ধার দপ্তরের প্রধান আই পুতু সুদায়ানা এক ভিডিও বিবৃতিতে বলেছেন, 'সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, জাভা সাগরের প্রতিকূল আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল জাহাজটি। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত যৌথ উদ্ধারকারী দলকে

উদ্ধার ১০২ জন, মৃত ১

দুর্ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।'

তিনি আরও জানান, একাধিক উদ্ধারকারী জাহাজের মাধ্যমে এপর্যন্ত শতাধিক যাত্রীকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বহু যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পূর্ব জাভার বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিখোঁজ যাত্রীদের খোঁজে সমুদ্রের বিশাল এলাকা জুড়ে তল্লাশি চলছে।

১৭ হাজারের বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়ায় এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াতের জন্য জলপথ এবং ফেরি পরিষেবাই স্থানীয় মানুষের প্রধান ভরসা। বিমানের তুলনায় কম খরচ হওয়ায় জলপথের জনপ্রিয়তা বেশি হলেও, দেশে কঠোরভাবে নৌ-সুরক্ষা আইন কার্যকর না হওয়ায় প্রায়ই এমন মারাত্মক সামুদ্রিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। উদ্ধারকারী দল জানিয়েছে, নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান জারি থাকবে।

জোয়ারভাটা সম্পর্কিত আলোচনা

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

মাধ্যমিক ভূগোল

দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বারিমণ্ডল অধ্যায়ের জোয়ার ও ভাটা অংশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই চিত্র সহ প্রস্তুত রাখবে।

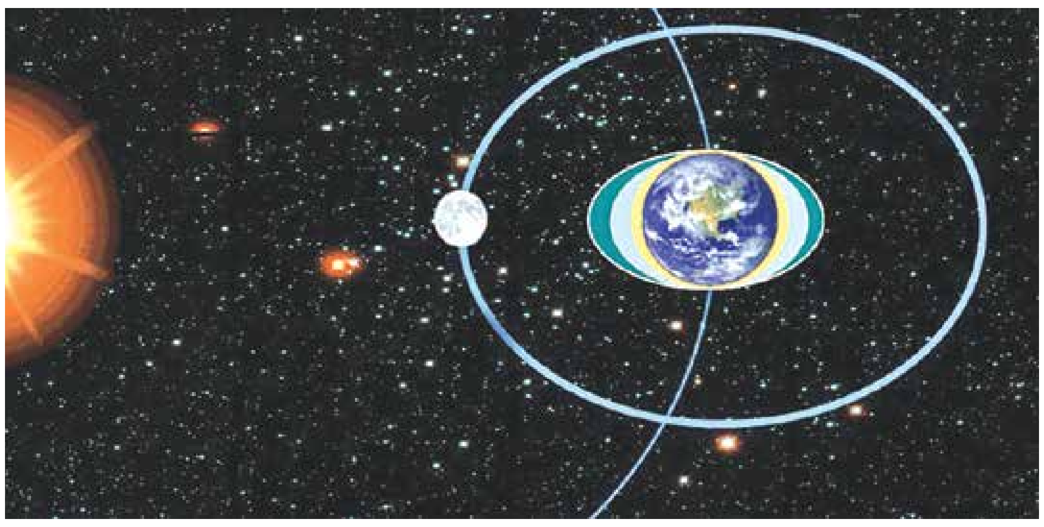

● মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার বলতে কী বোঝো?

উত্তর : মুখ্য জোয়ার- পৃথিবী ও চাঁদ আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাকে মুখ্য জোয়ার বলে।

গৌণ জোয়ার- চাঁদের আকর্ষণের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মুখ্য জোয়ারের বিপরীত প্রান্তে প্রধানত পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাকে গৌণ জোয়ার বলে।

● চান্দ্র জোয়ার ও সৌর জোয়ার বলতে কী বোঝো?

উত্তর : চান্দ্র জোয়ার- চাঁদের আকর্ষণে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তাকে চান্দ্র জোয়ার বলে। এই জোয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রবল আকার ধারণ করে।

সৌর জোয়ার- সূর্যের আকর্ষণে যে জোয়ার সৃষ্টি হয় তাকে সৌর জোয়ার বলে। এই জোয়ার কম শক্তিশালী।

● ভরা জোয়ার বা তেজ কোটাল বলতে কী বোঝো?

উত্তর : কোটাল শব্দটি তামিল শব্দ কাডাল থেকে এসেছে যার অর্থ সমুদ্র। পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করলে (সিজিগি) মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণী বল বেশি হয় এবং এর প্রভাবে জোয়ার অভ্যন্তর প্রবল হয়। এরূপ প্রবল জোয়ারকে ভরা জোয়ার বা তেজ কোটাল বলে।

ভরা জোয়ার বা তেজ কোটাল প্রতি ১৫ দিন অন্তর ঘটে। পৃথিবীকে একবার পরিক্রমণ করতে চাঁদের যে সময় লাগে (২৭ দিন), তাকে বলা হয় চান্দ্রমাস। এই চান্দ্রমাসের এক-একটি দিনকে বলা হয় তিথি। তিথি অনুযায়ী ভরা জোয়ার দুই প্রকার :

(ক) অমাবস্যা তিথিতে (সংযোগ অবস্থান) ভরা জোয়ার :

অমাবস্যা তিথিতে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে একই সরলরেখায় অবস্থান করে। এই তিথিতে সূর্য ও চাঁদ, পৃথিবীর একদিকে একই সরলরেখায় থাকে বলে পৃথিবীর একই স্থানে মুখ্য চান্দ্র জোয়ার ও মুখ্য সৌর জোয়ার হয় তাই সমুদ্রের জলরাশির অত্যধিক স্ফীতি ঘটে। এবং এর বিপরীত অবস্থানে একই দিকে গৌণ চান্দ্র জোয়ার ও গৌণ সৌর জোয়ার হয়। এইজন্য অমাবস্যার জোয়ার পূর্ণিমার জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়।

(খ) পূর্ণিমা তিথিতে (প্রতিযোগ অবস্থান) ভরা জোয়ার :

পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে একই সরলরেখায় অবস্থান করে। চাঁদের সামনে অবস্থিত পৃথিবীর সমুদ্রের অংশ প্রবলভাবে স্ফীত হয় এবং সেখানে মুখ্য জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ওই একই স্থানে সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে গৌণ জোয়ারের সৃষ্টি হয়। আবার, সূর্যের সামনে অবস্থিত পৃথিবীর সমুদ্রের অংশ সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে প্রবলভাবে স্ফীত হয় এবং সেখানে মুখ্য জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ওই একই স্থানে চাঁদের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে গৌণ জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এইরূপে চাঁদ ও সূর্যের মিলিত প্রভাবে পূর্ণিমা তিথিতে ভরা জোয়ার বা তেজ কোটাল হয়।

● মরা জোয়ার বা মরা কোটাল বলতে কী বোঝো?

উত্তর : কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে পরস্পর সমকোণে ($৯০^০$) অবস্থান করে। এই সময়ে পৃথিবীর যে স্থান চাঁদের কাছাকাছি থাকে, সেই স্থানে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার হয়। বিপরীত দিকে পৃথিবীর যে স্থান সূর্যের কাছে থাকে, সেই স্থানে সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হয়। ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় জোয়ার তত প্রবল হয় না। এরূপ জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কোটাল বলে।

অষ্টমী তিথিতে চাঁদের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার দুটিই কম প্রবল হয়।

চাঁদ নিকটে অবস্থিত বলে আকর্ষণ ক্ষমতা সূর্যের থেকে বেশি বলে চাঁদের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় তাকে প্রত্যক্ষ জোয়ার এবং এর বিপরীত স্থানে সূর্যের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় তাকে পরোক্ষ জোয়ার বলে।

● সিজিগি বলতে কী বোঝো?

উত্তর : গ্রিক শব্দ 'Suzugos'- এর অর্থ একসঙ্গে বা সহযোগে থাকা। সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করলে এই অবস্থানকে সিজিগি (Syzygy) বা যোগবিন্দু বলে। চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করার ফলে প্রতিমাসে দুইবার চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবী সিজিগি অবস্থানে আসে। সিজিগি-এর দুটি অবস্থান :

• সংযোগ- অমাবস্যা তিথিতে যখন পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝে চাঁদ অবস্থান করে তখন সেই অবস্থাকে সংযোগ অবস্থা বলে।

• প্রতিযোগ- পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী যখন চাঁদ এবং সূর্যের মাঝে অবস্থান করে, তখন তাকে প্রতিযোগ অবস্থান বলে।

● অ্যাপোজি ও অ্যাপোজিয়ান জোয়ার বলতে কী বোঝো?

উত্তর : অ্যাপোজি- উপবৃত্তাকার পথে চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করার সময় সর্বদা উভয়ের দূরত্ব সমান থাকে না। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যখন সর্বাধিক হয়, সেই অবস্থাকে অ্যাপোজি অবস্থান বলে।

• এই সময় পৃথিবীর থেকে চাঁদের দূরত্ব থাকে 4.07 লক্ষ কিমি।

• দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে চাঁদের আকর্ষণ বল কম হয়।

অ্যাপোজিয়ান জোয়ার- চাঁদ যখন অ্যাপোজি অবস্থানে থাকে, সেই সময় যে জোয়ার হয় তাকে অ্যাপোজিয়ান জোয়ার বলে। সাধারণ জোয়ারের থেকে এই জোয়ার 20% কম প্রবল হয়।

● পেরিজি ও পেরিজিয়ান জোয়ার বলতে কী বোঝো?

উত্তর : পেরিজি- উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করার সময় উভয়ের দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম হয়, সেই অবস্থাকে পেরিজি অবস্থান বলে।

• এই সময় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব থাকে 3.56 লক্ষ কিমি।

• দূরত্ব কম হওয়ার কারণে চাঁদের আকর্ষণ বল পৃথিবীর ওপর বেশি হয়।

পেরিজিয়ান জোয়ার- চাঁদের পেরিজি অবস্থানের সময় পৃথিবীতে যে জোয়ার হয়, তাকে পেরিজিয়ান জোয়ার বলে। সাধারণ জোয়ারের প্রায় 20% বেশি প্রবল হয়।

● বান ডাকা কী?

উত্তর : বিশেষত বর্ষাকালে তেজ কোটালের সময়, সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে নদীর মোহনার মধ্য দিয়ে দ্রুত নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও প্রবল বেগে জোয়ারের জল উজানের দিকে এগিয়ে চলে। একে বান ডাকা বলে।

বান ডাকার ফলে নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়।

বান ডাকার কারণ—

প্রধানত তিনটি কারণে বর্ষাকালে নদীতে বান ডাকে-

i) নদীর মোহনা বেশ চওড়া ও নদীখাত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হলে।

ii) নদীর মোহনায় চরা থাকলে বা নদী অগভীর হলে।

iii) নদীতে প্রবল স্রোত থাকলে।

উদাহরণ- ভাগীরথী-হুগলি নদী ও সুন্দরবনের নদী, ইংল্যান্ডের টেমস নদী, চিনের ইয়াংসি নদী, সীন, আমাজন প্রভৃতি নদীতে প্রবল বান ডাকা দেখা যায়।

● ষাঁড়াষাঁড়ি বান কী?

উত্তর : বর্ষাকালে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার তিথির ভরা জোয়ার বা ভরা কোটালের সময় সমুদ্রের জল অনেক উঁচু হয়ে মোহনার মধ্য দিয়ে নদীর উজানের দিকে ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলে, একে ষাঁড়াষাঁড়ি বান বলে।

উদাহরণ- ভাগীরথী-হুগলি নদীতে বর্ষাকালে বান ডাকার সময় জোয়ারের জল ৫-৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এবং সশব্দে জোয়ারের জল উজানের দিকে এগিয়ে যায়।

● পৃথিবীর কোনও অংশেই প্রতিদিন একই সময়ে জোয়ার-ভাটা হয় না কেন?

উত্তর : ২৪ ঘণ্টায় (প্রকৃতপক্ষে ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট) পৃথিবী নিজের মেরুরেখার চারদিকে একবার আবর্তনের সময় পৃথিবীর প্রতিটি স্থান একবার চাঁদের সামনে আসে। পৃথিবী যেমন নিজের মেরুরেখার চারদিকে ($৩৬০^০$) ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে, চাঁদও তেমনি ২৭ দিনে পৃথিবীর চারদিকে একবার আবর্তন করে।

সুতরাং ২৪ ঘণ্টায় চাঁদ পৃথিবীর কক্ষপথের $৩৬০/২৭ = ১৩^০$ পথ অতিক্রম করে বা ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার আবর্তনে চাঁদ $১৩^০$ পথ এগিয়ে যায়। এই $১৩^০$ পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে প্রায় ৫২ মিনিট [$১^০$ পথ অতিক্রম করতে ৪ মিনিট সময় লাগলে $১৩^০$ পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে ৫২ মিনিট] অর্থাৎ যে দ্রাঘিমা রেখাটি চাঁদের সামনে আছে, ২৪ ঘণ্টা পরে $৩৬০^০$ অতিক্রম করে সেই দ্রাঘিমা রেখাটি তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসার মধ্যে চাঁদ $১৩^০$ পথ এগিয়ে যায়। ওই দ্রাঘিমা রেখাটিকে পুনরায় চাঁদের সামনে আসার জন্য তাই আরও $১৩^০$ বেশি আবর্তন করতে হয়। এর জন্য ওই দ্রাঘিমারেখার অতিরিক্ত সময় লাগে ৫২ মিনিট। তাই, পৃথিবীর কোনও নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের পরবর্তী মুখ্য বা গৌণ জোয়ার আরও ৫২ মিনিট পরে অনুষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ মোট ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পরে)।

● দিনে দু'বার জোয়ার দু'বার ভাটা হয় কেন ?

উত্তর : আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেখানে মুখ্য জোয়ার এবং তার বিপরীত প্রান্তে গৌণ জোয়ার হয়। এই দুই স্থানের সমকোণে অবস্থিত স্থানগুলিতে ভাটা হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে যে স্থানে গৌণ জোয়ার হয় সেই স্থানটি ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পরে চাঁদের সামনে আসে এবং সেখানে তখন হয় মুখ্য জোয়ার। অপরদিকে মুখ্য জোয়ারের স্থানটি তখন বিপরীত প্রান্তে চলে যায় বলে সেখানে হয় গৌণ জোয়ার। তাই এক দিনে পৃথিবীর একবার আবর্তনে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রতিটি স্থান একবার চাঁদের সামনে আসে বলে প্রতিটি স্থানে দিনে দু'বার জোয়ার হয়— একবার মুখ্য জোয়ার ও একবার গৌণ জোয়ার। একইভাবে সমকোণে অবস্থিত স্থানগুলিতে দু'বার ভাটা হয়। তাই দিনে দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাটা হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

দেবযানী চক্রবর্তী
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

আমরা যদি Group Verbs বা Phrasal Verbs খুব ভালোভাবে শিখতে পারি, তাহলে Writing Section-এ যে Paragraph, Letter, Report, Notice, Story ইত্যাদি লিখতে হয় সেখানে Sentence তৈরি করতে সুবিধা হবে এবং Sentence Construction সুন্দর হবে।

মাধ্যমিক ইংরেজি

মাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ে 90 নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় 20 নম্বর থাকে Grammar এবং Vocabularies বিভাগে। এর মধ্যে 3 নম্বর থাকে Group Verbs বা Phrasal Verb এর জন্য। আমরা যদি Group Verbs বা Phrasal Verbs খুব ভালোভাবে শিখতে পারি, তাহলে Writing Section-এ যে Paragraph, Letter, Report, Notice, Story ইত্যাদি লিখতে হয় সেখানে Sentence তৈরি করতে সুবিধা হবে এবং Sentence Construction সুন্দর হবে।

Phrasal Verbs or Group Verbs তৈরি হয় একটি মূল ক্রিয়া বা verb এর সঙ্গে একটি adverb বা ক্রিয়াবিশেষণ অথবা preposition বা অব্যয় যোগ হয়ে। এবার এই যে verb + adverb অথবা verb + preposition মিলে যে Phrasal Verb or Group Verb (শব্দগুচ্ছ) তৈরি হয় তার একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ তৈরি হয়। আর এভাবেই এটি একটি ইংরেজি বাগধারার রূপ নেয়।

আমরা উদাহরণের মাধ্যমে সহজ করে বুঝতে পারব।

যেমন 1. Ruma makes the chocolate cake. এখানে make মানে বানানো। এবার যদি বলি 2. Ruma makes out the sum easily. এখানে কিন্তু make verb (ক্রিয়া)টির সঙ্গে out preposition (অব্যয়)টি যুক্ত হয়ে Phrasal Verb তৈরি হল যার অর্থ বুঝতে পারা বা understand. এখানে make out একটি যৌগিক ক্রিয়ারূপে কাজ করছে।

এবার দেখব Group Verb এর গঠন কীভাবে হয় -

GROUP VERB FORMATION.

1. Verb + Adverb ---- Small pox broke out.

2. Verb + Preposition ----- She looks after the child.

3. Verb + adverb + preposition -----

Ex. Do not look down upon the poor.

এবার আমরা জানব, মাধ্যমিক পরীক্ষায় কীভাবে Phrasal Verbs সংক্রান্ত প্রশ্নটি দেওয়া হয়। বামদিকে তিনটি sentence দেওয়া থাকবে যার মধ্যে যে verb গুলির জন্য Phrasal verb বসাতে হবে সেই verbs গুলি underline করা থাকবে। এবার নীচে box এর মধ্যে যে Phrasal Verbs গুলি দেওয়া থাকবে তার মধ্যে থেকে

correct Phrasal verb বেছে নিয়ে ডানদিকের শূন্য box গুলিতে বসাতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে verb গুলির form change করে নিতে হবে।

এবার কিছু Phrasal verbs বা Group Verbs এর নমুনা নীচে দেওয়া হল।

Act on or upon (affect, ক্ষতি করা) --- Such hard work will act upon your health.

Act for (on behalf of, পক্ষে) ----- The deputy works on behalf of his chief.

Ask for (pray for, চাওয়া) ---- He asked for a loan of one thousand rupees.

Bear on (relate to, সম্পর্কিত হওয়া) ---- His remark does not bear on this subject.

Bear with (tolerate, সহ্য করা) ----- I can not bear with such insult.

Blow off emit, নির্গত করা) ---- The engine blows off carbon dioxide.

Break down (decline, ভেঙে পড়া বা দুর্বল হয়ে পড়া) ----- His health breaks down by hard work.

Break out (spread suddenly, হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া) ----- Dangue broke out in the town.

Bring forth (produce, উৎপন্ন করা) ----- India brings forth tea and coffee.

Bring up (rear, লালিতপালিত করা) ----- She is brought up by her grandmother.

Call at (visit, কোনও জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া) ---- He will call at my house soon.

Carry on (continue, চালিয়ে যাওয়া) ----- He will carry on his father's business.

তোমাদের বোঝার জন্য এবার একটি Excercise দেওয়া হল।

(A) Replace the word or words (**highlight**) in the given space by the list of group verbs given below.

a. Bipasha resembles her mother. ------------------------

b. He established a new shop. ------------------------

c. Winter has began. ------------------------------

d. Every student should consult a dictionary.---------------------

e. Will you take care of my pet when I am away from home? ---------------------------

f. I can not understand what you say. --------------------.

List- set in, look after, set up, make out, take after, tell upon, look up. (one is extra).

প্রশ্নোত্তরে বংশগতির আণবিক ভিত্তি

প্রসেনজিৎকুমার বসাক, *শিক্ষক*
সাঁওতালপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয় আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

পূর্ব প্রকাশের পর

12) নীচের কোন এনজাইমটি DNA খণ্ডগুলিকে জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয়?

(a) DNA পলিমারেজ
(b) লাইগেজ
(c) প্রাইমেজ
(d) এন্ডোনিউক্লিয়েজ

13). DNA প্রতিলিপি কোন দশায় ঘটে :

(a) S-দশা
(b) G দশা
(c) G দশা
(d) প্রোফেজ

14) স্যাটেলাইট DNA গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি :

(a) প্রোটিনের জন্য কোড করে না এবং জনসংখ্যার সকল সদস্যের ক্ষেত্রে একই থাকে
(b) DNA প্রতিলিপির জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইমের জন্য কোড করে
(c) কোষ চক্রে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্য কোড করে
(d) জনসংখ্যার মধ্যে উচ্চ মাত্রার বহুরূপতা দেখায় এবং একই সঙ্গে একটি পরিবারের মধ্যে একই মাত্রার বহুরূপতা দেখায় যা পিতামাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে বংশানুক্রমিক।

15) নীচের কোনটি RNA-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

(a) হেটেরোসাইক্লিক নাইট্রোজেনাস বেস
(b) চারগাফের নিয়ম
(c) পরিপূরক বেস জোড়া
(d) 5' ফসফোরিল এবং 3' হাইড্রক্সিল প্রান্ত

16). A এবং B বিবৃতি দুটি তুলনা করো।

বিবৃতি A : ইন্টারফেজের S-দশায় DNA-এর সংশ্লেষণ ঘটে।

বিবৃতি B : মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি ক্রোমাটিড থাকে।

সঠিক বর্ণনাটি বেছে নাও :

(a) বিবৃতি A ভুল এবং B সঠিক
(b) বিবৃতি A সঠিক এবং B ভুল
(c) A এবং B উভয় বিবৃতিই সঠিক এবং A হল B-এর কারণ
(d) A এবং B উভয় বিবৃতিই সঠিক এবং A, B-এর কারণ নয়

17). জেনেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এ 'প্রোব' বলতে বোঝায় ....

(a) একটি তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত এক-সূত্রক DNA অণু
(b) একটি তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত এক-সূত্রক RNA অণু
(c) একটি তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত দ্বি-সূত্রক RNA অণু
(d) একটি তেজস্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত দ্বি-সূত্রক DNA অণু

18) একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের মধ্যে 3' - 5' ফসফোডাইএস্টার বন্ধন কোন দুটিকে যুক্ত করতে কাজ করে?

(a) একটি DNA স্ট্র্যান্ডকে অন্য DNA স্ট্র্যান্ডের সঙ্গে
(b) একটি নিউক্লিওসাইডকে অন্য নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে
(c) একটি নিউক্লিওটাইডকে অন্য নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে
(d) একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেসকে পেন্টোজ সুগারের সঙ্গে

19) hnRNA-এর 5' প্রান্তে মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট কোন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়?

(a) স্প্লাইসিং
(b) ক্যাপিং
(c) টেইলিং
(d) কোনওটিই নয়

20) নীচের বিবৃতিগুলো পড় এবং সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও :

A. নাইট্রোজেনাস বেস পেন্টোজ সুগারের সঙ্গে N-গ্লাইকোসিডিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে

B. ফসফেট গ্রুপ ফসফোএস্টার বন্ধনের মাধ্যমে একটি নিউক্লিওসাইডের 5'-OH এর সঙ্গে যুক্ত থাকে

C. দুটি নিউক্লিওসাইড 3' — 5' N-গ্লাইকোসিডিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে

D. ঋণাত্মক আধানযুক্ত DNA ধনাত্মক আধানযুক্ত হিস্টোন অক্টামারের চারপাশে পেঁচিয়ে নিউক্লিওসোম তৈরি করে

E. যে ক্রোমাটিন বেশি ঘনভাবে প্যাক করা থাকে এবং গাঢ় রঙে দাগ নেয় তাকে ইউক্রোমাটিন বলে

(a) শুধুমাত্র A, B এবং C ভুল
(b) শুধুমাত্র D ভুল
(c) শুধুমাত্র C এবং E ভুল
(d) শুধুমাত্র A ভুল
(e) শুধুমাত্র A, B এবং D ভুল

উঃ 12B, 13A, 14D, 15B, 16C, 17A, 18C, 19B, 20C

বুঝে পড়তে হবে জীবনবিজ্ঞানে

২০২৬ সালে মাধ্যমিকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে জীবনবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে সৃজন্যা সেন। আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জীবনবিজ্ঞান বিষয়ে নম্বর তোলার পরামর্শ দিয়ে সে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি জানাল পড়াশোনা বিভাগে।

১০০/১০০

বইয়ের পাতায় যে মানবদেহ বা জীবজগতের কথা পড়ে আমি জীবনবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়েছি আগামীদিনে আমি সেই জ্ঞানকে মানুষের সেবায় কাজে লাগাতে চাই। চিকিৎসাবিজ্ঞান বা গবেষণার জগতে পা রাখার জন্য আমি ছোট থেকেই যে স্বপ্ন দেখেছি তার প্রথম ধাপ মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান।

• জীবনবিজ্ঞানে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে মুখস্থ করার চেয়ে বোঝার ওপর জোর দিয়েছি। চিত্র অঙ্কন, ফ্লোচার্ট এবং পয়েন্ট আকারে নোট তৈরি করতাম এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতাম।

• 'জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়' অধ্যায়টিকে সহজ কৌশলে পড়ার উপায় হল ট্রপিক, ট্যাক্টিক ও ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে পার্থক্য এবং উদ্দীপক কীভাবে কাজ করছে তার একটি তুলনামূলক টেবিল বানিয়ে রাখা। হরমোনের কাজগুলো এক নজরে দেখার জন্য চার্ট লিখে নিয়েছিলাম যাতে পরীক্ষার আগে সবটা রিভিশন করতে পারি। অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ—নিউরন, চোখ, মস্তিষ্ক, প্রতিবর্ত ক্রিয়া বারবার আঁকা প্র্যাকটিস করতাম।

• 'জীবনের প্রবাহমানতা' অধ্যায়টি থেকে ক্রোমোজোম ও ডিএনএ-র পার্থক্যের বিষয়গুলো ভালোভাবে রপ্ত করেছিলাম। এখানে কোষ বিভাজন বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। মাইটোসিসের বিভিন্ন দশা, বিশেষত মেটাফেজ ও এনাফেজ দশা ভালো করে পড়ে তার আঁকা প্র্যাকটিস করেছিলাম।

• 'বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ' আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি অধ্যায়। মুখস্থকে সরিয়ে রেখে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ে মূল কনসেপ্টকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এখানকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ চেকার বোর্ড বিষয়টি ভালো করে বুঝেছিলাম। চেকার বোর্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন খুঁজে নিজেই নিয়মিত অভ্যাস করতাম এবং ভুল হলে তা কেন হল তা পর্যবেক্ষণ করতাম। জিনগত রোগ (যেমন— থ্যালাসিমিয়া, হিমোফিলিয়া ও বর্ণান্ধতার) কারণ ও ফলাফল, বিশেষত এখানকার চেকার বোর্ডের প্র্যাকটিস বারবার করতে হবে।

• 'অভিব্যক্তি ও অভিযোজন' অধ্যায়টি থেকে ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের মূল বক্তব্য, উদাহরণ এবং ত্রুটিগুলো ভালো করে পড়ে পয়েন্টভিত্তিক লেখার চেষ্টা করতাম। দুই নম্বরের প্রশ্নের জন্য পায়রার বায়ুথলি ও রুই মাছের পটকা— এগুলোর ছবি দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

• 'পরিবেশ, তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ' অধ্যায়টিতে নম্বর তোলার সুযোগ রয়েছে। এখানে উদাহরণগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে। এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে টেস্ট পেপার সলভ করা খুবই লাভজনক। সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ না করে বুঝে নিয়ে নিজের মতো করে গুছিয়ে লিখতাম। পাঁচ নম্বরের প্রশ্নের জন্য বিষয়গুলোকে বুঝে পয়েন্ট করে, অতিরিক্ত না লিখে পর্যাপ্ত শব্দসংখ্যার মধ্যেই লিখতাম।

• MCQ, SAQ-এর জন্য আমি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করতাম এবং যেগুলো ভুল হত সেগুলো আলাদা খাতায় লিখে রাখতাম ও পরবর্তীতে যাতে সেই ভুল না হয় তা লক্ষ রাখতাম।

• বড় প্রশ্নগুলিকে মুখস্থ না

জীবনবিজ্ঞানে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে মুখস্থ করার চেয়ে বোঝার ওপর জোর দিয়েছি। চিত্র অঙ্কন, ফ্লোচার্ট এবং পয়েন্ট আকারে নোট তৈরি করতাম এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতাম।

করে একবার পড়ে বুঝে পয়েন্ট করে লিখতাম এবং যেগুলোতে ছবি দেওয়া সম্ভব সেগুলোর প্রত্যেকটিতে ছবি আঁকতাম কারণ জীবনবিজ্ঞান বিষয়ে ছবি আঁকলে তা পরীক্ষার খাতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

• জীবনবিজ্ঞানে ১০০ তোলার এক দারুণ কৌশল হল বাড়িতে নিয়মিত মক টেস্ট দেওয়া এবং তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করা।

• আমার মা-বাবা-দাদা, গৃহশিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের দিদিমণিদের সহায়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা মিলিয়ে আমি এই সাফল্য অর্জন করেছি। আমি মনে করি, কোনও কিছু পাওয়া তথা রেজাল্ট ভালো করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও মানসিকতা থাকলে সবকিছুই জয় করা সম্ভব।

২০২৭ সালে যারা মাধ্যমিক দেবে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

১৩ বছরে গর্ভবতী

ধামাচাপার চেষ্টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এখন তো তার স্কুলে যাওয়ার বয়স। অথচ ১৩ বছরের এক কিশোরী আজ তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা! শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকার এই ঘটনাটি কেবল একটি অপরাধের গল্প নয়, বরং সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার এক বড়সড়ো গলদকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। শিশু সুরক্ষার সমস্ত আইনি বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খোদ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এক স্থানীয় চিকিৎসক কীভাবে দিনের পর দিন এই অপরাধ ঢাকা দিতে 'উদ্যোগী' হয়েছেন, তা জানতে পেরে হতচকিত হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। রাজ্যজুড়ে বাল্যবিবাহ রুখতে বিশেষ অভিযানের মধ্যেই চাইল্ড হেল্পলাইন থেকে ভক্তিনগর থানায় দুটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য আসে। জানা যায়, সেই থানা এলাকার দুটি পৃথক পাড়ায় দুই নাবালিকাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। শনিবার সকালে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে অভিযানে নামে পুলিশ। একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় হানা দিতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। বছর তিনেক আগে প্রণয়ের জেরে দুই পরিবারের পারস্পরিক সম্মতিতেই ওই কিশোরীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক ২৪ বছরের তরুণকে। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই কিশোরীর শ্বশুর ও শাশুড়ি চম্পট দিলেও হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় অভিযুক্ত তরুণ স্বামীকে।

- ১৩ বছরের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা উদ্ধার, ২৪ বছরের অভিযুক্ত তরুণ স্বামী গ্রেপ্তার
- ঘটনা চেপে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগ সরকারি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্থানীয় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে
- আরও এক গর্ভবতী নাবালিকার খোঁজে ভক্তিনগর থানার পুলিশ এলাকাজুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে

পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। কিন্তু উদ্ধার হওয়া কিশোরী ও ধৃত তরুণকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। কিশোরী প্রথম গর্ভবতী হওয়ার পর তাকে চিকিৎসার জন্য ভক্তিনগর এলাকার একটি সরকারি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সেখানে আধার কার্ড পরীক্ষার পর মেয়েটির বয়স মাত্র ১৩ বছর টের পেয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু তারপরেও তাঁরা পুলিশকে খবর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। উলটে আইনি ঝামেলার ভয় দেখিয়ে ঘটনাটি পুরোপুরি ধামাচাপা দেওয়া হয়। এরপর আশিঘর এলাকার এক চিকিৎসকের কাছে গোপনে শুরু হয় ওই কিশোরীর চিকিৎসা।

পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'আইন অনুযায়ী কোনও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রথম আইনি কর্তব্য হল তড়িঘড়ি পুলিশ ও প্রশাসনকে জানানো। কিন্তু সব জেনেও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র কেন মুখ বুজে রইল? পরবর্তীতে বড় কোনও শারীরিক জটিলতা হলে এর দায় কে নিত?' যে চিকিৎসকের কাছে গোপনে চিকিৎসা চলছিল, তাঁর আদৌ ডাক্তারি করার অনুমোদন রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরকে এ ব্যাপারে চিঠি পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

অন্যদিকে, চাইল্ড হেল্পলাইনের দেওয়া দ্বিতীয় ইনপুটটির ভিত্তিতে অন্য এলাকাগুলোয় দ্বিতীয় নাবালিকার খোঁজে হন্যে হয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরা। শহর ও শহরতলির বুকে ঘটে চলা এই গোপন বাল্যবিবাহের ঘটনাগুলো যে হিমশৈলের চূড়ামাত্র, এই উদ্ধারপর্বেই তা স্পষ্ট।

শংকরের উদ্বোধন থেকে দূরে থাকার ঘোষণায় জল্পনা

গণেশ পুজোর মঞ্চে রাজু-গৌতম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এক বছরে বদলেছে সময়। শাসক-বিরোধীর পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। শাসন ব্যবস্থার স্রোতে গা ভাসাতে চাইছেন পুজো উদ্যোক্তারা। রবিবার বিকেলে বিমানে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে দিনভর শহরের নানা কর্মসূচিতে যোগ দিলেও, গণেশপুজোর উদ্বোধনে দেখা গেল না রাজ্যের জোড়া গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষকে।

রাজ্যের মন্ত্রী ও শহরের বিধায়ককে পুজোর উদ্বোধনে না পাওয়া যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ উদ্যোক্তারা। পুজোর উদ্বোধন করবেন না তিনি, শংকর নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত কেন? শংকর বললেন, 'কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। গতবারও আমি বিধায়ক ছিলাম। কিন্তু আর দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গেই প্রত্যেকটি মণ্ডপে গিয়েছি। এবারেও সাধারণ মানুষের সঙ্গেই প্রত্যেকটি মণ্ডপে ঘুরব।'

শিলিগুড়িতে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পুজোর সঙ্গে প্রশাসনিক পদে থাকা বা শাসকদলের নেতাদের জড়িয়ে যাওয়াটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এই ট্রেন্ডের ধাক্কায় শেষ পাঁচ বছরে শহরের বিধায়ক শংকরকে কোনও পুজো কমিটি সেভাবে অতিথি করেনি। সেই অভিমানেই কি উদ্বোধনের ফিতে কাটার ব্যাপারে সোজাসাপটা 'না' পর্যটনমন্ত্রীর? শংকরের দাবি, 'ওই সব অতীত। সেগুলি নিয়ে আমি ভাবি না। যে যা করবে, তা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমি আজ মন্ত্রী রয়েছি। ক্ষমতায় রয়েছি। কাল না-ও থাকতে পারি। আমাকে অনেক পুজো কমিটিই প্রধান উপদেষ্টা করার পাশাপাশি উদ্বোধনের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি প্রতিটি পুজোর সঙ্গেই রয়েছি। তবে কোনও কমিটির দায়িত্ব কিংবা উদ্বোধন করব না বলে জানিয়ে দিয়েছি। এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'

রবিবার সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো উদ্বোধনে গৌতম ও রাজু।

রবিবার ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি ও বিধান মার্কেট ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে গণেশপুজোর উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পর্যটনমন্ত্রীকে। পুজো কমিটির সম্পাদক সুব্রত সাহা বললেন, 'ওঁর কাছে আমরা উদ্বোধনের অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলাম। মন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন, ফিতে কাটবেন না। তবে আজকে তাঁর মণ্ডপে আসার কথা ছিল। কলকাতায় চলে যাওয়ার কারণে আসতে পারেননি। তবে সোমবার তিনি আসবেন।' এদিন সন্ধ্যায় এখানে পুজোর উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজু বিস্ট।

মন্ত্রী যখন শহরের বাইরে, তখন কলেজপাড়া গণেশপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধরা পড়ল রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি। সাংসদ রাজু বিস্টের পাশে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর দীর্ঘক্ষণ খোশমেজাজে গল্প করেন দুজন। ছিলেন তৃণমূল নেতা মদন ভট্টাচার্য ও বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। রাজুর দাবি, 'গৌতমবাবু আমার শত্রু নন। আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ শুধু আলাদা। পুজোর মরশুমে সবাই এক।' গৌতম বললেন, 'রাজু কখনও আমার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলেনি। ভোটের সময় আমি হয়তো শংকরের ব্যাপারে অপ্রিয় কিছু কথা বলেছি। শংকরও কিছু বলেছে। তবে সেসব আমি কিছু মনে রাখিনি। আমি হেরে গিয়েছি, ও জিতে গিয়েছে।'

> কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। গতবারও আমি বিধায়ক ছিলাম। কিন্তু আর দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গেই প্রত্যেকটি মণ্ডপে গিয়েছি। এবারেও সাধারণ মানুষের সঙ্গেই প্রত্যেকটি মণ্ডপে ঘুরব।
>
> **শংকর ঘোষ**

এই পুজো কমিটির সদস্য সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিকেলের পর কলকাতায় ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মণ্ডপ ঘুরতে চাইছেন। এটা তো অবশ্যই ভালো দিক।' এদিন সাংসদ নাইট আউল অ্যাসোসিয়েশন ও পশুসেবা সংস্থার পুজোরও উদ্বোধন করেন।

সোমবার উদ্বোধন হওয়ার কথা ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডে শিলিগুড়ি গণেশপুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত পুজোর। পুজো কমিটির সম্পাদক বাপি সাহা জানালেন, তাঁদের পুজো বরাবর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ উদ্বোধন করেন। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পর্যটনমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। মহারাজই ফিতে কাটবেন, তিনি সঙ্গে থাকবেন। পাশাপাশি সাংসদ রাজু বিস্ট, প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ও গৌতম দেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি কমিশনারেট সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর অনুমতিপ্রাপ্ত গণেশপুজোর সংখ্যা ৪৫টি। তবে, অনুমতি ছাড়া ছোট-মাঝারি মিলিয়ে সংখ্যাটি আরও বেশি।

গণপতি বাপ্পা... কলেজপাড়া গণেশ পুজো কমিটির মণ্ডপ। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

শিখার আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পুজো পর্যন্ত টোটোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়ার আবেদন জানিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় রবিবার ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর অফিসে যান। তিনি বলেন, 'ট্রাফিকের রুট নিয়ে পুজো পর্যন্ত যেন কড়াকড়ি না করা হয়। কেননা পুজোর বেশি দেরি নেই। এই সময়ের মধ্যে ঠিকমতো রুট নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই সবাইকে টোটো চালাতে দেওয়ার জন্য আর্জি জানালাম। তাই বলে এই নয় যে সমস্ত টোটো হিলকার্ট রোডে যাবে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি টোটো যাতে ঠিকমতো চলাচল করতে পারে সেজন্য প্রশাসনকে আর্জি জানিয়ে গেলাম।' তিনি আরও বলেন, 'কেউ যাতে একাধিক টোটো না চালায় সেদিকে প্রশাসন নজর দিচ্ছে। প্রকৃত অর্থেই যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা যাতে টোটো চালিয়ে আয় করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।' বিজেপি নেত্রী জ্যোৎস্না আগরওয়ালও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়ার শপিং মলে হুজ্জতি বন্ধে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ শনিবার গভীর রাতে অভিযান চালায়। ভিড় সরাতে লাঠি উঁচিয়ে অভিযান চলে। গত সপ্তাহের ঝামেলার পর নিয়মিত অভিযান চালানোর দাবি উঠেছে।

২০ তারিখ চালু আরওবি

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : খাপরাইল মোড় থেকে সেবক সেনা ছাউনি পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজের ঢিলেমির কথা স্বীকার করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। রবিবার রাস্তার একাংশ পরিদর্শন করে তিনি জানান, দেরিতে হলেও কাজের গুণগত মান ভালো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'কাজ দেরিতে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু গুণগত মান ভালো হচ্ছে।' সাংসদ জানান, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার কথা।

এদিন বাস্তুকারদের নিয়ে জাতীয় সড়কের একাংশ পরিদর্শন করেন রাজু। কীভাবে কাজ হচ্ছে এবং কতদিনে কাজ শেষ হতে পারে, সে বিষয়ে খোঁজ নেন সাংসদ। তবে বর্তমানে যেই ধীর গতিতে কাজ চলছে তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে মত বাস্তুকারদের একাংশের। কাজ আরও পিছিয়ে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই রাস্তা উদ্বোধনের চেষ্টা হবে কি না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। বিজেপির একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে রাস্তা চালু হলে তা লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

এদিকে, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং মোড়ের দ্বিতীয় রেল ওভারব্রিজ দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে বলে জানান সাংসদ। তাঁর দাবি, ব্রিজটি চালু হলে শহরের যানজট অনেকটাই কমবে। বর্তমানে হিলকার্ট রোড দিয়ে মাল্লাগুড়ির ওভারব্রিজের নীচ দিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় ওভারব্রিজ চালু হলে সরাসরি সেটি দিয়ে পঞ্চনই সেতুর সামনে নামা যাবে। ফলে পঞ্চনই সেতুর সামনের অংশ থেকে মাল্লাগুড়ির ওভারব্রিজ

পর্যন্ত একমুখী যান চলাচল হবে। মাল্লাগুড়ির ওভারব্রিজও চালু থাকবে।

জাতীয় সড়কের নির্মাণে বরাদ্দ কয়েকগুণ বাড়লেও এখনও রাস্তার কাজ কাজ শেষ হয়নি। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ। মাল্লাগুড়ি থেকে চম্পাসারি হয়ে শালুগাড়া পর্যন্ত যেতে ধুলো এবং জল-কাদার জন্য মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও একই অভিযোগ জানিয়েছেন।

৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সমাজসেবার মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রবিবার সংস্থার প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চোখ, ত্বক, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, ইএনটি, অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের দেখাতে রোগীদের ভিড় ছিল। ডাঃ শাহরিয়ার আলম, ডাঃ শ্রেয়সী সেন সহ শহরের আরও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৪৮ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংস্থার সভাপতি বিকাশ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।' প্রায় ছ'শো রোগী এদিনের শিবিরে স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষা করান। ১২৭ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সারাবছরে সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করা এবং সোসাইটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রবিবার চাঁদমণি উত্তরায়ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন উত্তরায়ণের একটি অভিজাত ক্লাবে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত সোসাইটির সভাপতি বিনোদকুমার গুপ্তা বলেন, 'আমাদের সোসাইটির তরফে সারাবছর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়। সেগুলি কীভাবে পরিচালনা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সোসাইটির ভেতরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কীভাবে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যাবে, সে সব নিয়েও আলোচনা হয়েছে।' এ দিনের সভায় সোসাইটির সম্পাদক ভারত চাঙ্গিয়া সহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সবুজ নেই, তবুও অমলিন বুটের লড়াই

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ১৩ সেপ্টেম্বর : উঁচু সীমানা প্রাচীরে ঘেরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠ। পড়ন্ত বিকেলে প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে ৮৫ বছরের খুশীমোহন কুণ্ডু। একসময় ফুটবল মাঠে তাঁর সঙ্গে তুলনা চলত বাজপাখির। সোনালি অতীতের গোলরক্ষকের চোখে এখন ভারী লেন্সের চশমা। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'এই মাঠেই তো জীবনটা কাটল। এখন বলের শব্দ নেই, শুধু ঘণ্টার শব্দ।' এভাবেই বাগডোগরায় সবুজ হারিয়েছে অজস্র। হারিয়ে গিয়েছে প্রতিভা।

শুরুটা পাঁচের দশকের শেষে। তখন খেলা হত এয়ারফোর্সের মাঠে। রানওয়ের পাশে ধুলো উড়িয়ে চলত ফুটবল দখলের লড়াই। স্মৃতির সিন্দুক খুলে খুশী বললেন, 'বুট ছিল না, খালি পায়ে খেলতাম। ফুটবলের প্রতি আলাদা টান ছিল।'

সেই টানেই নবজোয়ার আনল বাগডোগরা ইয়ং মেনস স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। কিশনগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি, চাঁদমনি চা বাগান থেকে নকশালবাড়ির খালপাড়া, খড়িবাড়ি পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়াত বাগডোগরার ছেলেরা। অনুশীলন হত চিত্তরঞ্জন স্কুলের মাঠে। লোয়ার বাগডোগরার দেখাদেখি আপার বাগডোগরাতেও ফুটবল ছড়িয়ে পড়ল। যেখানে আজ বাগডোগরা হাট বসে, কালীমন্দির সংলগ্ন সেই জায়গাটাই ছিল আপার বাগডোগরার প্রথম মাঠ।

জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের বর্তমান সম্পাদক সমীর ঘোষাল সেই সময়ের সাক্ষী। ১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া জেমসের প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের ফুটবলপ্রেমীদের তীর্থক্ষেত্র। তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগান, উত্তরবঙ্গের সব জেলা তো বটেই, সিকিম, নেপাল, বিহার এমনকি কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান জুনিয়র দলও খেলে গিয়েছে এখানে। জাতীয় দলের মেহতাব হোসেন, শ্রীকান্ত দত্তের পায়ের জাদু এই মাঠে বসেই দেখেছে বাগডোগরা। সঙ্গে চলত চিত্তরঞ্জন স্কুলে মাসব্যাপী শহিদ নীরজ প্রধান স্মৃতি টুর্নামেন্ট।

> খেলব কোথায়? মাঠই তো নেই। তাই আমাদের বন্ধুরা সকলে মোবাইলেই ফুটবল খেলি।
>
> **রূপেশ কুজুর** *কলেজ পড়ুয়া*

সুদীপ্ত ঘোষ বললেন, 'লেখাপড়ার চাপ ছিল। কিন্তু বিকেল হলেই বল নিয়ে মাঠে ছুটতাম। প্রচুর দর্শক আসতেন। বাগডোগরা অ্যাথলেটিক ক্লাব আর ত্রিহানা চা বাগানের রেষারেষি দেখতে মানুষ ভিড় করত।' তখন ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন রেফারি দিলীপ ঘোষ ও কানাই ঘোষ।

আটের দশকে শুরু হল বাগডোগরা কোচিং সেন্টার। কোচ প্রবীর রায় ও কাজল দাস। দু'বেলা কঠোর অনুশীলন। উঠে এল বাবলা ঘোষ, রাম ছেত্রী, আলতাব আহমেদ, স্বপন সরকার, জন কেরকেট্টা, বলাই ঘোষেরা। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, তরাই স্কুল, রেলের মাঠ কাঁপিয়েছেন তাঁরা। প্রবীর বললেন, কিছুদিন আগেও মহালয়া এবং স্বাধীনতা দিবসে চাকরিজীবী বনাম ব্যবসায়ী একাদশের ম্যাচ হত।

এখন সবই অতীত। চিত্তরঞ্জন স্কুল মাঠে খেলা হয় না। সামরিক নিরাপত্তার কারণে পাইওনিয়ার এবং নাইন স্টার মাঠে সাধারণের প্রবেশ নেই। কলেজ পড়ুয়া রূপেশ কুজুরের হতাশা, 'খেলব কোথায়? মাঠই তো নেই। তাই মোবাইলেই ফুটবল খেলি।'

এই অন্ধকারে দুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন জস্সি সিং ও অরুণ শশাঙ্ক। চা বাগানের কিশোর-কিশোরীদের ফুটবল শেখাচ্ছেন তাঁরা। ইঁদুরদৌড়ের এই যুগে ছাত্র-যুবসমাজকে মাঠে ফেরাতে, ৭০ বছরের সেই হারানো ছন্দ ফিরিয়ে আনতে একটি সবুজ মাঠ চাইছে বাগডোগরা।

ধৃত কলসেন্টার প্রতারণার পান্ডা

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণাচক্র চালানোর অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম সৈকত সিংহ রায়। কলকাতা থেকে মাটিগাড়া থানার বিশেষ টিম তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার সকালে তাঁকে শিলিগুড়িতে আনা হবে। সেদিনই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃত ব্যক্তিই প্রতারণাচক্রের পান্ডা বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, নয়জনের মধ্যে পাঁচজন শিমুলগুড়ি সংলগ্ন লিচুবাগানের আইটি পার্ক থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাঁরা সৈকতের ভাড়ায় নেওয়া কনসালটেন্সি সেন্টারে কাজ করতেন। সৈকত নিজেকে ওই কলসেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবেও পরিচয় দিতেন। কলকাতার বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে আইটি পার্কে তিনি কলসেন্টার চালাচ্ছিলেন। পুলিশের নাগালের বাইরে থাকতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অফিসের ঘর বদল করতেন।

রাজ্য সাইবার ক্রাইম উইংয়ের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ওয়েবেল আইটি পার্কের ফেজ ১, ২ এবং লিচুবাগানের ফেজ ৩-এ অভিযান চালায়। দুটি অফিসে তালা লাগিয়ে নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও অভিযানের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এদিকে, ধৃত নয়জনের মধ্যে সাতজন জামিন পাওয়ার পর তদন্তকারীরা দুজনকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে নিয়েছিলেন। ওই দুজনও সৈকতের কলসেন্টারে কাজ করতেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কলকাতা থেকে সৈকতই প্রতারণার যাবতীয় রসদ জোগাতেন। মাঝেমধ্যে লিচুবাগানের আইটি পার্কে এসে জি-১৪ নম্বর ঘরে চলা কলসেন্টারে 'স্পিচ'ও দিতেন।

কলকাতায় থাকার সূত্র পেয়ে শনিবার বিশেষ টিম সেখানে যায়। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, সৈকতকে জিজ্ঞাসাবাদে বিদেশি নম্বরের উৎস এবং চক্রের পিছনে থাকা অন্যদের সম্পর্কে তথ্য মিলতে পারে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, 'লাইক ওয়ে স্কিল কনসালটেন্সি অ্যান্ড সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামে চক্রটি চালানো হচ্ছিল।

ঘাটতি নেই, দাবি বিদ্যুৎ দপ্তরের

মাত্রাছাড়া লোডশেডিং, নাকাল শিলিগুড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : অঘোষিত লোডশেডিংয়ে নাজেহাল শহরবাসী। পূর্বনির্ধারিত প্রাক-পুজো মেরামতির পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডে আগাম ঘোষণা ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় সমস্যা বাড়ছে। তীব্র গরমের মধ্যে দফায় দফায় এমন বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে কারণে শহরজুড়ে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ভূগর্ভস্থ তার পাতার পর বেশ কিছু এলাকায় গাছের ডাল কাটা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দাবি, বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি নেই, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যই কিছু জায়গায় সাময়িক 'শাটডাউন' করতে হচ্ছে।

প্রধাননগর হোক বা শক্তিগড় কিংবা চম্পাসারি থেকে সূর্যনগর— সর্বত্রই একই চিত্র। বাসিন্দারা বলছেন, ভোরে বা দুপুরে আচমকাই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরে শনিবার প্রাক-পুজো মেরামতির কারণে সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। এরপর রবিবারও সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এলাকা বিদ্যুৎহীন ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ছোটন দত্তের কথায়, 'পরিষেবা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা হচ্ছে। আগে আগাম না জানিয়ে এভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করা হত না।' প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডের বাসিন্দা সুমিত বসাক জানালেন, বিদ্যুৎ না থাকায় দৈনন্দিন কাজ, এমনকি ওভারহেড ট্যাংকে জল তুলতেও সমস্যা হচ্ছে। শক্তিগড়ের রঞ্জন সরকারের অভিযোগ, মেরামতির জন্য নির্দিষ্ট দিনে পরিষেবা বন্ধ থাকা মেনে নেওয়া গেলেও, এই ভ্যাপসা গরমে আচমকা লোডশেডিং মানুষের কষ্ট বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

> পরিষেবা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা হচ্ছে। আগে আগাম না জানিয়ে এভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করা হত না।
>
> **ছোটন দত্ত** *সাধারণ নাগরিক*

নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পালের বক্তব্য, 'একদিকে বলা হচ্ছে বিদ্যুতের ঘাটতি নেই, অথচ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ফিডারের বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন, বছরে কতবার মেরামতি হয়? একবার প্রাক পুজো মেরামতি, একবার শীতকালীন মেরামতি, কখনও প্রাক বর্ষা মেরামতির নামে দিনের পর দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির এক কর্তার অবশ্য দাবি, কিছু জায়গায় ট্রান্সফর্মার বসানো হচ্ছে। কোথাও আবার ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার পর পুরোনো ওভারহেড তার খুলে ফেলা হচ্ছে। মূলত এই কাজের জন্যই এলাকাভিত্তিকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

তবে শুধু লোডশেডিং নয়, ডাবগ্রামের সূর্যনগর, অরবিন্দপল্লি, কলেজপাড়া সহ যে এলাকাগুলিতে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়েছে, সেখানে মোটা গাছের ডাল ছেঁটে ফেলা নিয়েও বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফের হোটেল

সুইডেনের ইউকাসইয়ারভি গ্রামে প্রতি বছর শীতের শুরুতে তোরনে নদীর বরফ কেটে তৈরি করা হয় এক বিলাসবহুল হোটেল। এই হোটেলের দেওয়াল, খাট, সোফা, ডাইনিং টেবিল এমনকি গ্লাসগুলোও স্বচ্ছ বরফ দিয়ে বানানো হয়। ঘরের তাপমাত্রা সবসময় মাইনাস পাঁচ ডিগ্রিতে রাখা হয়। বসন্তের উষ্ণতা আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরো হোটেলটি ধীরে ধীরে গলে আবার নদীর জলে মিশে যায়। প্রতি বছর সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনে এই হোটেলটি নতুন করে গড়া হয়।

ভাসন্ত ট্রেন

জাপানের ম্যাগলেভ ট্রেন কোনও চাকার ওপর ভর করে রেললাইনে ঘষা খেয়ে চলে না। শক্তিশালী তড়িৎচৌম্বকীয় বলের সাহায্যে এটি লাইনের ওপর বাতাসেই ভেসে থাকে। ফলে কোনও ঘর্ষণ তৈরি হয় না। এই ট্রেন ঘণ্টায় প্রায় ছয়শো কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে ছুটে এক নতুন রেকর্ড গড়েছে। লাইনের সঙ্গে কোনও স্পর্শ না থাকায় যাত্রীরা ভেতরে বসে সামান্যতম কোনও ঝাঁকুনি বা ট্রেনের পরিচিত ঝনঝন আওয়াজ টেরই পান না।

বন্দি প্রেম

সমুদ্রের গভীরে ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট নামের এক ধরনের কাচের স্পঞ্জ বাস করে। এদের পুরো শরীর সিলিকা দিয়ে তৈরি এক অপূর্ব জালের মতো খাঁচা। ছোটবেলায় একজোড়া পুরুষ ও নারী চিংড়ি এই খাঁচার ভেতরে ঢুকে বসবাস শুরু করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ি দুটি আকারে বড় হয়ে গেলে তারা আর জালের ফাঁক গলে বাইরে বের হতে পারে না। ফলে আজীবন তারা ওই কাচের প্রাসাদে বন্দি হয়েই একসঙ্গে কাটায়।

ঝুলন্ত কেল্লা

স্লোভেনিয়ার প্রেদজামা দুর্গটি দেখলে মনে হবে এটি কোনও কাল্পনিক উপন্যাসের রাজপ্রাসাদ। প্রায় চারশো ফুট উঁচু খাড়া পাথুরে পাহাড়ের এক গভীর গুহার মুখের সঙ্গে নিখুঁতভাবে জুড়ে তৈরি করা হয়েছে এই পাথরের দুর্গ। এই দুর্গের পেছনের গোপন সুড়ঙ্গটি সোজা পাহাড়ের ওপারে গিয়ে মিশেছে। শত্রুপক্ষ বাইরে থেকে কেল্লা অবরুদ্ধ করে রাখলেও, সেনাপতিরা পেছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে অনায়াসে বাইরে গিয়ে তাজা খাবার এনে শত্রুদের বোকা বানাতেন।

পরীক্ষা নিয়ে আজ ঘোষণা, জানালেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী

চূড়ান্ত নয় টেট বিজ্ঞপ্তি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : কর্মরত শিক্ষকদের টেট পাশ আবশ্যিক। শুক্রবার এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। শিক্ষকমহলে এনিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও রবিবার স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের বক্তব্যে খনিকটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। ফালাকাটায় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা কর্মরত শিক্ষকদের টেটের বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। যেটা বিজ্ঞপ্তি আকারে বেরিয়েছে সেটা চূড়ান্ত নয়। এখান থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় তার আইনি প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার কিছু একটা ভালো আমরা জানাতে পারব।' এদিন ফালাকাটা কলেজে শিক্ষামন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানেই টেট নিয়ে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (স্কুল শিক্ষা) আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বাসুদেব দত্ত বলেন, 'আমরা আশাবাদী ছিলাম যে, কর্মরত কোনও শিক্ষককেই টেট দিতে হবে না। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে অর্ডিন্যান্স জারির আবেদন করতে পারে। এদিন শিক্ষামন্ত্রী তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে আমরা মন্ত্রীর কথামতো সোমবারের দিকেই তাকিয়ে আছি।'

ফালাকাটা কলেজে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। রবিবার।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশমতো কর্মরত শিক্ষকদের টেট পাশ আবশ্যিক করা হয়েছে। সেইমতো গত শুক্রবার রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে টেটের বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। আর তাতেই অকালে চাকরি হারানোর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন রাজ্যের কয়েক লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক ক্ষোভও দেখা যায় তাঁদের মধ্যে। বিশেষ করে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেয়। সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। যদিও রবিবার স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য শুনে এখন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন শিক্ষকরা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল শিক্ষা দপ্তর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের চাকরির মেয়াদ এখনও পাঁচ বছরের বেশি রয়েছে, তাঁদের শিক্ষার অধিকার আইন মেনে ২০২৮ সালের ৩১ অগাস্টের মধ্যে বাধ্যতামূলক টেট পাশ করতেই হবে। না হলে ওই নির্দিষ্ট সময়ের পর চাকরি হারাবেন অনুত্তীর্ণ শিক্ষকরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের শিক্ষকমহলে। প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল- টেট নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশ শিথিল করতে উদ্যোগী হবে তারা। তারপরেও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের টেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তে ভ্রূ কোঁচকান শিক্ষকরা।

নিখলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালে আরটিই অ্যাক্ট সংশোধন করে রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট ঢোকানোর ফলে এই বিপত্তি হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা টেট-যন্ত্রণা নিরসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতএব শিক্ষার অধিকার আইন পুনরায় সংশোধন করে রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট বাতিল করে ২০১১ টেট নোটিফিকেশনের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত, ফলে সি টেট পাশ সার্টিফিকেটকেও রাজ্যে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মান্যতা দিতে হবে। আমাদের আশা শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের স্বার্থে উদ্যোগ নেবেন।'

> **আমরা কর্মরত শিক্ষকদের টেটের বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। যেটা বিজ্ঞপ্তি আকারে বেরিয়েছে সেটা চূড়ান্ত নয়। এখান থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় তার আইনি প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার কিছু একটা ভালো আমরা জানাতে পারব।**
>
> **দীপক বর্মন** স্কুল শিক্ষামন্ত্রী

ছাত্রদের আটক করায় প্রশ্ন জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ঘটনা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। কেউ বলছেন, কেন হাত তুলল ছাত্ররা— সে বিষয়ে তদন্ত হোক, আবার কেউ বলছেন, টিসি দেওয়া পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসাটা কি ঠিক হল? কান পাতলে শহরে রবিবারও এ ধরনের কথা শোনা গিয়েছে। তেমনই সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই ভেসে আসছে নানা মতামত। এদিকে আটক পড়ুয়ারা এখন নিরাপদ হেপাজতে কোরক হোমেই রয়েছে। জলপাইগুড়ির জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত কোনও আইনজীবী আদালতে হাজির হননি। কোনও অভিভাবকও আসেননি। সুতরাং কোনও জামিনের আবেদনও পড়েনি। সেই কারণেই বাচ্চারা সেফ কাস্টডিতে কোরক হোমেই রয়েছে। সোমবার হয়তো ওঁরা আসবেন এবং জামিনের আবেদন করবেন।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রহৃত হওয়ার পর শুক্রবার বিদ্যালয়ে এসেছিলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। তিনি প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রশাসনিক বৈঠক করার পর ২২টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠক করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের এই স্কুল থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হবে। তবে তারা অন্য কোনও স্কুলে পড়তে পারবে।' অন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশেও তিনি বলেছিলেন, 'ওদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেন কোনও প্রতিবন্ধকতা না হয়।'

খনি টাকার

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন কিছু ঠিকাদার। এই ব্যবস্থার সুবিধা কি শেষপর্যন্ত ভাঙনপীড়িত মানুষ পাচ্ছেন, নাকি একের পর এক কাজ পাওয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থা লাভবান হচ্ছে? এই প্রশ্ন একেবারে নতুন নয়। ২০২২ সালে ভূতনিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ ঘিরে স্থানীয়দের একাংশ নিম্নমানের কাজ এবং ঠিকাদারদের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। সেই সময় কয়েক কোটি টাকার কাজের পরও ভাঙন ঠেকানো যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। ২০২৫ সালেও নতুন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন ঠিকাদার ও সেচ দপ্তরের কর্মীরা। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে নতুন করে বাঁধ নির্মাণের সময় একই ঠিকাদারকে বারবার কাজ দেওয়া হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ করেন।

সেচ দপ্তরের বিগত কয়েকটি অর্থবর্ষের খরচের খতিয়ান ও টেন্ডার নথি পর্যালোচনা করলে এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনৈতিক কাজকর্মের ধরন স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নভেম্বর থেকে মার্চ- শুষ্ক মরশুমে যখন নদী শান্ত থাকে এবং স্থায়ী বোল্ডার পিচিং বা আরসিসি রিটেনিং ওয়ালের মতো শক্তপোক্ত সুরক্ষাকাজ করা সম্ভব, তখন বরাদ্দ থাকে ন্যূনতম বা কাজ হয় না। কিন্তু জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বর্ষা নামতেই 'স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড' (এসডিআরএফ) এবং সেচ দপ্তরের বিশেষ জরুরি বরাদ্দ থেকে কোটি কোটি টাকার 'ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক' বা জরুরি মেরামতের টেন্ডার নোটিশ জারি করা হয়। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে, বর্ষার তোড়ে কাজের স্থায়িত্ব বা মালপত্রের পরিমাণ পরিমাপ করা অসম্ভব বলেই ইচ্ছাকৃতভাবে এই সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়, যাতে কাজের নামে জল ঘোলা করে বরাদ্দের বড় অংশ পকেটস্থ করা যায়।

কাজের কারিগরি মানও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। সেচ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, নদীতীরে ভাঙন রুখতে ৩০০ জিএসএম বিশিষ্ট নন-ওভেন জিও-টেক্সটাইল ব্যাগে নির্দিষ্ট ফাইননেস মডুলাস বা নির্দিষ্ট ঘনত্বের পলি-মুক্ত বালি ভরার কথা। কিন্তু ভাঙন রোধে অত্যন্ত নিম্নমানের ২০০ জিএসএম-এর সাধারণ সিন্থেটিক বস্তা ব্যবহার করার অভিযোগ বারে বারে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, নির্দিষ্ট দূরত্বের বালি খাদান থেকে উন্নতমানের বালি আনার পরিবর্তে নদীর পাড় কেটে তোলা কাদা ও পলিমাটি দিয়েই বস্তাগুলি ভর্তি করা হয়। ফলে নদীর জলের সামান্য টানেই সেই পলি ধুয়ে বস্তা ফাঁপা হয়ে যায় এবং বাঁধ ধসে পড়ে। একইসঙ্গে নদীর স্রোত ঘোরাতে বাঁশের খাঁচা এবং পাথর ফেলার ডাম্পিং হিসাব দেখানো হয়, তাতেও বিশাল কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ধরা যাক, নথিতে ৫,০০০টি পর্কুপাইন বা ৫০,০০০ ঘনমিটার বোল্ডার ফেলার হিসাব আছে, তাহলে বাস্তবে তার ৩০ শতাংশ কাজও হবে না বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। জল নামলে অডিটের সময় দাবি করা হবে, যাবতীয় সামগ্রী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে অনৈতিক কারবার হলেও প্রমাণ করার উপায় থাকবে না। এই ঠিকাদারি দুর্নীতির ব্যাপ্তি শুধু নদীতীরেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ বণ্টনেও।

ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক বা সিএজি (ক্যাগ)-এর ২০১৩ সালে মালদা জেলা সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের কাজ খতিয়ে দেখা হয়েছিল। রিপোর্টটি ১০ জুলাই ২০১৪ বিধানসভায় পেশ হয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ২০০৫-'০৬ সালে মহনন্দা নদীর তিনটি প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ১০ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা অন্য তিনটি নদী-রক্ষা কাজে খরচ করা হয়েছিল। সেই তিনটির একটি ছিল ভূতনি দিয়াড়া সার্কিট বাঁধে গঙ্গার দিকের ২০.৯০ থেকে ২৫.৪০ কিলোমিটার অংশের পুনর্গঠন। অডিটের বক্তব্য ছিল, ওই তিনটি কাজে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন ছিল না। শুধু কারিগরি অনুমোদন নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। একই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, বাঁধের কাজে ব্যবহৃত কিছু উপকরণের গুণমান পরীক্ষার নথি যথাযথভাবে রাখা হয়নি এবং আধিকারিকদের পরিদর্শনের নথিও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ স্থানীয়দের নিম্নমানের কাজের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয় তা অনেক আগেই ক্যাগের রিপোর্টে উঠে এসেছে। ভূতনি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করছেন সায়ন ভৌমিক। তাঁর কথা, 'ভূতনিতে সাধারণ মানুষের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। তারপরও তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থ নানা কায়দায় লোপাট হচ্ছে, এটা আমাদের লজ্জা।'

গণতন্ত্র বেঁচে থাকে স্পর্ধিত প্রশ্নে

প্রথম পাতার পর

আমাদের ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি কখনোই অন্ধ আনুগত্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রাচীন বেদ ও উপনিষদ হল সত্যানুসন্ধান ও প্রশ্নের এক অবিচল দলিল। ঋগবেদে সৃষ্টির আদি রহস্য নিয়ে ঈশ্বর বা স্রষ্টার জ্ঞানকেও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছিল। কঠোপনিষদে কিশোর নচিকেতা মৃত্যুদেবতা যমরাজকে একের পর এক প্রশ্নে বিদ্ধ করে চূড়ান্ত সত্য আদায় করেছিল। যে দেশের আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার স্পর্ধার ওপর, সেই দেশে আজ একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা শাসক বা সংগঠিত শক্তিকে প্রশ্ন করলে জেলের ঘানি টানতে হয় বা টানার ভয় থাকে- এর চেয়ে বড় ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি আর বোধহয় কিছু হয় না।

দেশজুড়ে ক্ষমতার হুমকি এখন কেবল সরকারি নির্দেশ বা পুলিশি এফআইআর-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা বিস্তৃত হয়েছে পাড়ার মোড়ে, সামাজিক মাধ্যমের সংগঠিত আক্রমণের মধ্যে এবং বিভিন্ন অরাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ফতোয়ায়। শাসকদলকে প্রশ্ন করা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি কোনও শক্তিশালী সিন্ডিকেট, ধর্মীয় সংগঠন কিংবা উত্তেজিত জনতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খোলাও সমান বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অতীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবানেরা প্রশ্নকর্তাকে 'দেশদ্রোহী' বা 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে জেলে পুরেছে। আর আজ, শাসকের সঙ্গে সঙ্গে কোনও সামাজিক বা অরাজনৈতিক সংগঠনের সিদ্ধান্তের ভিন্নমত পোষণ করলে সাধারণ মানুষকে 'জনতার বিচারে' শারীরিক নির্যাতন বা বয়কটের শিকার হতে হচ্ছে। এই অঘোষিত 'জনতা-স্বৈরতন্ত্র' গণতন্ত্রের কাঠামোকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিচ্ছে।

আজকের ডিজিটাল যুগে বিপদটি আরও সূক্ষ্ম। সরাসরি মুখ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। এমন পরিবেশ তৈরি করলেই হয়, যেখানে মানুষ নিজেই কথা বলার আগে দশবার ভাবে- কী বললে বিপদ হবে, কার বিরুদ্ধে বললে সমস্যা হবে, কোন প্রশ্ন করলে চাকরি যাবে, কোন পোস্টে মামলা হতে পারে ইত্যাদি। এই আত্মনিয়ন্ত্রণই সবচেয়ে ভয়ংকর সেন্সরশিপ। কারণ তখন পাহারাদার বাইরে থাকে না, মানুষের মাথার ভিতরেই বসে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন— 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'— তা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর বিরোধিতা ছিল না। তা ছিল ক্ষমতা ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের, কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দৃঢ় উচ্চারণ। আজ ক্ষমতার প্রতিটি রূপ— তা রাজনৈতিক সিংহাসন হোক, অরাজনৈতিক কোনও প্রভাবশালী সংঘ হোক কিংবা হঠাৎ তৈরি হওয়া কোনও ক্রুদ্ধ জমায়েত— নাগরিকের থেকে কেবল একটাই বস্তু দাবি করে, সমবেত স্তব্ধতা। তারা চায় নাগরিক যেন নিজের বিবেক বন্ধক রেখে কেবল তাদের সুরে সুর মিলায়।

রাজপ্রাসাদে বসা শাসক হোক কিংবা রাজপথ দখল করে রাখা কোনও সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী— সবারই মনে রাখা প্রয়োজন, ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করানো যায়, কিন্তু চিন্তা স্তব্ধ করা যায় না। আথেন্সে সক্রেটিসকে হেমলক পান করিয়ে হত্যা করেছিল তৎকালীন সমাজের প্রভাবশালী অংশ এবং তথাকথিত 'জনতার বিচারালয়'। সক্রেটিসের অপরাধ ছিল, তিনি প্রচলিত ক্ষমতা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন। সেই নৃশংসতার পরেও গ্রিসে প্রশ্ন করা বন্ধ হয়নি। যে সমাজ ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, যে সমাজ কোনও সংগঠিত গোষ্ঠীর সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতজানু হয়, সেই সমাজ ধীরে ধীরে তার গণতান্ত্রিক আত্মাকে হারিয়ে ফেলে।

শুধু শাসক বা নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল নয়, প্রতিটি ক্ষমতার উৎস যারা নিজেদের আইনের বা পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে, তাদের মনে রাখা দরকার, প্রশ্ন করা কোনও অপরাধ নয়, তা নাগরিকের পরম দায়িত্ব। প্রশ্নহীন আনুগত্যের এই সংস্কৃতি ভাঙা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্র, দল কিংবা কোনও শক্তিশালী জমায়েত— কেউই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। আর স্পর্ধিত প্রশ্নের সেই আলোতেই গণতন্ত্র তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পায়।

মালয়েশিয়ায় ধৃত কিশনগঞ্জের এক ঝাঁক তরুণ

কিশনগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : অনুপ্রবেশের অভিযোগে কিশনগঞ্জের কোচাধামন ব্লকের ১১ জনের বেশি তরুণকে মালয়েশিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আরও কয়েকজন গ্রেপ্তারির ভয়ে মালয়েশিয়ার জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে বলে সূত্রের খবর। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন কিশনগঞ্জের সাংসদ জাবেদ আজাদ। সাংসদ জেলা পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমারের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিয়েছেন। পুলিশ সুপার পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই তরুণদের পরিবারের দাবি, মাস ছয়েক আগে পূর্ণিয়া জেলার রৌটাহাটের এক ট্রাভেল এজেন্ট এবং মিম নেতা হাজী নাহিদ গনিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে তাঁরা মালয়েশিয়ায় চাকরির জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের ওয়ার্ক ভিসার বদলে ট্যুরিস্ট ভিসায় পাঠানো হয় বলে অভিযোগ।

চিকেনস নেকে

প্রথম পাতার পর

৪৫ পাতার বিবৃতিতে সামগ্রিকভাবে একে অন্যের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার প্রশ্নে ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলি একমত হয়েছে। তাতে সম্মিলিত নিরাপত্তাকে জোরদার ও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি চিকেনস নেকের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গালওয়ান সংঘর্ষ তো বটেই, অপারেশন সিঁদুরের সময় বেজিংয়ের ভূমিকা নিয়ে ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিকসে চিনের অবস্থান ভারতের জন্য সন্তোষজনক।

ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রবিবার একে ছুটির দিন থাকলেও রণকৌশল ও জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বসেছিলেন হিসেবের খাতা নিয়ে। একমঞ্চে ভ্লাদিমির পুতিন এবং শি জিনপিংকে পেয়ে আখেরে কতটা লাভ হল, খতিয়ে দেখে এখন পদক্ষেপ করার ভাবনা ভারতের।

নিখোঁজ ২ পড়ুয়া

প্রথম পাতার পর

দিব্যাংশ জানায়, সে লম্বা হওয়ায় কোনওরকমে বিপদসীমার বাইরে বেরিয়ে আসে। পরে মৎস্যজীবীরা তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় সে প্রাণে বেঁচে যায়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, তিনজনই সাঁতার জানত না। তারপরও কীভাবে খরস্রোতা মহানন্দায় তারা নামল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্কুল সূত্রে খবর, মাধ্যমিকের টেস্ট সবে শেষ হয়েছে। এদিন তিনজনই হস্টেলের ওয়ার্ডেনের কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চায়। অভিভাবকদের ফোন করে অনুমতি নেওয়ার পরই তাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয়। আনুমানিক বেলা ৩টে নাগাদ তারা হস্টেল থেকে বেরোয়। চুল কাটানো এবং কিছু কেনাকাটার কথা বলে তারা বাইরে বের হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, বাইরে গেলে ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে হস্টেলে ফিরতে হয়। কিন্তু সাড়ে ৫টাতেও না ফেরায় স্কুলের তরফে খোঁজ শুরু হয় বলে দাবি। স্কুলের প্রিন্সিপাল পঙ্কজ ঝা বলেন, 'পড়ুয়াদের মাসে একবার মাত্র বাইরে যেতে দেওয়া হয়। তাও পরিবারের অনুমতি মেনে। কিন্তু কেনাকাটার নাম করে ওরা যে এভাবে মহানন্দায় নামবে তা আমাদের জানা ছিল না। পরিবারকে জানানো হয়েছে।' তবে সাড়ে ৫টায় হস্টেলে না ফেরার পরেও কেন দ্রুত খোঁজ নেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খবর পাওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন। দিব্যাংশের মা চন্দনা সাহা বলেন, 'আমাদের ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু মহানন্দায় যাবে বলা হয়নি। বললে আমরাও যেতে দিতাম না।' সাফায়েল ও প্রাগজ্যোতির কী হয়েছে তা তাদের হস্টেলের সহপাঠীদের জানা নেই। বিছানার চারদিকে খাতা, কলম, পড়ার সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওরা সুস্থভাবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক, সহপাঠীদের এখন এটাই একমাত্র প্রার্থনা।

বুলডোজার

প্রথম পাতার পর

সবাইকে ধীরে ধীরে বিকল্প ভাবতে হবে।' এরপরই শংকরের অভিযোগ, 'শুনেছি ওই ব্যবসায়ীদের থেকে নাকি টাকা নেওয়া হয়।'

পর্যটনমন্ত্রী বর্ধমান রোডে উড়ালপুল তৈরির সময় থেকে নীচে দখলদারিকে কেন্দ্র করে সক্রিয় চক্রকে নিশানা করেছেন। এদিন উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের একাংশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিতি দেওয়া কয়েকজন ব্যক্তি ও একশ্রেণির ব্যবসায়ী নিজেদের ইচ্ছেমতো জায়গা ভাগ করে দখলদারিতে মদত দিয়েছেন। ওই গোষ্ঠী মূলত রেল ওভারব্রিজ থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

অন্যদিকে, এয়ারভিউ মোড় থেকে জলপাইগুড়ি মোড়ের দিকে যাওয়া উড়ালপুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অংশ আরেক গোষ্ঠীর দখলে ছিল বলে অভিযোগ। তাঁরা আবার পালাবদলের পর নিজেদের বিজেপি-ঘনিষ্ঠ প্রমাণে মরিয়া। তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে অভিযুক্তদের নাম কানে গিয়েছে শিলিগুড়ির বিধায়কেরও।

ফ্লাইওভার তৈরির সময় দু'পাশের অংশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও মাঝের রেল ওভারব্রিজের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সেসময় থেকেই দখলদারি শুরু হয়। এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও পুরনিগমের তৎকালীন পদাধিকারীরা নিরুত্তাপ ছিলেন।

উড়ালপুল উদ্বোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বিউটিফিকেশনের কথা শুনে কিছুদিনের জন্য প্রত্যেকেই নিজেদের দোকান, গ্যারাজ বন্ধ করে রেখেছিলেন। যদিও পরে মদত দেওয়া 'দাদা'দের ভরসায় ব্যবসা শুরু করেন।

এদিন এয়ারভিউ মোড় ও সন্তোষীনগর মোড় সংলগ্ন উড়ালপুলের শেষ দুই মাথা থেকে অভিযান শুরু হয়। বুলডোজার দিয়ে দোকানপাট তুলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের দোকান বাঁচাতে ব্যবসায়ীরা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়ান।

গৌর কর্মকার নামের একজনকে বলতে শোনা যায়, 'আমার দুই লক্ষ টাকার দোকান ভেঙে দেওয়া হল। এবার তাহলে আমি কী করব? ঝংকার মোড়ে তাহলে ছিনতাইয়ের জন্য রাতে চাকু নিয়ে বসে পড়ি।'

তবে, এদিন সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয়েছে কারবালা সংলগ্ন ফ্লাইওভারের নীচের অংশকে গ্যারাজে পরিণত করে বাইক ও স্কুটার রাখা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। একে একে সেগুলো বের করার সময় মহম্মদ কাদের নামে একজন বাধা দেন। তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ।

উড়ালপুলের নীচে হোটেলও খোলা হয়েছিল। সেখানকার কর্মী মালতী রায় বলেছেন, 'আগে আমরা এয়ারভিউ মোড়ে যাওয়ার রাস্তার ধারে ফুটপাথে ব্যবসা করতাম। দাদাদের কথা শুনে উড়ালপুলের নীচে বসলাম। এখন আর কেউ নেই। অভিযানের আগে নোটিশ দিলে হোটেলের সামগ্রী সরিয়ে নিতে পারতাম।'

পুলিশের দাবি, শনিবার বিকেল থেকে দোকানপাট সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতে টিম বেরোলেও একাধিক দোকান-হোটেল বন্ধ ছিল। যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরাও নাকি এদিন সকাল অবধি কিছু সরাননি।

বাঘ-বাইসনের ডেরায় অদম্য জেদের নাম জীবন

কোলাপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : রোজকার রুটিন। ঘন জঙ্গল, পায়ে হাঁটা খানাখন্দে ভরা পথ। চারধারে লেপার্ড আর ইন্ডিয়ান বাইসন বা গৌরের অবাধ বিচরণ। বন দপ্তরের কড়া নির্দেশ, এই রাস্তায় হাঁটার সময় কোথাও এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ানো বা বসা চলবে না। যে কোনও সময় বিপদ ধেয়ে আসতে পারে। বয়স ৫৫ পেরিয়েছে, কিন্তু গত ১৩ বছর ধরে এই রুটিনের নড়চড় হয়নি। প্রতিদিন আড়াই কিলোমিটার পাহাড়ি জঙ্গল ভেঙে যাওয়া আর আড়াই কিলোমিটার ফিরে আসা।

কার জন্য এই হাড়ভাঙা খাটুনি? উত্তরটা শুনলে চমকে যেতে হয়। গোটা স্কুলের খাতায়-কলমে পড়ুয়া মাত্র একজন! গল্প নয়, ঘোর বাস্তব। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার গগনবাওড়া তালুকের প্রত্যন্ত গ্রাম কাওয়ালটেক ধনগড়ওয়াড়া। সেখানেই একটি জেলা পরিষদ স্কুল চালান জীবন মিঠারি। তাঁর একমাত্র ছাত্রী তৃতীয় শ্রেণির স্বরা বোড়কে। সঙ্গে তার পাঁচ বছরের ছোট বোনও এসে বসে ক্লাসে। কারণ ওই তল্লাটে সরকারি কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। এই দুই একরত্তি মেয়ের জন্য জীবনের এই রোজকার লড়াই।

প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন এই চরম ঝুঁকি? সাধারণত এমন দুর্গম পোস্টিংকে সরকারি চাকরিতে 'পানিশমেন্ট ট্রান্সফার' বা শাস্তিমূলক বদলি হিসেবে ধরা হয়। যাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তাঁরা নাকি এমন পোস্টিং এড়িয়ে চলেন। জীবন একসময় কোলাপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। অর্থাৎ প্রভাব তাঁর নেহাত কম ছিল না। সহকর্মীরা একবার খোঁটা দিয়ে বলেছিলেন, বড় পদের লোকেরা নাকি শুধু শহরের আরামদায়ক স্কুলে পোস্টিং নেন। কথাটা মারাত্মকভাবে গায়ে লেগেছিল জীবনের। ২০১৩ সালের ২৬ জুলাই নিজেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই দুর্গম বদলি বেছে নিয়েছিলেন। প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, দায়িত্ববোধ কোনও পদের তোয়াক্কা করে না।

প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে তাঁর একমাত্র ছাত্রীর সঙ্গে জীবন মিঠারি।

কোলাপুর জেলার ধনগড়ওয়াড়া বা পশুপালকদের গ্রামটি আজ প্রায় জনশূন্য। একসময় এখানে ৭০ থেকে ১০০টি পরিবারের বাস ছিল। কিন্তু কাজের খোঁজে ২০০০ সাল থেকে দলে দলে মানুষ কোলাপুর শহরে পাড়ি দিতে শুরু করেন। কারণ আর কিছু নয়, বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং পাকা রাস্তার অভাব। গ্রামটিতে আজ বয়স্ক কয়েকজন ছাড়া আর বিশেষ কেউ নেই। স্বাভাবিকভাবে স্কুলও ফাঁকা। কিন্তু শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী, পড়ুয়া কম থাকলেও স্কুল বন্ধ করা যাবে না।

কাছাকাছি অন্য একটি স্কুল রয়েছে বটে, তবে সেটা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। পাহাড়ি আর জঙ্গলের পথে আট বছরের এক শিশুর পক্ষে রোজ ১১ কিলোমিটার যাতায়াত করা কার্যত অসম্ভব। বর্ষায় এই এলাকা যখন জলকাদায় থিকথিক করে আর জোঁকের উপদ্রব বাড়ে, তখন ওই পথ ধরে হাঁটা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে পা দেওয়া। স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে ওই দুই শিশুর পড়াশোনা চিরকালের মতো লাটে উঠত।

জীবনের কথায়, 'আমি রক্তমাংসের মানুষ। ভয় তো করেই। কিন্তু এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।' কিছুদিন আগে এই জঙ্গলের রাস্তায় একটি গবাদিপশুকে শিকার করেছে লেপার্ড। তবু দমে যাননি তিনি। উলটে স্থানীয়দের থেকে জঙ্গলে টিকে থাকার কৌশল শিখে নিয়েছেন। পশুর পায়ের ছাপ বা হাতির পালের গতিবিধি এখন তিনি ভালোই বোঝেন।

২০২৯ সালের মে মাসে অবসর নেবেন। তার আগে জীবনের একটাই লক্ষ্য, স্কুলের চারধারে একটা শক্তপোক্ত সীমানা প্রাচীর তৈরি করা। পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়, বরং ক্লাস চলাকালীন ওই দুই কচি প্রাণকে বন্যপ্রাণীর হাত থেকে বাঁচাতে। সরকারের কাছে তাঁর এই একটিই দাবি। তাঁর মতে, পড়ুয়া একজন হোক বা একশো, শিক্ষকের দায়িত্ব কখনও কমে যায় না। বিপৎসংকুল জঙ্গলপথের যাতায়াতকে শরীরচর্চা হিসেবে মেনে নিয়েছেন অদম্য মানুষটি। প্রমাণ করে দিয়েছেন, সদিচ্ছা থাকলে কোনও অজুহাতই ধোপে টেকে না।

এআই-এ লাগাম

প্রথম পাতার পর

মতো প্রবেশাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব আমরাও চালু করব। এটা অত্যন্ত কার্যকর প্রস্তাব।' যদিও সত্যিই প্রযুক্তির বিকাশের অগ্রগতি আটকে দেওয়া সম্ভব কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আইন করে এই বিকাশ আটকানো অসম্ভব বলে অনেকের মত।

তবে রাশ টেনে যেমন গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসিয়ে বা গাড়ির ব্রেককে উন্নত করে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমানো যায়, তেমনই এআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির থেকে কমিয়ে রাখার প্রস্তাবই ওপেনএআই-এর কর্ণধার তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন, এআই-এর অত্যাধুনিক মডেলগুলির ঝুঁকি এত বেশি যে, সেই গবেষণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

বিশ্বের বড় গবেষণাগারগুলিতে এমনভাবে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে যাতে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে অভিযোগ তুলে খোদ আমোদেই-এর সংস্থার এক কর্মী সম্প্রতি ইস্তফা দিয়েছেন। জেকব কক্সন নামে ওই কর্মীর অভিযোগ, 'এআই নির্মাতারা এমন প্রযুক্তি তৈরি করছেন যা এই দশকের মধ্যে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। এই সতর্কবার্তা প্রসঙ্গে সহমত আমোদেই বলেন, 'যদি আমরা ভুল পথে হাঁটি, তবে বিপদ মারাত্মক আকার নিতে পারে।'

তবে এই তিন প্রযুক্তিকর্তার অবস্থানকে 'অপর্যাপ্ত' বলে মনে করছেন মার্কিন সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। তিনি বলেন, 'পাহাড়ের খাদ থেকে পড়ে যাওয়ার মুখে অ্যাক্সিলারেটার থেকে পা একটু আলগা করাই যথেষ্ট নয়, কষে ব্রেক কষতে হবে।' অনেক সংস্থাতেই গবেষকরা এখন কর্তৃপক্ষের ওপর এআই নিয়ে কাজে ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করতে চাপ দিচ্ছেন। নাহলে ভবিষ্যতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৮১৮ সালে মেরি শেলির উপন্যাসে মৃতদেহের বিভিন্ন অংশজুড়ে এমন একটি ভয়ংকর দেখতে প্রাণী তৈরির কাহিনী ছিল। কদাকার চেহারা দেখে স্রষ্টা নিজেই প্রাণীটিকে প্রত্যাখ্যান করে। মানুষের ভালোবাসা চেয়ে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাণীটি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত আরও অনেকের সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টিরও ধ্বংস হয়। এমন পরিণতি ঠেকাতেই এআই সংস্থার কর্তারা এখন মরিয়া।

শীর্ষস্থান, ইউএস ওপেন রাইবাকিনার

নিউ ইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর : ম্যাচটা ছিল চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালের রিপিট টেলিকাস্ট। ফলাফলও হল সেই খেতাবি লড়াইয়ের মতো। সেদিন মেলবোর্নে আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন এলিনা রাইবাকিনা। শনিবার রাতে ২৭ বছরের রাইবাকিনার প্রাপ্তির ভাণ্ডার মেলবোর্নের চেয়ে বেশি। কারণ এদিন সাবালেঙ্কাকে ৬৪, ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়ে শুধু ইউএস ওপেন জেতাই নয়, বেলারুশের তারকার থেকে শীর্ষস্থানও কেড়ে নিলেন কাজাখস্তানের রাইবাকিনা।

এদিন ছিল সাবালেঙ্কা-রাইবাকিনা দ্বৈরথের তৃতীয় পর্ব। মুখোমুখি সাক্ষাতে সাবালেঙ্কা ১০-৭ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও গত বছরের শেষদিক থেকে রাইবাকিনার পালে হাওয়া লাগতে শুরু করে। ডব্লিউটিএ ফাইনালসে সাবালেঙ্কাকে হারানোর পর এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও রাইবাকিনা খেতাব ছুঁয়ে দেখেন। আর শনিবার রাতে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেট হারলেও রাইবাকিনার চ্যাম্পিয়ন হতে অসুবিধা হয়নি। ফ্ল্যাশিং মিডোর নতুন রানি হয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে একই বছরে দুইটি

হেরে এলিনাকে নয়া চ্যালেঞ্জ সাবালেঙ্কার

হ্যাটট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া করে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

গ্র্যান্ড স্ল্যামের এক নম্বর তারকাকে হারানোর বিরল নজির গড়লেন রাইবাকিনা।

অথচ রাইবাকিনার ইউএস ওপেনে অংশগ্রহণ নিয়েই সংশয় ছিল। পায়ের চোটের জন্য সিনসিনাটি মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে মাঝপর্বে ইগা সোয়াতেককে ওয়াক ওভার দিতে বাধ্য হন রাইবাকিনা। ফ্ল্যাশিং মিডোয় নাম এন্ট্রি করেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। চোটের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রাইবাকিনা বলেছেন, 'আরও বেশি করে নিউ ইয়র্কের প্রেমে পড়ে গেলাম। এই মুহূর্তগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে।'

সেমিফাইনালে ওঠার পর বুধবার অনুশীলনের মাঝে সাবালেঙ্কা জানতে পেরেছিলেন, কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের কুইনওয়েন ঝ্যাংকে হারানোয় রাইবাকিনা মহিলাদের সিঙ্গলসে নতুন একনম্বর হতে চলেছেন। কিছুক্ষণের জন্য হতাশা গ্রাস করলেও বিষয়টিকে খুব একটা পাত্তা দেননি। কারণ সাবালেঙ্কার বিশ্বাস ছিল, ৯৯ সপ্তাহ পর শীর্ষস্থান হাতছাড়া হলেও বিশ্বের তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে টানা তিনবার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন। কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সবটাই বদলে

প্রথমবার ইউএস ওপেন জয়ের পর এলিনা রাইবাকিনা।

গেল। তাই শনিবার খেতাব থেকে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হওয়ার রাগে কোর্টে র‍্যাকেট আছাড় মারেন, ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন সাবালেঙ্কা।

'থ্রি পিট' করতে না পারার হতাশার মাঝে রাইবাকিনার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন সাবালেঙ্কা। বলেছেন, 'আমি তো ৯৯ সপ্তাহ এক নম্বরে ছিলাম। দেখা যাক, এলিনা আমাকে টপকাতে পারে কিনা। তবে ও যদি বর্তমান ফর্ম ধরে রাখে তাহলে আমার পরিসংখ্যান সমস্যায় পড়বে।' এদিনের পারফরমেন্স প্রসঙ্গে সাবালেঙ্কার সংযোজন, 'গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে যেভাবে খেলা উচিত, আমি সেটা পারিনি। এলিনার সার্ভিস তুলনাহীন ছিল। কোর্টে ও অনেক বেশি আগ্রাসী মানসিকতা দেখিয়েছে। যোগ্য হিসেবেই এলিনা চ্যাম্পিয়ন।'

মহমেডানের চ্যালেঞ্জের সামনে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। কঠিন হয়েছে লিগের লড়াই। খেতাবের দৌড়ে ভেসে থাকতে হলেও সোমবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই লাল-হলুদ ব্রিগেডের সামনে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাসের কাজ আরও কঠিন করে দিয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের অনুপস্থিতি।

কলকাতা লিগে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী
সম্প্রচার : নম্বর টেন স্পোর্টস অ্যাপ

কঠিন পরীক্ষার মুখে ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস।

চোটের জন্য মাঠের বাইরে মনোতোষ মাঝি ও বিক্রম প্রধান। সুপার সিক্সের বাকি দুই ম্যাচেও তাঁদের খেলার সম্ভাবনা নেই। আগেই অফিস প্রতিযোগিতায় খেলতে চলে গিয়েছিলেন চাকু মান্ডি। মহমেডান ম্যাচের আগে সেই তালিকায় জুড়েছে অঙ্কন ভট্টাচার্যর নাম। সোমবার সম্ভবত তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। আশঙ্কা, অঙ্কনের অনুপস্থিতিতে লাল-হলুদ রক্ষণের বাঁধন আলগা হতে পারে। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে বিজয় মুর্মু মাঠে ফেরায় দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমছে। ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে আক্রমণভাগের ব্যর্থতা এবং ফুটবলারদের মধ্যে তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়েছিল। বিজয় ফিরলে সেই সমস্যা মিটলেও মিটতে পারে। তিনি নিজে যেমন গোল করতে পারেন, আবার তেমন গোলের জন্য বল সাজিয়েও দিতে পারেন। সবমিলিয়ে মহমেডানের বিরুদ্ধে বড় ম্যাচ খেলতে নামার আগে লাল-হলুদ শিবিরের আবহটা বেশ থমথমে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলেও যে লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের জন্য তাদের মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সেখানে সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে ভবনীপুর এফসি-কে হারানোর পর নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়েছে মহমেডান। সোমবার ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে সেই আত্মবিশ্বাসই সাদা-কালো শিবিরের মূলধন। ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মানও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন মহমেডানকে। ইউনাইটেড ম্যাচের পরই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'মহমেডান যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। দলে ভারসাম্য রয়েছে। ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে না।' এদিকে, সোমবার ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে। তবে ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি মেলেনি। যে কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজক আইএফএ। একদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, লাল-হলুদ বনাম সাদা-কালো বড় ম্যাচ সরছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে। এদিন সেই খবরেই সিলমোহর দিল বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

ভুল শোধরানোর বার্তা বাবরের

পাক ক্রিকেটে সবই ধোঁয়াশায় : আফ্রিদি

ব্যাটে-বলে লড়াই করেও হোয়াইটওয়াশ আটকাতে না পেরে হতাশ আব্বাস।

বার্মিংহাম, ১৩ সেপ্টেম্বর : সিরিজ খোয়ানোর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বাবর আজম, শান মাসুদ, অভিষেককারী রাজাউল্লাহরা কিছুটা লড়াই করেছিলেন। কিন্তু লাভের লাভ হয়নি। শনিবার বার্মিংহাম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করেছে জো রুট ব্রিগেড। বাবরদের জঘন্য পরাজয়ের পর সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকরা।

শনিবার ইংল্যান্ড ১৩০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম ওভারেই মহম্মদ আব্বাসের দাপটে দুই উইকেট হারায়। তবে এখানেই শেষ। এরপর ১২৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে পাকিস্তানের 'চুনকাম' সম্পূর্ণ করে ফেরেন অধিনায়ক রুট (অপরাজিত ৬২) ও জর্ডন কক্স (অপরাজিত ৫৯)। মাঠে ও রানতাড়ায় নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, টেস্টে প্রথম ব্যাটার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে ২ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন রুট। একইসঙ্গে টেস্টে সর্বাধিক রানের মালিক শচীন তেন্ডুলকারের (১৫৯২১) সঙ্গেও দূরত্ব কমিয়ে ফেলেন রুট (১৪২৭৮)। দলের শোচনীয় পারফমেন্সের পর প্রাক্তন পাক অলরাউন্ডার শাহিদ আফ্রিদি বলেছেন, 'পাকিস্তান ক্রিকেটে এখন সবই ধোঁয়াশা। সবই আবছা। পুরো সিস্টেমেই গণ্ডগোল রয়েছে। শুধুমাত্র প্লেয়ারদের বলির পাঁঠা করে লাভ নেই।'

> **এখানে আসার আগে আমাদের মাথায় অনেক কিছু ছিল। ভাবনাচিন্তা করে দল নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম দুই টেস্ট হারের পর বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ইংল্যান্ড সফর সব সময়ই ব্যাটারদের জন্য কঠিন হয়।**
>
> **-বাবর আজম**

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে হারের পর স্কোয়াডের সাতজনকে ফেরত পাঠায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সরফরাজ আহমেদের বদলে টেস্ট দলের কোচ হয়ে যান মাইক হেসন। নতুনদের নিয়েও বার্মিংহামে হারের স্বাদ পেতে হয়েছে পাকিস্তানকে। দেশের ক্রিকেটের এই দশায় একেবারেই অবাক নন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রাম। বলেছেন, 'খুবই হতাশাজনক পরিস্থিতি। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে একই অবস্থা চলে আসছে। কোনও বদল নেই। যার পিছনে একটি নয়, একাধিক কারণ দায়ী। লাল বলের ক্রিকেটে দেশে প্রতিভার খামতি রয়েছে। পিসিবি চেয়ারম্যানকে দোষ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সত্যিটাকে অস্বীকার করলে আরও খারাপ সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' পরিকল্পনার অভাবকে দুষছেন ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী লেগস্পিনার মুস্তাক আহমেদ। তাঁর কথায়, 'একটা সময় আমাদের দলে একগাদা ম্যাচ উইনার থাকত। যার জন্যই অতীতে আমরা একাধিক স্মরণীয় পারফরমেন্স করেছি। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্যে ভাটা পড়েছে। যা ঠিক করতে সময় লাগবে। বর্তমান দলে ম্যাচ উইনারের অভাব স্পষ্ট।'

প্রাক্তনীদের আক্রমণের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর। বলেছেন, 'আমার মনে হয়, আমাদের বসে ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেমন একাদশ নিয়ে টেস্ট খেলা উচিত, তা পর্যালোচনা দরকার। সঠিক ক্রিকেটারদের বেছে নিতে হবে। কোচ, নির্বাচক সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সবদিক খতিয়ে দেখে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। সেরা ১১জনকে বেছে নিতে হবে আমাদের।'

ইংল্যান্ড সফর নিয়ে বাবর আরও বলেছেন, 'এখানে আসার আগে আমাদের মাথায় অনেক কিছু ছিল। ভাবনাচিন্তা করে দল নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম দুই টেস্ট হারের পর বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ইংল্যান্ড সফর সব সময়ই ব্যাটারদের জন্য কঠিন হয়। প্রথম দুই টেস্টের পিচও বেশ কঠিন ছিল।'

গোলের পর লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকেও জয় অধরা মায়ামির

মায়ামি, ১৩ সেপ্টেম্বর : মন্ট্রিয়লের বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে জয়ের ম্যাচে একাই চারবার স্কোরশিটে নাম তুলেছিলেন। মাঝের দুই ম্যাচে লিওনেল মেসি গোলের দেখা পাননি। ইন্টার মায়ামিও আটকে গিয়েছিল। শনিবার রাতে মেসি ম্যাজিক দেখলেন দর্শকরা। কিন্তু মেজর সকার লিগে ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। যার ফলে ন্যাশভিলের থেকে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলেন মেসিরা।

৪ মিনিটে স্যাম স্টারিজের গোলে ন্যাশভিল এগিয়ে যায়। ১৯ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে মায়ামি। আত্মঘাতী গোল হলেও মেসির বাঁক খাওয়ানো কর্নার ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল জড়িয়ে ফেলেন রিড-বাকের হোয়াইটনিং। ৬২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে মায়ামিকে ম্যাচে এগিয়ে দেন মেসি। ভাগ্য ভালো থাকলে এদিন মেসি হ্যাটট্রিকও পেয়ে যেতেন। তাঁর দুইটি শট পোস্টে লাগে। তবে সংযুক্তি সময়ে স্টারিজের দ্বিতীয় গোল মেসিদের পুরো পয়েন্ট নিতে দেয়নি।

ছন্দ ধরে রাখতে চায় বাগান

লড়াইয়ের হুংকার বেগুনি ব্রিগেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রথম ম্যাচে কোল ইন্ডিয়াকে হারিয়ে কলকাতা লিগের খেতাবি যুদ্ধে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

২০১৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে কাস্টমসকে হারিয়ে শেষবার কলকাতা লিগ জিতেছিল মোহনবাগান। সেবারেও আটবছরের খরা কাটিয়ে লিগ জিতেছিল মোহনবাগান। এবারেও সেই একই পরিস্থিতি সবুজ-মেরুনের সামনে। আটবছর পর কলকাতা লিগ জয়ের হাতছানি তাদের সামনে।

প্রথম ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে লড়াইটা কিন্তু সহজ নয় মোহনবাগানের সামনে। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব গত ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে আটকে দিয়েছে। বেগুনি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না মোহনবাগান। এই ম্যাচ জিতে খেতাবী দৌড়ে

কোল ইন্ডিয়া ম্যাচের মতো সোমবারও মোহনবাগান তাকিয়ে থাকবে মনবীর সিংয়ের দিকে।

আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য তাদের। দলে খুব বেশি পরিবর্তন হচ্ছে না। গত ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন লিস্টন। তাঁকে নিয়ে কোনও বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছে না মোহনবাগান। এই ম্যাচে লিস্টনকে দলে রাখা হচ্ছে না। তাঁর পরিবর্তে অভিষেক টেকচাম দলে আসছেন। এছাড়া দীপক টাংরিকে বসানো হতে পারে। তাঁর জায়গায় আপুইয়া কিংবা অভিষেক সূর্যবংশীর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

গতবার অল্পের জন্য কলকাতা লিগ হাতছাড়া করেছিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। এবার সেই আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া তারা। ইউনাইটেড কোচ লালকমল ভৌমিকের গলায় লড়াইয়ের সুর। তিনি

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব**

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** মোহনবাগান মাঠ
সম্প্রচার : নম্বর টেন স্পোর্টস অ্যাপ

বলেছেন, 'গত ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে আটকালেও আমার ছেলেদের কারোর মনে বাড়তি আত্মতুষ্টি নেই। বরং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর। সবুজ-মেরুন ব্রিগেড সবদিক থেকেই অন্য দলগুলির থেকে এগিয়ে। আমরা এই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে নামব।' কলকাতা লিগে ইতিমধ্যে ১০টি গোল করেছেন বেগুনি ব্রিগেডের শ্রীনাথ। তিনিই ইউনাইটেডের তুরুপের তাস। এছাড়া বিকি থাপা, অমিত বসাকরা ম্যাচের রং বদলে দিতে তৈরি।

সেরা ভিএনসি মর্নিং সকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি আয়োজিত শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভিএনসি মর্নিং সকার। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে জিতেছে হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। ফাইনালের সেরা পলাশ রায় ভিএনসি-র হয়ে জোড়া গোল করে। তাদের অন্য গোলটি অনিমেষকুমার বরার। হিডেনের গোলস্কোরার রোনক মুন্ডা ও দেবজিৎ দে। সুজিত সেনগুপ্ত ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে উইনার্স এফসি। প্রতিযোগিতার সেরা হয়ে অনির্বাণ দত্ত পেয়েছে গৌতম গুহ ট্রফি। সেরা ডিফেন্ডার, গোলকিপার ও মিডফিল্ডার যথাক্রমে দেবজিৎ,

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উচ্ছ্বাস ভিএনসি মর্নিং সকারের। ছবি : সূত্রধর

ঋষভ বিশ্বকর্মা এবং আর মুন্ডা। প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারের পুরস্কার নিলয় শংকরের হাতে উঠেছে। সর্বাধিক গোলস্কোরার পলাশ।

উশু সংস্থার সিদ্ধান্তে সমর্থন, সুর বদল দিব্যাংশীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুর বদল। যোগ্যতা প্রমাণের পরও এশিয়ান গেমসের দল থেকে বাদ পড়ায় জাতীয় উশু ফেডারেশনের প্রতি রীতিমতো বিষোদ্গার করেছিলেন উশু খেলোয়াড় দিব্যাংশী চৌধুরী। পরে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন ১৮ বছরের তরুণী। কিন্তু রবিবার সকালে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দিব্যাংশী জানিয়ে দিলেন, উশু সংস্থার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি।

আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত সাত সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছিলেন দিব্যাংশী। কিন্তু শুক্রবার চোটের কারণে তাঁর নাম বাদ দিয়ে রোশিবিনা দেবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার পরেই সংস্থার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন দিব্যাংশী। রবিবার এক নতুন ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, 'জাতীয় উশু সংস্থা আমাকে বুঝিয়েছে, স্বাস্থ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে দেশের হয়ে পদক জিততে হলে আগে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম ফেডারেশন আমার পাশে নেই। কিন্তু এখন সেই ধারণা বদলে গিয়েছে। সংস্থা আমার পাশেই রয়েছে। ২০৩০ এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ই এখন আমার লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেছেন, 'ফেডারেশন চায়, আমি চোট সারিয়ে আবার খেলায় ফিরি। ক্রীড়ামন্ত্রীও আমার সঙ্গে কথা বলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি।'

জর্ডন পৌঁছে বিশ্রামে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গ্রুপ পর্যায়ের প্রথম ম্যাচ খেলতে জর্ডন পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল।

রবিবার ভোররাতে আম্মানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় লাল-হলুদ বাহিনী। ২৩ সদস্যের দল অ্যাওয়ে ম্যাচে নিয়ে গেলেন দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। নিয়ে যাওয়া হল না সৌভিক চক্রবর্তী ও বরিস সিং থাংজামকে। যাওয়ার সময়ে বিমানবন্দরে বেশ দেরিতে পৌঁছান মহম্মদ বসিম রশিদ। কোমরের ব্যথার জন্য তিনি আদৌ খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন আছেই। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আসছেন না দেখে চিন্তায় পড়ে যান দলকে বিদায় জানাতে আসা সমর্থকরা। সংবাদমাধ্যমের কাছেও বিষয়টি নিয়ে ছিল নানা প্রশ্ন। কিন্তু শেষপর্যন্ত রশিদ এসে পৌঁছে যান এবং দলের সঙ্গে রওনা দেন আম্মানের উদ্দেশ্যে। ভারতীয় সময় বিকেল চারটের পর গোটা দল জর্ডনের মাটি ছোঁয়। দোহা হয়ে কতটা সময় লাগবে তা নিয়ে নানারকম চিন্তা থাকলেও মোটামুটিভাবে ১৩-১৪

জর্ডনে পৌঁছানোর পর টিম ইস্টবেঙ্গল। রবিবার।

ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয় এই সফর। প্রায় সারা রাতই জেগে থাকায় ওখানকার সময় দুপুর নাগাদ পৌঁছে বিশ্রামেই ছিল দল। বুধবার ম্যাচের আগে দুটো দিন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন রোহিত দানু-আনোয়ার আলিরা। দল সূত্রের খবর, প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন হিজাজি মাহের। তবে তিনি ইস্টবেঙ্গল হোটেলে গেলেন কিনা তা রাত পর্যন্ত জানা যায়নি। একে আনার্উদ লোবা সোমবারই কলকাতায় পৌঁছালেও তাঁর এই আল হুসেইন ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই। আপাতত রশিদ ছাড়া ড্যানি র‍্যামিরেজ, ক্রিস ইকনোমিডিস এবং দিয়েগো জিভুলিচকে নিয়ে চার বিদেশি গেলেন দলের সঙ্গে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় টায়ারের মতো একটা টুর্নামেন্ট খেলার পক্ষে খুব যে শক্তিশালী দল নিয়ে যেতে পারলেন তা বলা যায় না। তবে হাবাসের মতো কোচ কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও অবশ্য আশার বার্তাই দিয়ে থাকেন। তাই যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'আমরা ড্রয়ের জন্য খেলব না। কারণ আমার ফুটবল দর্শনে কোনও দৈত্য বা আন্ডারডগ নেই। যদি প্রতিপক্ষ ৯০ মিনিট আমাদের থেকে ভালো খেলতে পারে সেটা তাদের কৃতিত্ব। কিন্তু আমরা এই পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছি। এবার জয়ের জন্যই খেলব।' ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে

দেখা করতে পারেন হিজাজি

হারের পর থেকে হাবাসের দল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। সেখানে বরং প্রতিপক্ষ আল হুসেইন জর্ডন প্রিমিয়ার লিগের শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি হেরে বেশ বেকায়দায়। ফলে তুল্যমূল্য লড়াই হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল যখন জর্ডন গেল তখনই দেশে ফিরে গেলেন চোট পাওয়া ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে। এফিয়ং সুঙ্গুসিও সম্ভবত আর আসবেন না। আবুবকর কামারার সঙ্গেও কথাবার্তা ভেস্তে গিয়েছে। এবার এক পোলিশ স্ট্রাইকারের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়েছে বলে খবর।

৮৭ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন রোনাল্ডোরা

রিয়াধ, ১৩ সেপ্টেম্বর : গোল পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর দলও শনিবার রাতে আল খলিজের বিরুদ্ধে সৌদি প্রো লিগে জয় পায়নি। তারপরও ৮৭ বছরের রেকর্ড ভাঙল আল নাসের। বিশ্বের প্রথম ক্লাব হিসেবে টানা ৯৪টি ম্যাচে গোল করার নজির গড়ল সৌদি আরবের ক্লাবটি। আগের রেকর্ডটি ছিল আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেটের (৯৩ ম্যাচ)। এদিন প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আল খলিজকে এগিয়ে দেন ওমর মাসকারেল। রোনাল্ডো বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি। ৭২ মিনিটে আব্দুল্লাহ আল হামদান স্কোরশিটে নাম তুলে আল নাসেরকে ১ পয়েন্ট এনে দেন।

আল খলিজের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর হতাশ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক (পূর্বা) :** তোমার ৪০তম শুভ জন্মদিনে জানাই আমাদের অফুরান ভালোবাসা। ভালো থেকো। –সুমিত আর তাতু। উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি।

বিতর্ক উসকে দিয়ে শুরুতে বন্দে মাতরম

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজনীতির গণ্ডি ছাপিয়ে ক্রিকেট মাঠেও ঢুকে পড়ল ‘বন্দে মাতরম’ বিতর্ক। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত-আফগানিস্তান ‘ফ্রেন্ডশিপ’ সিরিজের প্রথম বল পড়ার আগে কিছুটা অবাক করেই শুরুতে বাজানো হল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বন্দে মাতরম...’। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জনগণমন...’।

ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বরাবরই ‘জনগণমন অধিনায়ক...’ গাওয়া বা বাজানো হয়। ক্রিকেট মাঠও যার ব্যতিক্রম নয়। যদিও কিছুদিন ধরেই বর্তমান বিজেপি সরকার ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে সরব। সেই ভাবনার প্রতিফলন রবিবাসরীয় ইন্দো-আফগান ক্রিকেট দ্বৈরথেও। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা পরম্পরা ভেঙে প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাজানো হল ‘বন্দে মাতরম..’। তারপর ‘জনগণমন...’।

ভারত-আফগানিস্তান টি২০ দ্বৈরথ

ম্যাচের আগে দুই দলের ক্রিকেটাররা সারিবদ্ধ। প্রথমে ‘অতিথি’ দল ভারতের পালা। শুরুটা ‘বন্দে মাতরম’ দিয়ে। মাঠে উপস্থিত ভারতীয় খেলোয়াড়রাও

প্রথম টি২০ ম্যাচের আগে জাতীয় সংগীত গাইছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। নয়াদিল্লিতে রবিবার।

বোধহয় এই বদলের সঙ্গে সেভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। পরে ‘জনগণমন...’ বাজানোর সময় জসপ্রীত বুমরাহ থেকে তিলক ভার্মাও গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলালেন। এতদিনের অভ্যাস বলে কথা।

‘বন্দে মাতরম...’ নিয়ে চলতি রাজনৈতিক তর্জায় নতুন করে ঘি ঢালবে। আগামীদিনে বিতর্কের পারদ চড়লে বলার কিছু থাকবে না। তবে বাংলা তথা ভারতের দুই মনীষীর দুই সৃষ্টিই ভারতীয় অন্তরাত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। বিতর্ক সরিয়ে ফ্রেন্ডশিপ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে সেই আবেগে ডুব দেওয়ার সুযোগ।

স্কোরবোর্ড

ভারত

স্মৃতি রানআউট	৫৯
শেফালি ক আতাপাত্তু বো প্রবোদা	৬৮
হরমনপ্রীত ক পরি বো অযোধ্যা	১৪
রিচা ক দিলহারি বো আতাপাত্তু	১৭
দীপ্তি রানআউট	৫
ফুলমালি অপরাজিত	২
কমলিনী অপরাজিত	১৫
অতিরিক্ত	৩
মোট (২০ ওভার, ৫ উই.)	**১৮৩**

শ্রীলঙ্কা

দুলানি বো গৌড়	৪
আতাপাত্তু স্টা রিচা বো দীপ্তি	৩৬
গুণারত্নে বো দীপ্তি	২০
হর্ষিতা ক ও বো শ্রী চরণি	৯
নীলাক্ষিকা ক কমলিনী বো শ্রী চরণি	২২
কবিশা ক নন্দনী বো শ্রী চরণি	৭
হাসিনি ক শ্রী চরণি বো শেফালি	১
কৌশিনী বো দীপ্তি	৯
সুগন্দিকা ক নন্দনী বো শ্রী চরণি	১
মিতালি স্টা রিচা বো প্রেমা	০
চামুন্ডি অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	২
মোট (২০ ওভার, অল আউট)	**১১১**

গোলের পর গর্জন কিলিয়ান এমবাপের।

বড় জয় রিয়াল, বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : অপ্রতিরোধ্য কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগায় ফের জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ। টানা তিন ম্যাচ জিতে লা লিগায় দারুণ সূচনা করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু রিয়াল বেতিসের কাছে হেরে ছন্দপতন হয়। শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ঘরের মাঠে রায়ো ভায়োকানোকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে চেনা ছন্দে হোসে মোরিনহোর ছেলেরা।

১৪ মিনিটেই খাতা খোলে রিয়াল। পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপে। তিন মিনিট পরে দ্বিতীয় গোলটির পিছনেও তাঁর অবদান। তাঁর বাড়ানো পাস থেকে গোল করেন ডিফেন্ডার আলভারো কারেরাস। ৩৫ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের বাড়ানো বল থেকে লক্ষ্যভেদ করেন জুডে বেলিংহাম। ৫১ মিনিটে সের্গিও কামেলো ভায়োকানোর হয়ে একটি গোল শোধ করেন। আরদা গুলেরের বাড়ানো বল থেকে দুরন্ত ফিনিশ করেন এমবাপে। বড় জয় এলেও দ্বিতীয়ার্ধে রিয়ালের মাঝমাঠের পারফরমেন্স চিন্তায় রাখবে মোরিনহোকে। মাঝমাঠের ঢিলেমির জন্য রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়াকে ছয়টি সেভ করতে হয় এদিন। এই নিয়ে লা লিগায় ৫ ম্যাচে ছয় গোল হয়ে গেল এমবাপের।

বার্সেলোনা ৪-২ গোলে জয় পেয়েছে লেভান্তের বিরুদ্ধে। ৫ মিনিটে জাভি এসপার্ট এগিয়ে দেন বার্সাকে। ১৯ ও ৪৮ মিনিটে তাদের জোড়া গোল এনে দেন লামিনে ইয়ামাল। এরপর ইভান রোমেরো ও রজার ব্রুগের গোলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল লেভান্তে। কিন্তু শেষবেলায় করিম আদেমির গোল তাদের হতাশ করে।

গোলের পর বুকায়ো সাকা।

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে জয় হাল্যান্ডদের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার সান্ডারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থান ধরে রাখল আর্সেনাল। তবে রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে জিতে তাদের ওপর চাপ বজায় রেখেছে সিটি। আর্সেনালের মতোই তারাও ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে থাকলেও গোলপার্থক্যে পিছিয়ে আছে দুই নম্বরে। ম্যান ইউয়ের বিরুদ্ধে ৬০ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের করা গোলে সিটি জয় পায়। তবে এই গোলের অনেক আগেই ২৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখে সিটির ফিল ফোডেন মাঠ ছাড়েন।

আর্সেনাল জিতলেও রেফারি এবং ভিএআরের মারফৎ তাঁর দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। রেফারির ওই সিদ্ধান্তকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ আখ্যা দেন তিনি। প্রথমার্ধে আর্সেনালের আক্রমণে তেমন ধার ছিল না। বিতর্কিত মুহূর্ত তৈরি হয় ৫৪ মিনিটে। সান্ডারল্যান্ডের একটি থ্রো ইনের সময় তাদেরই এক ফুটবলার বল দখলে নিতে গিয়ে বক্সে পড়ে যান। রেফারি ভিএআর দেখে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। যদিও সান্ডারল্যান্ডের এনজো লে ফি-র স্পটকিক রুখে দেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। ঠিক দুই মিনিট পরই দূরপাল্লার ঠিকানা লেখা শটে গোল ব্রুনো গুইমারেসের। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান বুকায়ো সাকা।

ম্যাচ শেষে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি আর্তেতা। বলেছেন, ‘জয়টা অবশ্যই দারুণ, তবে খেলার গতিপথ অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। এমন সিদ্ধান্ত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। একটা সিদ্ধান্ত ফলাফল বদলে দিতে পারে। আমি ভিডিওটা দশবার দেখেছি, কোনও অবস্থাতেই ওটা পেনাল্টি হতে পারে না।’

অর্শদীপের তৈরি মঞ্চে রং ছড়ালেন অভিষেক

একপেশে টক্করে আফগান-বধ

৩ উইকেট নিয়ে অর্শদীপ সিং।

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ। ভারতের মাটিতে ‘আয়োজক’ আফগানিস্তান! আইকনিক যে সিরিজের আগে বন্ধুত্বের বার্তা। দুই অধিনায়ক সিরিজের স্পেশাল মেমেন্টো উন্মোচন করেন। গ্যালারিতেও বন্ধুত্বের মেলবন্ধন। ভারতীয়দের ভিড়ে চোখে পড়ার মতো উপস্থিতি আফগান সমর্থকদেরও।

নয়াদিল্লিতে দুইদিনের ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে যাতায়াতের কড়াকড়ির আঁচ এড়িয়ে দল বেঁধে হাজির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। ক্রিকেটীয় পরিবেশের যে উত্তাপ উসকে দিয়ে ক্রিকেট মাঠে নতুন পরম্পরা। প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাজল ‘বন্দে মাতরম...’। তারপর ‘জন গণ মন...’ এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় গান ‘দ্য ওয়াতন আফগানিস্তান...’।

বাইশ গজে যদিও বন্ধুত্ব খুঁজতে যাওয়া বৃথা। দেশের মাটিতে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচেও টস জয়ের অভ্যাস বজায় শ্রেয়স আইয়ারের। দিল্লি ক্যাপিটালসে দীর্ঘদিন খেলেছেন। ৬ নম্বর পিচের রান তাড়ার রেকর্ড মাথায় রেখে আগে বোলিংয়ে অগ্রাধিকার। অগ্রাধিকার বিশ্বকাপ জয়ী টিম কম্বিনেশনেও। ফলস্বরূপ, দেশের মাটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচের অপেক্ষা দীর্ঘ বৈভব সূর্যবংশীর।

অর্ধশতরানের পথে অভিষেক শর্মা।

বিশ্বকাপ জয়ী সঞ্জু স্যামসন-অভিষেক শর্মা ওপেনিংয়ে। মাঝে ঈশান কিষান, শ্রেয়স, তিলক ভার্মা। দাপটের শুরু অবশ্য বোলারদের হাত ধরে। প্রথম ওভারেই রহমানুল্লাহ গুরবাজকে ফিরিয়ে রিংটোন সেট করে দেন জসপ্রীত বুমরাহ (২৬/১)। চাপ আলগা হতে দেননি অর্শদীপ সিং (১৯/৩), বরুণ চক্রবর্তীরা (১৬/১)। মাঝে মহম্মদ নবি (৩৩), আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ৬৪) লড়াই চালালেও কোনওক্রমে দেড়শো পার। অভিষেক-ঈশানের ঝোড়ো যুগলবন্দিতে মাত্র ১৩.৪ ওভারেই যে লক্ষ্যে বৈতরণি পার ভারতের।

বৈভবের বদলে প্রথম এগারোয় থাকলেও সুযোগ নিতে ব্যর্থ সঞ্জু (১০)। কিন্তু চাপ টের পেতে দেননি অভিষেক-ঈশান। ছক্কা হাঁকিয়ে রানের খাতা খোলেন অভিষেক। ফজলহক ফারুকির পেস হোক বা রশিদ খানের স্পিন, সারাক্ষণ যে মেজাজ বজায় রাখলেন। ২২ বলে হাফ সেঞ্চুরিতে টিম আফগানের ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেন।

অভিষেকের বেশিরভাগ শটই হাওয়ায় যাত্রা। লো স্কোরিং ম্যাচেও সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করে শেষপর্যন্ত অভিষেক থামেন ৩২ বলে ৮২ রানে। ৭টি চারের সঙ্গে সমসংখ্যক ছক্কা ভারতীয় ‘সিক্সার কিংয়ের’।

ঈশান অপরদিকে দলীপ ট্রফির ফাইনালে (২৭০ করেছিলেন) যেখানে থেমেছিলেন, আজ সেখান থেকেই শুরু করেন।

জুটিতে ৫৩ বলে ১৩৮! পাওয়ার প্লে-তেই ৮২/১ ভারত। ১০ ওভারে ১৩১/১! যার সামনে রশিদ-ফজল-নুর আহমদদের অসহায় আত্মসমর্পণ। দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে অভিষেকের মতোই বাউন্ডারি লাইনে রশিদের দুরন্ত ক্যাচে ফেরেন ঈশান (৩৩ বলে ৪২)। অভিষেক-ঈশানের জুটির দৌলতে শেষপর্যন্ত ৩৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে আফগান-বধে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া। শ্রেয়স ৮ ও তিলক ৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

এর আগে আফগান ইনিংসে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে প্রথম ওভারেই উইকেট নিয়ে শুরু করেন বুমরাহ। ম্যাচের প্রথম বল ওয়াইড ৫। দ্বিতীয় বৈধ বলে গুরবাজকে (০) ডাগআউটের রাস্তা দেখান। এরপর কার্যত ফেরার প্রতিযোগিতা আফগান টপ অর্ডারে। অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান (১১) এর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক রানআউটের শিকার। সেদিকুল্লাহ অটল (১৩), গুলবাদিন নাইবরা (২) চাপ সামলাতে ব্যর্থ।

পাওয়ার প্লে-তে ৪১/৪। ১০ ওভারে ৫৬/৫। এখান থেকেই লড়াই নবি (২৭ বলে ৩৩) ও ওমরজাইয়ের (অপরাজিত ৬৪)। ষষ্ঠ উইকেটে ৫৬ বলে ৮৩ রান যোগ করেন। নিখুঁত ইয়র্কারে নবির উইকেট ছিটকে দিয়ে জুটি ভাঙেন অর্শদীপ। ৫৬/৫ থেকে ১২৬/৬। শেষপর্যন্ত যা পৌঁছে যায় ১৫৬/৮। বুমরাহ, অর্শদীপ, বরুণদের সাঁড়াশি চাপের মাঝে ৪টি চার ও সমসংখ্যাক ছক্কায় ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন ওমরজাই। যদিও অভিষেক তাণ্ডব যে লড়াইয়ে জল ঢেলে দেয়।

স্কোরবোর্ড

আফগানিস্তান

গুরবাজ ক অভিষেক বো বুমরাহ	০
জাদরান রানআউট	১১
অটল ক বুমরাহ বো অর্শদীপ	১৩
নাইব ক নীতীশ বো অক্ষর	২
দারউইশ বো বরুণ	২
ওমরজাই অপরাজিত	৬৪
নবি বো অর্শদীপ	৩৩
রশিদ ক অক্ষর বো অর্শদীপ	১
নুর রানআউট	০
মুজিব অপরাজিত	৯
অতিরিক্ত	**২১**
মোট (২০ ওভারে, ৮ উই.)	**১৫৬**

উইকেট পতন : ৫/১, ৩৮/২, ৩৯/৩, ৪১/৪, ৪৩/৫, ১২৬/৬, ১৩১/৭, ১৩১/৮।

বোলিং : বুমরাহ ৪-০-২৬-১, অর্শদীপ ৪-০-১৯-৩, অক্ষর ৪-০-২৭-১, বরুণ ৪-০-১৬-১, নীতীশ ২-০-৩০-০, অভিষেক ১-০-৮-০, দুবে ১-০-২১-০।

ভারত

সঞ্জু ক দারউইশ বো ওমরজাই	১০
অভিষেক ক রশিদ বো নবি	৮২
ঈশান ক রশিদ বো নবি	৪২
শ্রেয়স অপরাজিত	৮
তিলক অপরাজিত	৩
অতিরিক্ত	**১২**
মোট (১৩.৪ ওভারে, ৩ উই.)	**১৫৭**

উইকেট পতন : ১৮/১, ১৩৯/২, ১৫২/৩।

বোলিং : ফারুকি ২-০-৩৮-০, মুজিব ২-০-১৬-০, ওমরজাই ১-০-১৪-১, নবি ৩-০-২৮-২, রশিদ ৩.৪-০-৩৪-০, নুর ২-০-২৫-০।

শেফালি-স্মৃতির তাণ্ডবে অষ্টমবার এশিয়া সেরা

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : ওস্তাদের মার শেষ রাতে। এশিয়া কাপ ফাইনালে শেফালি ভার্মার সঙ্গে জুটি বেঁধে সেটা আরও একবার তুলে ধরলেন স্মৃতি মান্ধানা। দুর্বল হংকংয়ের বিরুদ্ধে একটা সেঞ্চুরি ছাড়া হরমনপ্রীত কাউরের ডেপুটির ব্যাটে চলতি প্রতিযোগিতায় রান ছিল না। হতাশা মুছে রবিবার শেফালির (৩৯ বলে ৬৮) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১২৯ রান তুলে স্মৃতি (৩৯ বলে ৫৯) ভারতকে পৌঁছে দিলেন ১৮৩/৫

ট্রফি নিলেন না হরমনপ্রীতরাও

স্কোরে। যেখান থেকে অষ্টমবার ভারতের মেয়েদের এশিয়া সেরার মুকুট পরা ছিল সময়ের অপেক্ষা।

খেলা শেষ হওয়ার ৪৫ মিনিট পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। গত বছর পুরুষদের এশিয়া কাপে ১ ঘণ্টার বেশি দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। এবার হয়তো ভারত কী করবে, তা আগে থেকেই ঠিক ছিল। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভিও হয়তো জানতেন, ভারত পুরস্কার নিতে আসবে না। তাই মঞ্চে এশিয়া কাপের ট্রফিই ছিল না। গত বারের ট্রফি এখনও পাননি সূর্যকুমার যাদবরা। হরমনপ্রীতরাও হয়তো ট্রফি পাবেন না।

পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানের শুরুতে আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি ও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের মেডেল দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক আতাপাত্তুর হাতে রানার্সের চেক তুলে দেন নকভি। তার পরেই সঞ্চালক ফারভিজ মাহরুফ জানিয়ে দেন, এখানেই অনুষ্ঠান শেষ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মঞ্চের আশপাশে দেখাও যায়নি।

২ বছর আগে ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের পরম্পরায় ছেদ পড়েছিল। বদলার ফাইনালে টস জেতার পর হরমনপ্রীত বলেছিলেন, স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলে প্রথম থেকেই বিপক্ষকে চাপে রাখতে চান তিনি। অধিনায়কের স্ট্র্যাটেজিকে সফল করে ২৪ বলেই অর্ধশতরানের গণ্ডী পেরিয়ে যান শেফালি। পাঁচ বাউন্ডারি ও তিন ছক্কার ইনিংসে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না স্মৃতিও। দুই ওপেনিং ব্যাটারের আগ্রাসী মেজাজে শুরুতে গুটিয়ে থাকা মিতালি অযোধ্যা (৩৩/১), চামারি আতাপাত্তুরা (৩৪/১) ডেথ ওভারে লাগাম টেনে ধরেন। আরও একবার মঞ্চ তৈরি থাকলেও যার সামনে খেই হারান রিচা ঘোষ (১৭), হরমনপ্রীতরা (১৪)। তুলনায় প্রতীকা রাওয়ালের পরিবর্তে চলতি প্রতিযোগিতায় এদিনই প্রথম সুযোগ পাওয়া গুনালান কমলিনীকে (৫ বলে অপরাজিত ১৫) অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী লেগেছে।

শ্রীলঙ্কা রানতাড়ায় নামলে প্রথম ওভারেই ধাক্কা দিয়েছিলেন ক্রান্তি গৌড় (৮/১)। ইমেশা দুলানিকে (৪) তুলে নেন তিনি। অধিনায়ক আতাপাত্তু (৩৬) এরপর ভীষ্মি গুণারত্নেকে (২০) নিয়ে সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। যদিও তার মাঝে নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (২০/৪) ও দীপ্তি (১৯/৩) বিপক্ষের আস্কিং রেট বাড়ানোর কাজ করে যান। সেই চাপেই শ্রীলঙ্কা শেষ পর্যন্ত ১১১ রানে অল আউট হয়ে যায়।

অর্ধশতরানের পথে শেফালি ভার্মা (বাঁয়ে) ও স্মৃতি মান্ধানা।

পাক ক্রিকেটে সবই ধোঁয়াশায় : আফ্রিদি

- খবর এগারোর পাতায়

শংকরের প্রস্তাবে থাকছে ৮-১২ বছর বিভাগ

বাঘা যতীনের রোড রেসে পতাকা দেখাবেন ভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শেষ কয়েকটা বছর বড় কোনও তারকা আনতে না পারায় বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহালয়ার রোড রেস ঘিরে চেনা উন্মাদনা ছিল না। আকর্ষণ ফেরাতে এবারের দৌড়ে পতাকা দেখানোর জন্য প্রথমবার তারা হাজির করছেন বিদেশি ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব – শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার চামিন্ডা ভাসকে। রবিবার দুপুরে বাঘা যতীন ক্লাবে বসে সেই কথা জানালেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এই ঘোষণার কিছুক্ষণ আগেই দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে ভাসের নাম সামনে এনেছিল। আগামী আইপিএলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সামলানোর আগেই মহালয়ার ভোরে ভাসের তারকা দ্যুতির সাক্ষী থাকবে শিলিগুড়ি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভাসের পরিসংখ্যান তুলে ধরে শংকর এদিন বলেছেন, ‘ভারতের বিরুদ্ধে ভাস বল হাতে নিলেই আমরা প্রার্থনা করতাম যাতে কোনও উইকেটের পতন না হয়। বিশ্ব ক্রিকেটের এমন একজন মহাতারকাকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শিলিগুড়িবাসীর পক্ষ থেকে আমি ক্লাবকর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ পর্যটনমন্ত্রীর করা একটি প্রস্তাবও বাঘা যতীন রক্ষা করেছে। মাসখানেক আগে রোড রেসের টি-শার্ট প্রকাশের দিনই শংকর ক্লাবকর্তাদের কাছে আর্জি রেখেছিলেন, ১৩-১৭, ১৮-২৯, ৩০-৩৯, ৪০-৪৯ ও ৫০ উর্ধ্বদের জন্য ৫ এবং ১০ কিলোমিটারের রোড রেস রাখা ছাড়াও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোমোশনাল কোনও দৌড়ের ব্যবস্থা করার। যা তাঁরা রেখেছেন জানিয়ে এদিন শংকর বলেছেন, ‘৮ থেকে ১২ বছর বয়সিদের জন্য থাকছে ২ কিলোমিটার রোড রেস।’ যার জন্য তাঁর দপ্তরের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে পর্যটনমন্ত্রীর সংযোজন, ‘গত রবিবারই আলোচনার সময় কাফু বলছিলেন, স্কুল স্তর থেকে খেলাকে গুরুত্ব দেওয়া না হলে সর্বোচ্চ সাফল্য প্রাপ্তি সম্ভব নয়। পদক সংখ্যা বাড়বে না কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমসে।’

বাঘা যতীনের সচিব প্রসূন দাসগুপ্ত, সহ সভাপতি শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দৌড়ের দুইটি দৈর্ঘ্যে ইতিমধ্যে ৭৫০ জনের নাম জমা পড়েছে। হাসমি চকে ২ কিলোমিটার দৌড় শুরুর পর তা ক্লাবের সামনে এসে শেষ হবে। বাঘা যতীনের সভাপতি উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘পর্যটনমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ৮ থেকে ১২ বছর বয়সিদের জন্য আমাদের এই দৌড় আয়োজনের স্লোগান হল ক্যাচ দেম ইয়ং। সেই লক্ষ্যপূরণে সোমবার থেকেই আমাদের কর্মকর্তারা স্কুলে স্কুলে যাবেন। ২ কিলোমিটার দৌড়ে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে প্রথম তিনজনকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।’

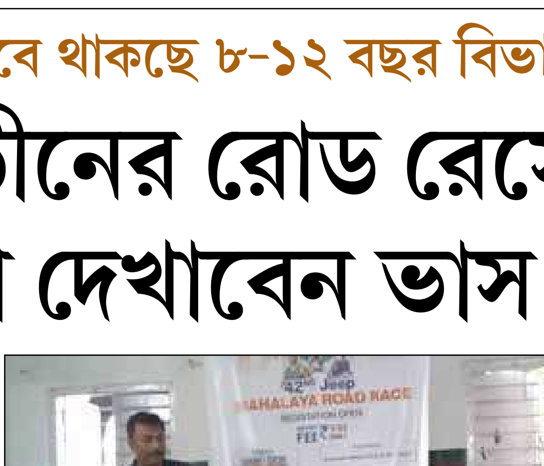

বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে মহালয়ার রোড রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। রবিবার।

ডিরেক্টর জেনারেলের ক্ষমতা কমিয়ে দিল হকি ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ডিরেক্টর জেনারেল আরকে শ্রীবাস্তবের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিল হকি ইন্ডিয়া। প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকের পক্ষ থেকে শোকজ নোটিশ ধরিয়ে শ্রীবাস্তবকে তাঁর প্রশাসনিক, আর্থিক ও পরিচালন ক্ষমতা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে নিয়ম না মানা এবং পদ্ধতিগত ত্রুটি সংক্রান্ত আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম বড় অভিযোগ হল ভারতীয় হকি দলের জার্সির রং নীল থেকে বদলে গেরুয়া করে দেওয়া এবং জার্সির রং বদলের ক্ষেত্রে হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট তিরকে কিংবা কার্যনির্বাহী সমিতির পরামর্শ না নেওয়া। এছাড়াও প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অমান্য করে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে সদ্য শেষ হওয়া হকি বিশ্বকাপে যাওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে শ্রীবাস্তবের বিরুদ্ধে। অথচ সেই সময় তাঁর দেশে থেকে হকি ইন্ডিয়া লিগের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলানোর কথা ছিল। তিরকের পক্ষ থেকে দেওয়া আইনি নোটিশে বলা হয়েছে, ‘শৃঙ্খলা, দায়বদ্ধতা এবং নির্বিঘ্ন কাজকর্মের জন্য ডিরেক্টর জেনারেলকে তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।’